

পালি

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দলের অর্জন: বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ

২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, লাওস, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর নারী ফুটবলাররা অংশগ্রহণ করেন। লাল-সবুজের প্রতিনিধি বাংলাদেশ দল দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে পৌঁছে যায়। তবে বাংলাদেশ-লাওস ফাইনাল খেলাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাতিলের সিদ্ধান্ত হলে উভয় দলকেই যুগ্মভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

নিম্ন-মাধ্যমিক পালি

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া

সম্পাদনা

বেলু রাণী বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৯৬

পুনর্মুদ্রণ : মে, ২০০৩

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২০

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে পঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন। এই বিবেচনার আলোকেই ১৯৯৪ সালে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য 'শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি টাঙ্কফোর্স' গঠন করা হয়। এই টাঙ্কফোর্স প্রণীত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনায় নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তক ১৯৯৬ সালে মঠ ও নবম এবং ১৯৯৭ সালে সপ্তম, অষ্টম ও দশম শ্রেণিতে প্রবর্তিত হয়।

পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে রচিত পুস্তকগুলো প্রবর্তনের পর আরও চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে এই বছর (২০০০ সাল) নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশোধিত ও পরিমার্জিত এই নতুন সংস্করণ যথাসম্ভব নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

১৯৯৭ সালের সংশোধিত ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণির 'পালি' পাঠ্যপুস্তকটি লিখিত হয়েছে। পালি ভাষা পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষা। বুদ্ধের মূল উপদেশগুলো পালিভাষায় সংকলিত হয়েছে। এ পুস্তকে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও শিখনফলের সার্বিক প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অসুশীলনীতে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।

পালিভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়াও পালি শব্দকোষ বাংলা অর্থসহ জেনে রাখা প্রয়োজন। সেদিক বিবেচনা করে প্রচুর শব্দার্থ ও বাক্য গঠনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পালিভাষায় দক্ষতা লাভ করতে পারবে, অপরদিকে বাংলাভাষায়ও বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। বানানের ক্ষেত্রে অণুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

যারা এ বইটি রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও যৌক্তিক মূল্যায়নসহ প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দান করেছেন, তাঁদের জামাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হলো তারা যদি উপকৃত হয়, তবেই আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক. গদ্য

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মহাবগ্ন	
	- যসস্ পবজ্জা	১
	- ভজবগ্নিম সহায়কানং বধু	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	জাতকমালা	
	- বট্টক জাতক	১০
	- সমোদমান জাতক	১৩
	- নকথণ্ড জাতক	১৭
	- সঞ্জীব জাতক	২০
	- সুনখ জাতক	২৩
	- উলুক জাতক	২৬
তৃতীয় অধ্যায়	ধম্মপদটুটকথা	
	- দেবদত্তসুস বৃথ (১)	২৯
	- সুমনাদেবীয়া বৃথ	৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	খুদক পাঠ	খ. গদ্য
	- করণীয় মেত্ত সুত্ত	৩৯
	- লোকনীতি	৪৩
	- সুজনকাত	
পঞ্চম অধ্যায়	ধম্মপদ	
	- পুণ্ড বগ্ন	৫০
	- বাল বগ্ন	৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	চরিয়া পিটক	
	- সিবিরাজ চরিয়াং	৫৭
	- ধম্ম দেবদত্তো চরিয়াং	৬০
	- থের গাথা	৬৩
	- মানুজ্যপুত্তো থেরো	৬৫
	- সোপাকো থেরো	
	- থেরী গাথা	৬৬
	- নন্দা থেরী	
	- সুভা থেরী	৬৮
সপ্তম অধ্যায়	সন্ধি	গ. ব্যাকরণ
	- লিঙ্গ	৭৩
	- বিশেষণের তারতম্য	৮০
	- বিশেষণের তারতম্য	৮১
অষ্টম অধ্যায়	শব্দরূপ ও ধাতুরূপ	
	- শব্দরূপ	৮৩
	- আখ্যাতিক বিভক্তি	৮২
	- ধাতুরূপ	৮৫
নবম অধ্যায়	অসমাপিকা ক্রিয়া	
	- কারক	১০২
	- বিভক্তিভেদ	১০৩
	- বিভক্তিভেদ	১০৪
দশম অধ্যায়	অনুবাদ	
	- বাংলা থেকে পালি বাক্যের অনুবাদ	১০৭
	- পালি থেকে বাংলা অনুবাদ	

ক. গদ্য

প্রথম অধ্যায়

মহাবগুগ

যসস্ পবজ্জা

তেন থো পন সময়েন বারাপসিযং যসো নাম কুলপুত্তো সেট্ঠিপুত্তো সুখমালা হোতি, তস্ তযো পাসাদো হোত্তি, একো হেমন্তিকো, একো গিম্বহিকো, একো । সো বস্সিকে পাসাদে চত্তারো মাসে নিপুসিসেহি ত্তিরিবেহি পরিচারয়মানো ন হেট্ঠা পাসাদং ওরোহতি । অথ থো যসস্ কুলপুত্তস্ পঞ্চাহি কামগুণেহি সমপিতস্ সমজ্জি — ভুতস্ পরিচারয়মানস্ পটিগছেব নিদ্দা ওক্কমি, পরিজনস্ পি পজ্জা নিদ্দা ওক্কমি । সত্তরত্তিযো চ তেল্পদীপো ঝায়ত্তি । অথ থো যসো কুলপুত্তো পটিগছেচব পবুজ্জিত্তা অদ্দস সচ্চ পরিজনং সুপত্তং, অএঃএঃসসা কচ্ছে বীণং, অএঃএঃসসা কচ্ছে মুদিক্কাং, অএঃএঃসসা উরে আলম্বরং, অএঃএঃ বিকেসিকং, অএঃএঃ বিখেলিকং, অএঃএঃ বিপ্পলপত্তিযো, হথপত্তং সুসানং মএঃএঃ দ্বিমানস্ আদীনবো পাত্তুরহেসি, নিব্বিদায় চিত্তং সত্তাসি । অথ থো যসো কুলপুত্তো উদানং উদানেসি: “উপদ্দুতং বত্ত ভো! উপসস্ট্ঠং বত্ত ভো!তি” ।

অথ থো যসো কুলপুত্তো সুবগ্গপাদুকায়ো আরোহিত্তা যেন নিবেসনঙ্কারং তেনুপসজ্জমি । অন্নস্ দ্বারং বিবরিংসু, মা যসস্ কুলপুত্তস্ কোচি অন্তরাযমকাসি আগারস্সা অনাগারিযং পবজ্জায়াত্তি । অথ থো যসো কুলপুত্তো যেন নগরস্সারং তেনুপসজ্জমি । অথ থো যসো কুলপুত্তো যেন ইসিপতনং মিগদায়ো তেনুপসজ্জমি । তেন থো পন সময়েন ভগবো রত্তিষা পচ্ছসময়ং পচ্ছট্ঠাব অজ্জঝোকাংসে চজ্জমতি । অদ্দসা থো ভগবো যসং কুলপুত্তং দূরতোব আগচ্ছত্তং, দ্বিমান চজ্জমা ওরোহিত্তা পএঃত্তে আসনে নিসীদি । অথ থো যসো কুলপুত্তো ভগবতো অবিনুত্তে উদানং উদানেসি: “উপদ্দুতং বত্ত ভো! উপসস্ট্ঠং বত্ত ভো!তি” ।

অথ থো ভগবো যসং কুলপুত্তং এতদবোচ: “ইদং থো যস অনুপদ্দুতং ইদং অনুপসস্ট্ঠং, এহি যস নিসীদ, ধম্মং তে দেসিস্সামী”তি । অথ থো যসো কুলপুত্তো ইদং কিং অনুপদ্দুতং অনুপসস্ট্ঠত্তি হট্ঠো উদানো সুবগ্গপাদুকাহি ওরোহিত্তা যেন ভগবো তেনুপসজ্জমি, উপসজ্জমিত্তা ভগবত্তং অভিবাদেত্তা একমত্তং নিসীদি । একমত্তং নিসিন্নস্ থো যসস্ কুলপুত্তস্ ভগবো অনুপবিকঞ্চং কথেসি: সেযাথীদং, দানকঞ্চং, সীলকঞ্চং, সন্নকঞ্চং, কামানং আদীনবং ওকারং সত্তিলেসং মেব্বন্নে অমিসংসং পকাসেসি । বদা ভগবো অএঃএঃসি যসং কুলপুত্তং জ্জলচিৎতং মুদুচিৎতং বিনীবরণ চিৎতং উদগ্গচিৎতং পসন্নচিৎতং, অথ যা বুদ্ধানং সামুত্তংসিকা ধম্মদেসনা তং পকাসেসি : দুক্কং সমুদযং নিরোধং মগ্গং । সেযাথাপি নাম সুম্মং বহং অপগত্তকালকং সম্মদেব রজ্জনং পত্তিগ্গহেযা এবম্বেব যসস্ কুলপুত্তস্ তস্সি যেব আসনে বিরজ্জং বীতমলং ধম্মচক্কং উদপাদি; “যং কিঞ্চি সমুদযম্মং সত্তং তং নিরোধম্ম”তি ।

অথ থো যসস্ কুলপুত্তস্ মাতা পাসাদং অভিবুহিত্তা যসং কুলপুত্তং অপস্সত্তী যেন সেট্ঠী গহপতি তেনুপসজ্জমি, উপসজ্জমিত্তা সেট্ঠিং গহপত্তিং এতদবোচ : “পুত্তো তে গহপতি যসো ন দিস্সত্তী”তি ।

অথ খো সেট্টী গহপতি চতুর্দশ অঙ্গসদৃশ উযোজ্যেতা সামগ্র্যেব যেন ইসিপতনং মিগদাযো তেনুপসজ্জমি। অঙ্গসা
খো সেট্টী-গহপতি সুরগুণাদুকনং নিক্বেপং, দিম্বান তগ্র্যেব অনুগমা। অঙ্গসা খো ভগবা সেট্টিঃ গহপতিং দূরতোব
আগচ্ছতং, দিম্বান ভগবতো এতদহোহি : “যনুনাহং তথারূপং ইন্ধ্যাভিসজ্জারং অভিসজ্জারেয্যং বথা সেট্টী গহপতি ইধ
নিসিন্নো ইধ নিসিন্নং যসং কুলপুত্তং ন পস্সেয্যা”তি। অথ খো ভগবা তথারূপং ইন্ধ্যাভিসজ্জারং অভিসজ্জারেসি।

অথ খো সেট্টী গহপতি যেন ভগবা তেনুপসজ্জমি, উপসজ্জমিত্তা ভগবত্তং এতদবোচ : “অপি ভত্তে ভগবা যসং কুলপুত্তং
পস্সেয্যা”তি?

“তেনহি গহপতি নিসীদ অশ্পেবনাম ত্বং ইধ নিসিন্নো ইধ নিসিন্নং যসং কুলপুত্তং পস্সেয্যাসী”তি। অথ খো সেট্টী গহপতি
ইধেব কিরহিং নিসিন্নো যসং কুলপুত্তং পস্সিস্সামী”তি হট্টো উদম্বো ভগবত্তং অভিবাদেত্তা একমত্তং নিসীদি। একমত্তং
নিসিন্নস্স খো সেট্টিস্স গহপতিস্স ভগবা আনুশুবিবত্তং কথেসি—পে—অপরপচচযো সখুসাসনে ভগবত্তং এতদবোচ :
“অভিকত্তং ভত্তে। সেয্যথাপি ভত্তে। নিক্কজ্জিতং বা উক্কজ্জয়্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্স বা মগ্গং আচিক্কেয্য,
অঙ্গকারে বা তেলপজ্জাতং ধারেয্য, চক্কুমত্তো কুপানি দক্কন্তী”তি। এবমেবং ভগবতা অনেকপরিযায়েন ধম্মো
পকাসিতো। “এসাহং ভত্তে ভগবত্তং সরপং গচ্ছামি ধম্মং ভিক্কুসজ্জক্ক, উপাসকং মং ভগবা ধারেতু, অঙ্গতন্নে
পাগুণেতং সরপং গত”তি।

সো চ লোকে পঠমং উপাসকো অহোহি তেবাটিকো।

অথ খো যসস্স কুলপুত্তস্স পিতুনো ধম্মে দেসিবমানে যথাদিট্টং যথাবিদিত্তং ভূমিং পচ্চবেক্কত্তস্স অনুপাদায
আসবেহি চিত্তং বিমুত্তি। অথ খো ভগবতো এতদহোহি : “যসস্স খো কুলপুত্তস্স পিতুনো ধম্মে দেসিবমানে যথাদিট্টং
যথাবিদিত্তং ভূমিং পচ্চবেক্কত্তস্স অনুপাদায আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং; অভকো খো যসো কুলপুত্তো হীনাযাবত্তিত্তা কামে
পরিভজ্জিত্তং, সেয্যথাপি পুরে আগারিকভূতো যনুনাহং তং ইন্ধ্যাভিসজ্জারং পটিপ্পস্সসেয্য”তি। অথ খো ভগবা তং
ইন্ধ্যাভিসজ্জারং পটিপ্পস্সসেয্যতি। অঙ্গসা খো সেট্টী গহপতি যসং কুলপুত্তং নিসিন্নং দিম্বান যসং কুলপুত্তং এতদবোচ :
“মাতা তে ভাত যস, পরিদেব — সোবসস্সান্ধা দেহি মাতুয়া জীবিত”তি। অথ খো যসো কুলপুত্তো ভগবত্তং
উলোকেসি। অথ খো ভগবা সেট্টিঃ গহপতিঃ এতদবোচ : “তং কিং মঞ্জেসি গহপতি যসস্স কুলপুত্তস্স সেথেন
এথেনে সেথেন দস্সনেন ধম্মো দিট্টো সেয্যথাপি ত্বা। তস্স যথাদিট্টং যথাবিদিত্তং ভূমিং পচ্চবেক্কত্তস্স অনুপাদায
আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং; ভকো নু খো যসো গহপতি হীনাযাবত্তিত্তা কাযে পরিভজ্জিত্তং সেয্যথাপি পুরে
আগারিকভূতো”তি? “সোহেতং ভত্তে”তি।

“যসস্স খো গহপতি কুলপুত্তস্স সেথেন এথেনে সেথেন দস্সনেন ধম্মো দিট্টো সেয্যথাপি ত্বা। তস্স যথাদিট্টং
যথাবিদিত্তং ভূমিং পচ্চবেক্কত্তস্স অনুপাদায আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং, অভকো খো গহপতি যসো কুলপুত্তো
হীনাযাবত্তিত্তা কামে পরিভজ্জিত্তং সেয্যথাপি পুরে আগারিকভূতো”তি।

“লাভা ভত্তে যসস্স কুলপুত্তস্স, মূলক্কং ভত্তে যসস্স কুলপুত্তস্স, যথা যসস্স কুলপুত্তস্স অনুপাদায আসবেহি চিত্তং
বিমুত্তং। অধিবাসেতু মে ভত্তে ভগবা অজ্জতনায তত্তং যসেন কুলপুত্তেন পচ্ছাসমণেনা”তি। অধিবাসেসি ভগবা
তুগ্ধীভাবেন।

অথ খো সেট্টী গহপতি ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কামি। অথ
খো যসো কুলপুত্তো অচিরপক্কন্তে সেট্ঠিম্হি গহপতিম্হি ভগবন্তং এতদবোচ : "লভেয়্যাহং ভন্তে ভগবতো সত্তিকে
পবজ্জং, লভেয়্যং উপসম্মদা"তি।

"এহি ভিক্খুতি ভগবা অবোচ, মাক্খাতো ধম্মো, চর ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্খসং অন্তকিরিয়াযা"তি।

সা ব তসং আযম্মতো উপসম্মদা অহোসি। তেন খো পন সম্মেহেন দম্ম লোকে অরহন্তো হোন্তি।

শব্দার্থ

সেট্ঠিপুত্তো - শ্রেষ্ঠপুত্র; সুখমালো - সুকুমার, প্রিয়দর্শন যুবক; তযো পাসাদা - তিনটি প্রাসাদ; গিম্হিকো - গ্রীষ্মের
উপযোগী; তুরিয়েহি - নর্তকী দ্বারা; পরিচারয়মানো - পরিসেবিত হয়ে; ন ওরোহতি - অবতরণ করলেন না;
সম্পিত্তসং - সমর্পিত; সমন্নিভুতসং - একাগ্রতার সাথে, তনুয় হয়ে; পটিগচ্ছং - সকলের আগে; নিদ্ধা ওক্কমি -
নিদ্রা যেত; পরিজনসংসপি - পরিজনও, লোকজনও; পাক্কা - পেছনে; তেল্পদীপো বাযতি - তৈল প্রদীপ জ্বলছিল;
অথ খো - অতঃপর; পরুজ্জিক্কা - জেগে ওঠে; অক্কস - দেখল; সকং - নিজের; সুগত্তং - শূয়ে থাকতে;
অঞ্জসসা কচ্ছ - কারো কাঁধে; মূদিচ্ছং - মূদলা; উরৈ - বাক; আলম্বয়ং - বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; বিকেসিকং -
এলোমেলো কেশ; বিকেসিকং - লাল নিঃসৃত; বিম্পলপত্তিয়ে - প্রলাপ বকছে এমন; সুসানং - শূশান; আদীনব -
ক্ষতিকর, কুফল; পাতুরহোসি - মনে হল; উপমুত্তং - উপদ্রব; সুবগ্গাদুকা - স্বর্ণগাদুকা; আরোহিত্বা - আরোহণ
করে; নিবেসনম্বারং - গৃহদ্বার; বিবরিংসু - উনুত করলেন; অন্তরায়মক্কাসি - অন্তরায় ঘটতে পারে; উপসসট্ঠং -
উৎপাত; পচ্চুসসমযং - ভোরে; পচ্চুট্ঠায - শয্যাভাগ করে; অজ্জ্বোকাশে - উনুত স্থান; চক্কমতি - চক্রমণ
করছিলেন; পায়চারি করছিলেন; পঞ্ঞন্তে আসনে - নির্দিষ্ট আসনে; নিসীদি - উপবেশন করলেন; একমত্তং -
একপাশে; আনুপুসিকথং - আনুপূর্বিক ধর্মকথা; সেযাখীদং - যথা, যেমন; ওকারং - আবর্জনা, জঞ্জাল; সত্তিকেসং -
সংক্লেষ, মালিন্য; আনিসংসং - সুফল; উদরুতচিত্তং - উদরুতচিত্ত; কলরুচিৎতং - নির্দোষ চিত্ত, অদ্রাভ দৃষ্টি;
সামুজ্জসিকা - সমুজ্জ্বল, সবচেয়ে উজ্জ্বল; অঙ্গতকালকং - কালিমারহিত; রজ্জনং - রং; উদপাদি - উৎপন্ন হল;
অভিরুহিত্বা - আরোহণ করে; অসুদত্তে উযোগেত্বা - অনুরোধী দ্রুত শ্রেরণ করে; তঞ্ঞেব অনুগমা - তার
অনুগমন করলেন; ইট্ঠো - হুট্ঠ; তথারূপং - সেরূপ; অতিসম্মারেবায় - প্রদর্শন করা উচিত।

অপেবনাম - অঙ্গকণের মধ্যে; অপরপচ্চযো - আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস; অতিক্কত্তং - সুন্দর, মনোহর; নিক্কজ্জিতং -
উট্টোকে; উক্কজেযা - সোজা করা উচিত; পটিজ্জন্মং - আত্মদিত, আবৃত; অতিক্কেযা - জ্ঞাত করা উচিত; চক্কমত্তো
- চক্খমান; অনেক পরিষাবেন - বহু পর্বারে, অনেক উপায়ে; অক্কত্তম্হে - আজ থেকে; পাবুসেত্তং - আমরণ;
তিবাটিকো উপাসকো - ত্রিবাটিক উপাসক; পচ্চবেক্কত্তসং - পর্ববেক্ষণ করার সময়; অনুপাদায আসবেহি - আসক্তি
ক্ষয় করে; অভক্কো - অক্ষম, অসম্মত; হীনাবাভিত্তা - হীনমস্তরে আবর্তিত হয়ে; পটিম্পসম্মেত্তি - স্থগিত
করলেন।

সোকসমাপ্পনা - শোকাকুল হয়ে; ভগবন্তং উলোককেসি - ভগবানের মুখপানে চাইলেন; সেষেন এরাণেন - শৈক্ষের
জ্ঞান দ্বারা, জ্ঞান আহরণে যার শিক্ষা সমাপ্ত; নোহিতং - তা আর নেই; পুকে আগারিক-ভূতো - পূর্বের ন্যায়
আগারভক্ত; অধিবাসেসি - সম্মত হলেন; তুগ্গহীভাবেন - মৌনভাবে; উট্ঠাযাসনা - আসন থেকে উঠে; পক্কামি -
প্রস্থান করলেন; অচিরপক্কন্তে - অনতিবিলম্বে; অন্তকিরিয়া - অন্তসাধন।

মর্ষার্থ

বারাণসীর উচ্চকুলজাত শ্রেষ্ঠপুত্র যশ। তাঁর তিন স্বত্বের উপযোগী তিনটি প্রাসাদ ছিল। যথা - হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তিনি বর্ষার উপযোগী প্রাসাদে চারমাস নর্তকী পরিসেবিত হয়ে থাকতেন। কখনও প্রাসাদ থেকে নিচে নামতেন না। একদিন রাতে পঞ্চ কামগুণে রত হয়ে সকলের আগে নিদ্রা গেলেন। সারারাত তৈল প্রদীপ জ্বলছিল। তিনি ঘুম ভাঙলে দেখলেন, নর্তকীরা কেউ এলোমেলো কেশে ঘুমোচ্ছে, কারও মুখ থেকে লাগা বের হচ্ছে; আবার কেউ প্রলাপ বকছে। তাঁর নিকট সেই দৃশ্য শ্রুতান মনে হল। তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন : এ যে বড় উপদ্রব, বড় উৎপাত!

তিনি কালবিলম্ব না করে গৃহস্থারে নেমে এলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের যাতে অন্তরায় না হয় সেজন্য দেবতার তাকে দরজা খুলে দিলেন। তিনি প্রাসাদ থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটে ঋষিপতন মৃগদাবে উপস্থিত হলেন। তখন বৃন্দ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে তাঁর নবধর্মে দীক্ষা দিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। ভগবান চক্রমণ করার সময় যশকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। তিনি নির্দিষ্ট আসনে বসে যশকে বললেন : যশ, এখানে বস। এ স্থান উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য। অন্তঃপর বৃন্দ তাঁকে দান, শীল, ভাবনা, চতুরার্য সত্য এবং নৈষ্কর্ম্যের সুফল সম্পর্কে ধর্মদেশনা করলেন। যশের ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল।

এদিকে যশের মাতা তাকে প্রাসাদে দেখতে না পেয়ে স্বামীকে এ কথা নিবেদন করলেন। যশের পিতা তাঁকে খোঁজ করার জন্য চারদিকে অনুরোধী দূত পাঠালেন। তিনি নিজে ঋষিপতন মৃগদাবে গেলেন। সেখানে যশের স্বর্ণপাদুকার চিহ্ন দেখে তারই অনুগমন করলেন। ভগবান শ্রেষ্ঠকে আসতে দেখে এমন ঋষি প্রদর্শন করলেন যাতে যশকে দেখতে না পায়। তিনি বৃন্দকে বন্দনা করে একপাশে বসে তাঁর পুত্র কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। অশ্বকারে তৈল প্রদীপ ধারণের মত বৃন্দ শ্রেষ্ঠকে প্রথমে ধর্মোপদেশ দ্বারা মুগ্ধ করলেন। যশের পিতা ত্রিরত্নের শরণাগত হলেন। তখন থেকে শ্রেষ্ঠী 'ত্রিবাচিক উপাসক' নামে খ্যাতি লাভ করলেন। কারণ, সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনিই সর্বপ্রথম ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেছিলেন। পিতাকে ধর্মদেশনা করার সময় যশ জ্ঞানভূমি পর্যবেক্ষণ করে সমস্ত আসব থেকে মুক্ত হলেন। তখন বৃন্দ ঋষিময়া স্থপিত করলে গৃহপতি যশকে দেখতে পেলেন। তিনি পুত্রের অদর্শনে মায়ের শোকাকুল বিলাপের কথা উল্লেখ করে যশকে গৃহে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু যশ তখন বিমুক্ত পুরুষ - অর্হৎ। তিনি সমস্ত দুঃখের অন্তসাধন করেছেন। পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

অবশেষে শ্রেষ্ঠী বৃন্দপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তাঁর গৃহে পিণ্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান যশকে 'এস ভিক্ষু' বলে আহ্বান করলে তিনি ঋষিময় চীবর লাভ করে ভিক্ষুত্ব পরিণত হলেন। তখন পর্যন্ত জগতে মাত্র সাত জন অর্হৎ হয়েছিলেন।

টীকা

প্রব্রজ্যা

সংসারধর্ম পরিভ্যাগ করে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা নেওয়ার নামই প্রব্রজ্যা। এর দ্বারা পাপমল যৌত করে নিজেকে পবিত্র করা যায়। সংসার আবর্ত থেকে নিষ্কৃতি লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পথ। সংসার ঝঞ্ঝাটপূর্ণ; প্রব্রজ্যা উনুক্ত আকাশের সাথে তুলনীয়। অনাগারিক জীবন গঠনের এটাই উত্তম পথ। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের উল্লভিকল্পে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে শ্রেষ্ঠ দায়কের মর্যাদা পেয়েছিলেন। তিনি পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে উৎসাহিত করে সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার লাভ করেন। বৌদ্ধদের নিকট প্রব্রজ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজ পুত্রকে প্রব্রজ্যা দেওয়া মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য।

ভক্তবল্লিয সহায়কানং বধু

অথ খো ভগবা বসং বুখো ভিক্খু আমন্তেসি : “ময়হং খো ভিক্খবে, যেনিসো মনসিকারা যেনিসো সম্মস্পদানা অনুত্তরা বিমুত্তি অনুপত্তা, অনুত্তরা বিমুত্তি সচ্ছিকত্তা, তুমহেপি ভিক্খবে যেনিসো মনসিকারা যেনিসো সম্মস্পদানা অনুত্তরং বিমুত্তিং অনুপাপুণাথ, অনুত্তরং বিমুত্তিং সচ্ছিকরোথা”তি।

অথ খো মারো পাপিমা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্তা ভগবন্তং গাথায় অজ্জবতাসি :

“বম্বেহসি মারপাসেসি য়ে দিক্খা য়ে চ মানুসা,

মারবম্বেহনবম্বেহসি ন মে সমগ্গ বোক্খসী”তি

“মুত্তোহং মারপাসেসি য়ে দিক্খা য়ে চ মানুসা,

মারবম্বেহনমুত্তোমহি নিহত্তো তুমসি অভ্জকা”তি।

অথ খো মারো পাপিমা জানাতি মং ভগবা, জানাতি মং সুগতো”তি দুক্খী দুম্মনো তথোবত্তরথাপি।

অথ খো ভগবা বারাগসিয়ং যথাভিরত্তং বিহারিত্তা যেন উবুবেলা তেন চরিকং পঙ্কামি। অথ খো ভগবা মগ্গা ওক্কম্ম যেন অঞ্ঞত্তরো বনসত্তো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্তা তং বনসত্তং অজ্জমোগাহেত্তা অঞ্ঞত্তরসিং রুক্খমূলে নিসীদি। তেন খো পন সময়েন তিংসমত্তা ভক্তবল্লিযা সহায়কা সপজ্জাপতিকা তসিং বনসত্তে পরিচারেত্তি, একস্স পজ্জাপতি নাহোসি। তস্সখায় বেসী আনীত্তা অহোসি। অথ খো সা বেসী তেসু পমত্তেসু পরিচারেত্তেসু ভত্তং আদায় পলায়িথ। অথ খো তে সহায়কা সহায়কস্স বেয়াবচ্চং করোত্তা তং ইথিং গবেসত্তা তং বনসত্তং আহিত্তা অঙ্কংসু ভগবন্তং অঞ্ঞত্তরসিং রুক্খমূলে নিসিন্ণং, দিয়ান যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্তা ভগবন্তং এত্তদবোচুং : “অপি ভত্তে, ভগবা ইথিং পসেসেয়া”তি?

কিস্সম বো কুমারা ইথিয়া”তি?

‘ইধ ময়ং ভত্তে তিংসমত্তা ভক্তবল্লিযা সহায়কা সপজ্জাপতিকা ইমসিং বনসত্তে পরিচারয়িহা, একস্স পজ্জাপতি নাহোসি, তস্সখায় বেসী আনীত্তা অহোসি, অথ খো সা ভত্তে, বেসী অমহেসু পমত্তেসু পরিচারেত্তেসু ভত্তং আদায় পলায়িথ তেন ময়ং ভত্তে, সহায়কা সহায়কস্স বেয়াবচ্চং করোত্তা তং ইথিং গবেসত্তা ইমং বনসত্তং আহিত্তামা”তি

‘তং কিং মঞ্ঞেথ বো কুমারা, কতমং নু খো তুমহাকং বরং যং বা তুমহে ইথিং গবেসেয়াথ, যং বা অন্তানং গবেসেয়াথা”তি।

‘এত্তদেব ভত্তে অমহাকং বরং যং ময়ং অন্তানং গবেসেয়ামা”তি।

‘জেন হি বো কুমারা, নিসীদথ ধম্মং বো দেসিস্সাহী”তি

এবং ভত্তে”তি খো তে ভক্তবল্লিযা সহায়কা ভগবন্তং অভিবাদেত্তা একমত্তং নিসীদিহসু তেসং ভগবা আনুপকিকথং কথেসি : “সেয়াধীদং দানকথং, সীলকথং, সগ্গকথং কামানং আদীনবং, ওকারং, সচ্ছিক্কেসং, নেক্খম্মে আনিসংসং পকাসেসি যদা তে ভগবা অঞ্ঞাসি কল্পচিত্তে মুদুচিত্তে বিনীবরণ চিত্তে উদগ্গচিত্তে পসন্নচিত্তে, অথ যা বুদ্ধ্যানং সামুত্তংসিকা ধম্মদেসনা তং পকাসেসি : ‘দুক্খং সমুদযং নিরোধং মগ্গং’। সেয়াধাপি নাম, সুম্মং বথং অপগতকালকং সম্মদেব রজ্জমং পত্তিপগ্গহেয়। এবমেব তেসং তসিং য়েব আসনে বিরজ্জং বীত্তমলং ধম্মচক্খুং উদ্দাদি : “যং কিঞ্চিৎ সমুদযধম্মং সব্বত্তং নিরোধ ধম্মন্তি। তে দিট্ঠধম্মা পত্তধম্মা বিদিত্তম্মা পরিযোগাল্লহম্মা তিগ্গুবিচিকিত্তা বিগত্তকথংকথা

বেসারজ্ঞপত্তা। অপরস্পকয়া সখুসাসনে ভগবন্তঃ এতদবোচুঃ ৷ “লভেয়াম ময়ং ভণ্ডে ভগবতো সন্তিকে পবজ্জং, লভেয়াম উপসম্পদন্তি”৷

“এথ ভিকখবো”তি ভগবা অবোচে, স্বাক্খতো ধম্মো, চরথ ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্খসুস অন্তকিরিয়ায়া”তি। সা ব তেসং আয়সত্তানং উপসম্পদা অহেসি।

শব্দার্থ

ভদ্রবল্লিয় - ভদ্রবর্গীয়, ভদ্রমণ্ডলী; সহায়কানং - বন্ধুগণ; বধু - বস্তু, কাহিনী; বসুসং - বর্ষাবাস; বুখো - সমাপ্ত করে; আমন্তেসি - আহবান করলেন; ভিক্খবে - ভিক্ষুগণ; যোনিসো - যথাযথ, জ্ঞানপূর্ণ; মনসিকার - মনোনিবেশ; সম্মাপধামা - সম্যকপ্রধান; অনুপত্তা - লাভ করেছিলেন; অনুত্তর - শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয়; সঙ্কিকতা - প্রত্যক্ষ করলেন; তুম্হেসি - তোমরাও; অনুপাপুণাথে - উপনীত হও, লাভ কর; মারো পাপিমা - পাপাত্মা মার; অজ্জবভাসি - সম্বোধন করে বলল; বন্ধ্যাসি - বন্ধ করেছি; মার পাসেহি - মারের পাশবন্ধ; ন মোক্খসি - মোক্ষপ্ৰাপ্ত হয় না; মুত্তোহং - আমি মুক্ত; নিহতো - হিন্দু, বিনষ্ট; অন্তক - অনিষ্টকারী, মারের অপর নাম ‘অন্তক’, দুক্খী দুঃখী; দুম্মনো দুর্মনা, উদ্বিগ্ন চিত্ত।

তথৈব সেখান থেকে; অন্তরধামি অন্তর্ধান হল, অদৃশ্য হল; যথাভিরন্তং - যথারূঢ়ি; বিহরিত্তা - অবস্থান করে; পক্কমি - যাত্রা করলেন; ওক্কম - অবতরণ করে; অএএয়তরো - অন্য এক; বনসত্তো - বনখন্ড; অজ্জবোগাহেত্তা - প্রবেশ করে; বন্ধুখমুলে - বন্ধুমূলে, তিসমত্তা - ত্রিশজন; সপজাপতিকা - সস্ত্রীক; পরিচায়েত্তি - প্রমোদ বিহারে গিয়েছিল; পজাপতি - পত্নী, স্ত্রী; নাহেসি - ছিল না; তসুসখায় - তাঁর জন্য; বেসী বেশ্যা, পণিকা; আনীতা অহেসি - আনা হয়েছিল; পমত্তেসু - প্রমত্তভাবে; ভণ্ডং - জিনিষপত্র; আদায় - নিয়ে; পলাহিথ - পলায়ন করল; বেধ্যাবচ্চং সেবার জন্য; গবেসন্তা - অনুেষণে; আহিওন্তা - বিচরণ করতে করতে; অদংসু - দেখলেন; এতদবোচুঃ - এরূপ বললেন, অপি - একই; কিম্পন - কী প্রয়োজন; কুমারা - কুমারগণ; মএএথ - মনে কর; নু থো - কোনটি প্রকৃত (প্রণুবোধক সর্বনামে ব্যবহৃত), বরং - শ্রেষ্ঠ, নিসীদথ - উপবেশন কর; দেসিসুসামি - দেশনা করব; মুদুচিসে - কোমল চিত্তে; পকাসেসি - প্রকাশ করলেন।

মগ্গং - মার্গ, পথ; যং কিচ্ছি - যা কিছু; সমুদয় ধম্মং - সমস্ত ধর্ম; দিট্ঠমম্মা - ধর্ম প্রত্যক্ষ করে; পত্তমম্মা - ধর্মতত্ত্ব লাভ করে; বিদিত্তমম্মা - ধর্ম অবগত হয়ে; পরিযোগাল্লহম্মা - ধর্মে প্রবেশ করে; তিণ্ণবিচিকিচ্ছা - সংশয়মুক্ত হয়ে; বেসারজ্ঞপত্তা - পারদর্শী হয়ে; সখুসাসনে - শাস্তার (বুদ্ধের) শাসনে; স্বাক্খতো - সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত; সম্মা - সম্যকভাবে।

মর্মার্থ

বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপতন মগ্গদাবে বর্ষাবাস সমাপ্ত করে ভিক্ষুদিগকে বিমুক্তিসাধনায় মনোনিবেশ করার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন পাপী মার ছদ্মবেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুদেরকে সম্যকপথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। সে গাথায় বলে, দিব্য ও মনুষ্যলোকে তার প্রভাব বিদ্যমান। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ এ নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন হিন্দু করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই মারের পাশবন্ধ নন পাপী মার বুদ্ধের নিকট পরাজিত হয়ে দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিয়ে বারাণসী থেকে উরুবল্লা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বনখন্ডের এক বৃক্ষমূলে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে সময় ভদ্রিয় পরিবারের ত্রিশজন বন্ধু সস্ত্রীক আনন্দ ভ্রমণে সে বনখন্ডে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের পত্নী ছিল না। তাঁর জন্য একজন বেশ্যা সংগে এনেছিলেন। তাঁরা সকলে যখন প্রমোদ বিহারে প্রমত্ত ছিলেন তখন ঐ বেশ্যা তাঁদের কাপড়-চোপড় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা তাকে খোঁজ করতে এসে বৃক্ষমূলে বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভগবান কুমারগণকে স্ত্রীলোক অনুেষণ না করে আত্মানুসন্ধান করার জন্য ধর্মদেশনা করলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে চতুরার্য সত্য উপলব্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নৈশ্চল্যের সুফল বর্ণনা করেন। শ্রুত বসন্তে বং প্রতিগ্রহণের

মত তাঁদের সে স্থানেই ধর্মচক্র উৎপন্ন হল, তাঁরা বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হয়ে প্রবজ্ঞা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন।

টীকা

উপসম্পদা

শ্রামণ থেকে ভিক্ষুতে উন্নীত করার জন্য যে বিনয়কর্ম সম্পাদিত হয় তাকে উপসম্পদা বলে। এটাই বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার উচ্চতর বিযুক্তিশ্রম অনুষ্ঠান। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে মার্গফলশ্রী ব্যক্তিবিশেষকে 'এহি ভিক্ষু' বা 'এস ভিক্ষু' বলে উপসম্পদা প্রদান করতেন। পরবর্তীকালে উপসম্পদার জন্য বিনয় বিধান প্রবর্তিত হয়। এ বিধান অনুযায়ী উপসম্পদা-প্রার্থীকে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অবৈপরিস্কারসহ গুরুর শরণাপন্ন হতে হয়। বিকলাংগ বা অতিবৃদ্ধ কোন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দেওয়া যায় না। 'কম্বাচা' আবৃত্তির মাধ্যমে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন হয়। উপসম্পদা শেষে আচার্য ও উপাধ্যায় ঠিক করা হয়। উপসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতিমোক্ষের অন্তর্গত ২২৭ শীল পালন করা কর্তব্য।

মার

সত্ত্ব বা প্রাণিগণকে যে খারাপ কাজে নিয়োজিত করে তাকে মার বলা হয়। পাপধর্ম সমাগত বলে মারের অপন্ন নাম পাপিমা বা পাপাত্মা। মার সংকাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। রাগ, হেয, মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি তার নিত্য সহচর। সত্ত্বগণকে অবিদ্যার আচ্ছন্ন রাখাই তার কাজ। কাম, রূপ ও অরূপ - এ তিনটি লোকে তার প্রভাব বিদ্যমান রুতি, অরুতি, তৃষ্ণা নামে তার তিন কন্যার নাম পালিসাহিত্যে উল্লেখ আছে। সাধক আর্যমার্গে উন্নীত হলে মার পরাস্ত হয়।

ধর্মচক্র

ধর্মচক্র বলতে প্রজ্ঞাবিশয়ক ভাবনাকে বোঝায়। ভগবান বুদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ - অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী। তাঁর অবিদিত কিছুই নেই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এ ত্রিকাল সম্পর্কে সমস্ত ধর্ম প্রজ্ঞাচক্র দ্বারা অবগত হয়েছেন। তিনি ধর্মদেশনার সময় লোকের চরিত্র অনুযায়ী কর্মস্থান-ভাবনার নিমিত্ত প্রদর্শন করতেন। শ্রোতা যখন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম - এ ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের স্বরূপ সম্যক দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতেন তখনই তাঁর ধর্মচক্র উৎপন্ন হত।

মহাবগ্ন

মহাবগ্ন গ্রন্থখানি বিনয় পিটকের অন্তর্গত তৃতীয় গ্রন্থ। এটি আয়তনে বেশ বড়। বুদ্ধের সমসাময়িক কালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। তাছাড়া, বুদ্ধজন্ম লাভের সময় থেকে সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এজন্য বুদ্ধের জীবনী সংগ্রহের জন্য গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান।

এতে সর্বমোট দশটি অধ্যায় আছে। যথা জ্ঞ মহাক্ষম্ম; উপোসথ; বসুসুপনায়িকা; পবারণা; চম্ম; ভেসজ্জ; কঠিন চীবর; চম্পেঘা এবং কোসম্বিক। এ অধ্যায়ের 'বসসুস পবজ্জা' এবং 'ভদ্রবগ্নীয় সহায়কানং বধু' - কাহিনী দুটি মহাক্ষম্ম এর অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধের প্রচার জীবনে সজ্ঞ ধীরে ধীরে কিভাবে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে। সজ্ঞে প্রবেশের নিয়ম কানুন, উপোসথ, বর্ষাবাস, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় ভিক্ষুদের কর্তব্য এতে স্থান পেয়েছে। বহু নীতিমূলক আখ্যানও এতে পাওয়া যায়। সারিপুত্র, মৌদগল্যারন, রাহুল এবং বশ, বিশ্বিসার প্রভৃতি ভিক্ষুসজ্ঞ ও রাজা - শ্রেষ্ঠীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের বিবরণও আছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত তেযজ্ঞশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান তথ্যের সন্ধানও মিলে।

৪। বন কিসের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. সুবের | খ. দুঃখের |
| গ. মোক্ষের | ঘ. দুঃখিতার |

৫। প্রব্রজ্যাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক. শ্যামল প্রান্তর | খ. উন্মুক্ত আকাশ |
| গ. বন্য দুয়ার | ঘ. খোলা জানালা |

৬। 'সমজাতিত্ব' বলতে কী বোঝ?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. সমস্রীক | খ. সমজাতি |
| গ. সংগোত্র | ঘ. সম্পরিবার |

৭। 'বিকেসিকং' শব্দের বাংলা অর্থ কোন্টি?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. গুহানো কেশ | খ. পঙ্ক কেশ |
| গ. এলোমেলো কেশ | ঘ. আচ্ছাদিত কেশ |

৮। বৃন্দ বারানসী থেকে উল্লেখ্য যাবার পথে কোথায় বিশ্রাম করেছিলেন?

- | | |
|---------------------|--------------|
| ক. পাহাড়ের পাদদেশে | খ. নদীর ধারে |
| গ. ঝরির আশ্রমে | ঘ. বৃক্ষমূলে |

৯। ছন্দবর্গীয় বঙ্গুরা সংখ্যায় কতজন ছিলেন?

- | | |
|----------|--------------|
| ক. বিশ | খ. পঁচিশ |
| গ. ত্রিশ | ঘ. পঁয়ত্রিশ |

১০। ছন্দবর্গীয় বঙ্গুদের কাশক-চোখক দিয়ে কে গালিয়ে গিয়েছিল?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. গৃহকৃত্য | খ. বেশ্যা |
| গ. চোর | ঘ. ভিখারি |

দ্বিতীয় অধ্যায় জাতকমালা বটক জাতক

অতীতে বারাপসিয়ায় ব্রহ্মদত্তে রত্নং কারেত্তে বোধিসত্তো চুতিপটিসম্মিবসেন পরিবত্তেত্তো বট্টয়োনিসং নিকরতি । তদা একো বট্টক - লুদ্ধকো অরএংএ বট্ট বট্টকে আহরিত্তা গেহে ঠপেত্তা গোচরং দত্তা মূলে গহেত্তা আগতানং হত্তে বট্টকে বিকিনত্তো জীবিকং কস্পেসি সো একদিবসং বহুহি বট্টকেহি বোধিসত্তং পি গহেত্তা আনেসি । বোধিসত্তো চিত্তেসি : “সচা”হং ইমিনা দিন্নগোচরং পানিয়ং পরিভুক্তিস্সামি, অহং যং গহেত্তা আগতানং মনুস্সানং দস্সতি, সচে পন ন পরিভুক্তিস্সামি, অহং মিলাযিস্সামি । অথ যং মিলাত্তং দিম্মা মনুস্সা ন গণ্হিস্সন্তি, এবং মে সেখি ভবিস্সতি, ইমং উপাযং করিস্সামী”তি । সো তথা করত্তো মিলাযিত্তা অট্টচিন্মত্তো অহেসি । মনুস্সানং দিম্মা ন গণ্হিংসু ।

লুদ্ধকো বোধিসত্তং ঠপেত্তা সেসেসু পরিক্খিণেসু পচ্ছিং নীহরিত্তা দ্বারে ঠপেত্তা বোধিসত্তং হত্ততলে কত্তা কিংকত্তো নু খো অযং বট্টকে”তি ওলোকেত্তং আরম্ভো । অথ’স্স পমত্তভাবং এত্তা বোধিসত্তো পক্কে পসারেত্তা উপ্পতিত্তা অরএংএং এব গতো । বট্টকা তং দিম্মা “কিং নু খো ন পএংএয়সি, কহং গতোসী”তি পুচ্ছিত্তা লুদ্ধকেন পত্তিথো’মহী”তি বুষে কিত্তি কত্তা মুত্তোসী”তি পুচ্ছিসু । বোধিসত্তো “অহং তেন দিন্নগোচরং অগহেত্তা পানিয়ং অপিবিত্তা উপাবচিত্তা মুত্তো”তি বত্তা ইমং গাথং আহ :

নাচিন্তয়ত্তো পুরিসো বিসেসং অধিগচ্ছতি,
চিত্তিত্তস্স ফলং পস্স, মুত্তো’স্মি কংবন্ধানা’তি ।

এবং বোধিসত্তো অস্তনা কত্তকারগং আচিক্খি ।

মৰ্য্যাদা

পটিসম্মিবসেন পরিবত্তেত্তো - মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়ে, জন্মান্তর গ্রহণ করে ; বট্টক-লুদ্ধকো - বর্তক ব্যাধ, ভাবুই পাখি শিকারী; অরএংএং - অরণ্যে, বনে; গেহে ঠপেত্তা - গৃহে রেখে; গোচরং দত্তা - খাবার দিয়ে; মূলে গহেত্তা - মূল্য নিয়ে; বিকিনত্তো - বিক্রয় করে; জীবিকং কস্পেসি - জীবিকা নির্বাহ করত; সচাহং - যদি আমি; দিন্ন গোচরং - প্রদত্ত খাদ্য; পরিভুক্তিস্সামি - পরিভোগ করব; অহং মিলাযিস্সামি - আমি কৃশ (দুর্বল) হব; ন গণ্হিস্সন্তি - নেবে না; ক্রয় করবে না; অট্টচিন্মত্তো - অস্বিচর্যমত্তো; দীহরেত্তা - বের করে; হত্ততলে কত্তা - হাতে নিয়ে; পমত্তভাবং - অন্যমনস্ক, প্রমত্তভাব; পক্কে পসারেত্তা - পক্ষয় বিস্তার করে; উপ্পতিত্তা - উড়ে গিয়ে; কহং গতোসি? - কোথায় গিয়েছিলে? গহিতো’মহি - আমাকে ধরে নিয়েছিলে; কিত্তি - কিভাবে; পুচ্ছিত্তা - জিজ্ঞেস করে; অপিবিত্তা - পান না করে; নাচিন্তয়ত্তো - চিন্তা না করে; কত্তকারগং - কৃতকার্য; আচিক্খি - অবগত করলেন ।

মৰ্য্যাদা

সুদূর অতীতে বারাপসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্তু বর্তক পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । সে সময় এক ব্যাধ বনে বর্তক পাখি ধরে ধরে এসে খাবার দিত্ত মোটাসোটা হলে পাখিগুলো বিক্রয় করে সে অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত একদিন অন্যান্য পাখির সাথে বোধিসত্তুও খরা পড়লেন । কিন্তু ব্যাধ - প্রদত্ত কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলেন না । তিনি চিন্তা করলেন, খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকলে তাঁর দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হবে এবং কেউ তাঁকে ক্রয় করবে না ।

ব্যাধ সময়স্ত পাখি বিক্রয় করল; কিন্তু বোধিসত্তুকে কেউ নিল না । শিকারী বোধিসত্তুকে বাঁচা থেকে বের করল, হাতে নিয়ে কী অনুখ হয়েছে দেখছিল । সে অন্যমনস্ক হলে বোধিসত্তু উড়ে বনে চলে গেলেন । অন্যান্য পাখি তাঁকে দেখে কিভাবে বন্ধনমুক্ত হলেন তা জিজ্ঞেস করলেন । তিনি ঘটনার সবিস্তার বলে ‘পরিণামদর্শীর কৃতকার্যতা’ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দিলেন ।

উপদেশ

পরিণামদর্শী কৃতকার্য হয়।

টীকা**বোধিসত্ত্ব**

‘বোধি’ মানে জ্ঞান এবং ‘সত্ত্ব’ বলতে জীব বোঝায়। যাঁর ভেতর বোধিবীজ অংকুরিত হয়েছে তিনিই বোধিসত্ত্ব। সুমেধ ভাস্প দীপংকর বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। সে সময় থেকে ত্মিত স্বর্ণে জনগ্রহণ পর্যন্ত তিনি দশ পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্ব লাভের যোগ্য হন। তাঁর এ জীবন পর্যায়কে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

জাতক

পৌত্তম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্তকে জাতক বলে। আমাদের মহাকল্পলিপি তথ্যগত বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ৫৫০ বার জনগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মের ঘটনা নিয়ে এক একটি জাতক রচিত হয়েছে। তবে বর্তমান জাতকের সংখ্যা ৫৪৭টি। জাতকের তিনটি অংশ : যথা - অতীত বস্তু বা মূল জাতক, বর্তমান বস্তু ও সম্ভবন বা সমাধান সূত্র শিটকের খুদক নিকায়ের অন্তর্গত জাতক গ্রন্থে এগুলো সংগৃহীত আছে।

অনুশীলনী**ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

- ১। বটক জাতকের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ২। বোধিসত্ত্ব কীভাবে ব্যাধের হাত থেকে কখনমুক্ত হনেন তা নিজের কথায় প্রকাশ কর।
- ৩। বটক জাতক অনুসরণে ‘পরিণামদর্শীর কৃতকার্যতা’ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- ৪। ব্যাধ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। ব্যাধ বটক পাখি ধরে এনে কী করত? তার উদ্দেশ্য কী ছিল?
- ২। বোধিসত্ত্বকে কেউ ক্রয় করল না কেন?
- ৩। ‘বোধিসত্ত্ব’ বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ‘জাতক’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
- ৫। বটক জাতকের মূল উপদেশ লিপিবদ্ধ কর।

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- পচিভুথডো _____ বিসেসং _____।
চিন্তিতস্স _____ পস্স, _____ বধবস্সনাতি।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ১। ‘জীবিকং কম্পেসি’ পালি বাক্যাংশটির বাংলা অর্থ কোনটি?
ক. জীবিকা নির্বাহ করত খ. জীবিকা পরিচালনা করত
গ. জীবিকার অনুেষণে যেত ঘ. জীবনচর্চা করত

২। 'কৃতকরণ' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

- | | |
|------------------|---------------|
| ক. কৃতকারণ | খ. কৃতকার্য |
| গ. কৃতকার্যের ফল | ঘ. কারণ বিশেষ |

৩। বর্তক পাখিরূপে কে অনুগ্রহণ করেছিলেন?

- | | |
|------------------|--------------|
| ক. ব্রহ্মাসত্ত্ব | খ. দেবদত্ত |
| গ. বোধিসত্ত্ব | ঘ. মহাসত্ত্ব |

৪। স্তোত্রোন্মি বধবন্দনাতি। – এটি কার উক্তি?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ক. বুদ্দেশ্বর | খ. আনন্দের |
| গ. ব্রহ্মদত্তের | ঘ. বোধিসত্ত্বের |

৫। খান্দা গ্রহণে বিরত থাকায় বোধিসত্ত্বের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. জীর্ণ-শীর্ণ | খ. মোটা-সোটা |
| গ. ছোট-পুট | ঘ. রোগক্রিষ্ট |

৬। 'সত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|----------|----------|
| ক. মানুষ | খ. জীব |
| গ. প্রেত | ঘ. দেবতা |

৭। জাতকের কয়টি অংশ?

- | | |
|----------|----------|
| ক. একটি | খ. দুটি |
| গ. তিনটি | ঘ. চারটি |

সম্বোধমান জাতক

অতীতে বারানসিয়াং ব্রহ্মদত্তে রজ্জ্বং কারেস্তে বোধিসত্তো বট্টকযোনিয়াং নিকবত্তিত্বা অনেকবট্টকসহস্ং পরিবারো অরএঃএঃ বসতি । তদা একো বট্টকলুচ্ছকো তেসং বসনট্টানং গন্তা বট্টক বসুসিতং কত্তা তেসং সন্নিপত্তিত্তভাবং এঃত্তা তেসং উপরি জালাং খিপিচ্ছা পরিযন্তেসু মন্দন্তো সকেব একতো কত্তা পাচ্ছিং পুরেত্তা ঘরং গন্তা তে বিকিনিচ্ছা তেন মুলেন জীবিকং কস্পেত্তি ।

অথেক দিবসং বোধিসত্তো তে বট্টকে আহঃ “অহং সাকুণিকো অম্বহাকং এত্তকে বিনাসং পাপেত্তি, অহং একং উপায়াং জানামি; যেন’স্ অম্বহে গণহিতং ন সত্তিস্‌সতি, ইতোদানি পট্টাষ এত্তেন তুম্বহাকং উপরি জালে খিত্তমন্তে, একেকো এককসিং জালকখিকে সীসং ঠপেত্তা জালাং উকখিপিচ্ছা ইচ্ছিতট্টানং হরিচ্ছা একসিং কন্টকগুহ্মে পকখিপথ, এবং সন্তে হেট্টা তেন ঠানেন পলায়িস্‌সামা”তি । তে সকেব “সামুত্তি পট্টিসুগিংসু

দুত্তিযদিবসে উপরি জালাংখন্তে বোধিসত্তেন বৃন্তনযে’ব জালাং উকখিপিচ্ছা একসিং কন্টকগুহ্মে খিপিচ্ছা সযং হেট্টাভাগেন ততো পলায়িসু । সাকুণিকস্ গুম্বতো জালাং মোচেষ্টেনেব বিকালো জাতো । সো তুচ্ছহথোব অগমাসি । পুন দিবসতো পট্টাষাপি বট্টকা তথে’ব করোত্তি । সোপি যাব সুরিয়স্‌সথং গমনা জালমেব মোচেষ্টো কিঞ্চি অলতিচ্ছা তুচ্ছহথোব গেহং গচ্ছতি ।

অথস্’স ভরিয়া কুজঝিচ্ছা “তুং দিবসে দিবসে তুচ্ছহথো আগচ্ছসি, অএঃএঃসি তে বহি পোষিতকট্টানং অখি মএঃএঃ”তি আহঃ । সাকুণিকো “ভদ্রে! মম অএঃএঃ পোষিতকট্টানং নখি, অপি চ খো পন তে বট্টকা সমস্তা দ্বুত্চা চরন্তি, ময়া খিত্তমন্ত জালাং আদায় কন্টকগুহ্মে খিপিচ্ছা গচ্ছন্তি, ন খো পন তে সকেব কালমেব সম্বোধমানা বিহরিস্‌সন্তি, তুং মা চিস্তমি, যদ্য তে বিবাদং আপজ্জিস্‌সন্তি, তদা তে সকেব আদায় তব মুখং হাসয়মানো অগাচ্ছিস্‌সামী”তি বত্তা ভরিয়ায ইয়ং পাথং আহঃ ।

“সম্বোধমানা গচ্ছন্তি জালমাদায় পকখিনো,

যদা তে বিবদিস্‌সন্তি তদা এহিচ্ছি মে বসন্তি ”

কতি পাহবে পন অচচয়েন একো বট্টকো গোচরভূমিং ওতরন্তো অসল্লকখেচ্ছা অএঃএঃস্‌স সীসং অক্কমি । ইত্তরো “কো মং সীসে অক্কমী”তি কুজঝি । “অহং অসল্লকখেচ্ছা অক্কমিং, মা কুজঝি”তি বুল্লো’পি চ কুজঝিয়েব । তে পুনপুন কথেষ্টা “তুমেব মএঃএঃ জালাং উকখিপসী”তি অএঃএঃমএঃএঃ বিবাদং করিংসু । তেসু বিবদন্তেসু বোধিসত্তো চিস্তেসি: “বিবাদকে সোখিভাবে নাম নখি । ইদানেব তে জালাং ন উকখিপিস্‌সন্তি, ততো মহন্তং বিনাসং পাপুণিস্‌সন্তি, সাকুণিকো ওকাসং লভিস্‌সন্তি, ময়া ইয়সিং ঠানে ন সত্তা বসিতু”তি ।

সো অন্তনো পরিসং আদায় অএঃএঃথ গতো । সাকুণিকো’পি খো কতিপাহ’চচয়েন আগন্তা বট্টকবসুসিতং বসুসিত্তা তেসং সন্নিপত্তিত্তানং উপরি জালাং পকখিপি । অথে’কো বট্টকো “তুয়হং কির জালাং উকখিপত্তস্‌সে’ব মথকে লোমানি পত্তিত্তানি, ইদানি উকখিপ”তি আহঃ । অপরো “তুয়হং কির জালাং উকখিপত্তস্‌সে’ব দ্বিসু পকখেসু পত্তানি পত্তিত্তানি, ইদানি উকখিপ”তি আহঃ । ইতি তেসং তুং উকখিপ”তি বদন্তানএঃএঃব সাকুণিকো জালাং উকখিপিচ্ছা সকেববতে একতো কত্তা পচ্ছিং পুরেত্তা ভরিয়াং হাসয়মানো গেহং অগমাসি ।

শব্দার্থ

সম্মোদমান – আনন্দিত; রাজহংস – রাজতৃকালে; নিকতিত্ব – জনগ্রহণ করে; অনেক বটকসহস্র – বহু সহস্র বর্তক পাখির সজো; অরঞ্জে – অরণ্যে; বটকলুদকো – বর্তক শিকারী; বসনটানং – বাসস্থানে; বসুতিং কটু – স্বর অনুকরণ করে; সন্নিপতিতভাবে ঐত্ব – সমবেত হয়েছে জেনে; খিপিট – নিক্ষেপ করে; পরিযন্তেসু – চারদিকে; মন্দন্তো – মর্দন করে, ঘা দিয়ে; পছিং – ঝড়ি; পুরোহ – পূর্ণ করে; বিকিনিট – বিক্রয় করে; জীবিকং কপেতি – জীবিকা নির্বাহ করে; সাকণিকো – পাখি শিকারী; ঐতকে – জ্ঞাতিগণকে; বিনাসং পাপেতি – বিনষ্ট করছে; গুহিভুং – ধরতে; ন সঙ্কিস্তি – সক্ষম হবে না; ইতোদানি পট্টায় – এখন থেকে; জালংখিভে – জালের ছিদ্রে; সীসং – মাথা; উক্খিপিট – উড়ায়; ইচ্ছিতটানং – ইচ্ছামত স্থানে; হরিট – বহন করে; কষ্টকপুমে – কাঁটার ঝোলে; পক্খিপিট – আবশ্য করে; হেট্টা – নিচে; পলায়িসাম – পলায়ন করবে; পটিসুণিসু – সম্মত হল; বস্তনযেব – কথিত উপায়ে; মোচেষুসেব – উল্লেখ করতে; বিকালো জাতো – বিকাল হল; ভুহুহোব – রিত্তহস্তে; অগমাসি – চলে যেত; অথব – সেধু; সোপি – সেও; সুব্রিয়সংগমলা – সূর্যাস্ত পর্যন্ত; অলভিত্ব – না পেয়ে; ভরিয়া – ভারী, স্ত্রী; কুজখিত্ব – রাগ করে; অএএম্মি – অন্য কোথাও; পোসিতকট্টানং – উত্তরণপাষণের স্থান, পোষাজন; মএএম্মি – মনে হয়; অখি – আছে; সমগ্গা হুত্ব – একতাবদ্ধ হয়ে; খিত্তমত্তং – নিকিস্ত বস্তু; ত্বং মা চিত্তয়ি – তুমি চিন্তা কর না; বিবাদং আপজিস্সতি – বিবাদে লিপ্ত হবে; কতি পাহসেব অচতেন – কিছুদিন পর; ওতরত্তো – অবতরণ করার সময়; অসন্নক্খেত্ব – না জেনে; অক্কমি – পড়িত হল; অএএম্মএম্ম – পরস্পর; সোধিভাবো – স্বস্তিতাব, হিতকর; ওকাসং – অবকাশ, অবসর, সুযোগ; পাপুণিস্সতি – প্রাপ্ত হবে; পরিসং – পরিজনবর্গ, আত্মীয়-বর্জন; হাসয়মানো – হাসি ফোটাতে; বদন্তানএএ – ব – একে অপরকে বলবার সময়।

সারসংক্ষেপ

বোখিসত্ত্ব এক সময় বর্তক পাখিরূপে জনগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বহু বর্তক পরিবৃত্ত হয়ে বনে বাস করতেন। এক পাখি শিকারী বর্তকের স্বর অনুকরণ করত। বর্তকেরা ডাক শুনে একত্রিত হয়ে শিকারী জাল ফেলে কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রয় করত। এক্ষেত্রে তার জীবিকা নির্বাহ হত।

একদিন বোখিসত্ত্ব বর্তকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে জালপুঙ্খ উড়িয়ে নিতে বললেন। তাঁর কথামত প্রত্যেকে জালের ছিদ্রে দিয়ে মুখ বের করে কাঁটা ঝোপের ওপর রাখত। পরে নিচ দিয়ে চলে যেত। সেই কাঁটারোপ থেকে জাল উল্খার করতে শিকারীর সারাদিন লাগত। সম্মার সময় বাড়ি ফিরে যেত। শিকারীর স্ত্রী রাগ করে ‘তোমার অন্য কোথাও পোষ্য আছে’ এ কথা বলত। স্বামী বলত, পাখিদের এমন একতা থাকবে না। যখন তাদের মধ্যে কলহ হবে তখন সব পাখি ধরে এনে তোমার মুখে হাসি ফোটাতে।

একদিন বিচরণ স্থানে নামবার সময় একটি বর্তক না দেখে অন্যটির ওপর পা দিল। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হল। পরস্পরকে দোষারোপ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাখির মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হল। বোখিসত্ত্ব ভাবলেন, যে কলহ করে তার সজো থাকা উচিত নয়। শিকারী এ সুযোগে সকলের সর্বনাশ করবে। তিনি নিজ পরিজনবর্গ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

শিকারী কয়েকদিন পর পাখির স্বর অনুকরণ করে বর্তকদের একত্রিত করে জাল ফেলল। একটা বর্তকও জাল তুলতে এগিয়ে গেল না। শুধু পরস্পরকে জাল তুলতে বলল। শিকারী আবশ্য বর্তকগুলোকে একত্রিত করে ঝড়িতে পুরে নিয়ে বাড়িতে গেল। তা দেখে তার স্ত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

উপদেশ

একতাই বল, বিবাদে পতন

নক্খত্ত জাতক

অতীতে বারাগসিংহ ব্রাহ্মদত্তে রজ্জ্বং কারোন্তে নগরবাসিনো জনপদবাসিনঃ ধীতরং বারোত্বা দিবসং ঠপেত্বা অন্তনোকুলপকং আত্মীবিকং পুচ্ছিতুঃ : “ভক্তে, অজ্ঞ অম্বহকং একা মজ্জলকিরিয়া, সেতানং নু থো নক্খত্তং”তি? সে “ইমে অন্তনো বুচিয়া দিবসং ঠপেত্বা ইদানি মং পুচ্ছিসসত্তী”তি কুজ্জিত্বা “অজ্ঞ নেসং মজ্জলত্তরাহং করিসসামী”তি চিস্তেত্বা “অজ্ঞ অসোভনং নক্খত্তং, সচে করোথ মহাবিনাসং পাপুণিস্সথা” তি আহ। তে তস্স সম্বাহিত্বা নাগমিৎসু।

জনপদবাসিনো তেসং অনাগমনং এত্বা “তে অজ্ঞ দিবসং ঠপেত্বা পি নাগতা কিন্নু থো তেহী”তি অএঃঞেসং ধীতরং অদংসু। নগরবাসিনো পুনদিবসে আগত্বা দারিকং যাচিৎসু। জনপদবাসিনো “তুম্হে নগরবাসিনো নাম ছিন্ণহিরিকা গহপতিকা, দিবসং ঠপেত্বা দারিকং ন গণহিষ, মযং তুম্হাকং অনাগমনভাবেন, অএঃঞেসং অদম্মা”তি। “মযং আত্মীবিকং পটিপুচ্ছিত্বা “নক্খত্তং ন সোভন্তি নাগতা, দেথ মে দারিকা”তি ~ “অম্হেহি তুম্হাকং অনাগমনভাবেন অএঃঞেসং দিন্না, ইদানি দিন্নদারিকং কথং পুন আনেস্সামা”তি।

এবং তেসু অএঃঞেসংএঃঞেসং কলহং করোন্তেসু, একো নগরবাসি পতিত পুরিসো একেন কম্মেন জনপদং গতো তেসং নগরবাসিনং “মযং আত্মীবিকং পুচ্ছিত্বা নক্খত্তস্স অসোভনভাবেন নাগতা”তি কথেন্তানং সুত্বা নক্খত্তেন থো অথো’ননু দারিকায় লম্বভাবো’ব নক্খত্তং’তি বত্বা ইমং পাথং আহ :

নক্খত্তং পটিনামেত্তং অথো বালং উপচ্চগা,

অথো অথ্সস নক্খত্তং কিং করিস্সন্তি তারকা’তি।

নগরবাসিনো কলহং কত্বা দারিকং অলভিত্বা’ব অগমংসু।

শব্দার্থ

নগরবাসিনো - নগরবাসীগণ; জনপদবাসিনং - গ্রামবাসীদের; ধীতরং - কন্যাকে; বারোত্বা - বিয়ের জন্য নির্বাচিত করে; অন্তনো - নিজের; কুলপকং - কুলগুরু; আত্মীবিকং - জৈন সন্ন্যাসীকে; মজ্জলকিরিয়া - মজ্জলকাজ, শূভকার্য; সাভেন - শূভ; নক্খত্তং - নক্ষত্র, গ্রহ; মজ্জলত্তরাহং - শূভকার্যে বাধা; অসোভনং - অশুভ; মহাবিনাসং - ধ্বংস; পাপুণিস্সথ - প্রাপ্ত হবে; সম্বাহিত্বা - বিশ্রাম স্থাপন করে; নাগমিৎসু - গেল না; কিন্নু থো - কী প্রয়োজন; অএঃঞেসং - অন্যদেব; অসাসি - দিয়েছিল।

পুনদিবসে - পরদিন; যাচিৎসু - চাইল; ছিন্ণহিরিকা - নির্জজ্ঞ; গহপতিকা - গৃহস্থ; গণহিষ - নিমেষ; অনাগমনভাবেন - অনুপস্থিতিতে; অএঃঞেসং - অনাপককে; অদম্মা’তি - সম্প্রদান করেছি; নাগতা - আসি নেই; দেথ - দাও; মে - আমাদিগকে; দিন্নদারিকং - যে কন্যা সম্প্রদান করা হয়েছে তাকে; কথং - কিরূপে; আনেস্সামা’তি - আনব।

অএঃঞেসংএঃঞেসং - পরস্পর; কলহং - ঝগড়া; করোন্তেসু - করতে থাকলে; একো - জনৈক; পতিতপুরিসো - পতিত ব্যক্তি; একেন কম্মেন - কোন কার্যবশত; কথেন্তানং - বলতে; সুত্বা - শুন; কো অথো - কী প্রয়োজন; নু - নিশ্চয়ই; লম্বভাবো - লাভ; পটিনামেত্তং - শূভ মনে করে; বালং - মূর্খকে; উপচ্চগা - অভিক্রম করে গেল; তারকা’তি - তারকা; অলভিত্বা - না পেয়ে; অগমংসু - চলে গেল।

সমার্থ

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে নগরবাসীরা গ্রামবাসীর এক কন্যার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করল। তারা তাদের কুলগুরু আজীবককে লগ্ন শূভ হবে কিনা জানতে চাইল। আগে না বলে সবকিছু চূড়ান্ত করার কুলগুরু ক্রুদ্ধ হলেন। তাই তিনি শূভকাজে বাধা সৃষ্টি করে বললেন, তিথি শূভ নয়। যদি তোমরা মজলকার্য সম্পাদন কর তাহলে ধঃসম্প্রাপ্ত হবে। নগরবাসীরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে কন্যা আনতে গেল না।

এদিকে গ্রামবাসীরা সারাদিন অপেক্ষা করে রাতে অন্যজনের সাথে মেয়ের বিয়ে দিল। পরদিন নগরবাসীরা এসে কন্যা দাবি করল। অন্যাপক্ষ বলল, তোমরা নির্লজ্জ! সবকিছু ঠিক করে মেয়ে নিতে এলে না। তাই আমরা অন্যথায় কন্যা সম্প্রদান করেছি। প্রদত্ত কন্যা নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

উভয়পক্ষ যখন ঝগড়া করছিল, সে সময় নগরবাসী এক পণ্ডিত সে পথ দিয়ে যাবার সময় তা শুনলেন। তিনি বললেন, তিথিতে কোন প্রয়োজন নেই। কন্যাটি পাওয়াই ছিল শূভযোগ। তিথিকে শূভাশূভ মনে করে মূর্খের সুযোগ নষ্ট হল।

উপদেশ

শুভ কাজের কালকাল নেই।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। উপদেশসহ নক্ষত্র জাতকটি নিজের ভাষায় লেখ।
- ২। নক্ষত্র জাতকের আলোচ্য বিষয় কী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ৩। 'নক্ষত্র পটিনামেষুঃ অথো বালাং উপচুগা,
অথো অথোস্ নক্ষত্রং কিং করিস্ সন্তি তারকাতি'।
পাখ্যটির অর্থ বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। 'অজ্ঞ মেসং মজলন্তরামং করিস্ সামি।' উক্তিটি কার? তিনি কেন এ উক্তিটি করেছিলেন?
- ২। নগরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে ঝগড়ার কারণ কী? ফল কী হয়েছিল?
- ৩। 'শুভ কাজের কালকাল নেই।' - এটা কোন জাতকের উপদেশ? জাতকটির মূলকথা লেখ।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ১। নগরবাসীরা কার নিকট নক্ষত্র শূভ হবে কিনা জানতে চাইল?

ক. দীক্ষাগুরু জীবক	খ. কুলগুরু আজীবক
গ. শিক্ষাগুরু বিমল	ঘ. ধর্মগুরু নির্লজ্জ

২। উত্তরপক্ষ বগড়া করার সময় কে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. এক পণ্ডিত | খ. এক শিক্ষক |
| গ. এক সন্ন্যাসী | ঘ. এক বংশীবাদক |

৩। 'সাপুদিসলব' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

- | | |
|----------------|-------------------|
| ক. প্রাপ্ত হয় | খ. প্রাপ্ত হয়েছে |
| গ. প্রাপ্ত হবে | ঘ. প্রাপ্ত হবে না |

৪। 'অকস্মৎকস্মৎ' শব্দের অর্থ কোশটি?

- | | |
|-------------|-----------------|
| ক. পদস্পর্শ | খ. অন্য এক |
| গ. অন্য লোক | ঘ. অন্যদের জন্য |

সঞ্জীব জাতক

অতীতে বারাণসীয়া ব্রাহ্মদত্তে রাজ্যং কারেত্তে বোধিসত্তো মহাবিজ্জবে ব্রাহ্মণকূলে নিকবত্তিত্বা যযম্পত্তো তক্কসিলাং গত্ত্বা সৰবসিপ্পানি উগ্গণ্ণহিত্বা বারাণসিয়াং দিসাপামোকেথো আচরিয়ো হুত্তা পঞ্চ মানবকসত্তানি সিপ্পং বাচেত্তি তেসু মানবেসু সঞ্জীব নাম মানবো অখি। বোধিসত্তো তস্স মতকুট্টাপনমত্তং অদাসি। সো উট্টাপনমত্তং এব গহেত্তা পটিবাহন — মত্তং পন অগহেত্তা একদিবসং মানবহি সন্নিং দদু অথায় অরএএং গত্তা একং মত - বাগঘং দিমা মানবে আহ : “ভো ইমং যতব্যগমং উট্টাপেস্সামী”তি। মাণবা ন সচ্ছিস্সসীতি আহংসা “পস্সত্তানং”এব বো উট্টাপেস্সামীতি।

— “সচৈ মাণব সঙ্কোসি উট্টাপেহী”তি এবঞ্চ পন বত্তা তে মাণবা বুদ্ধং অভিরুহিসু। সঞ্জীব মত্তং পরিবত্তেত্তা মতব্যগমং সচ্ছরায় পহরি। ব্যগমো উট্টাপ বেগেনা গত্তা সঞ্জীবং গলনালিযং ভসিত্তা জীবিতক্খং পাণেত্তা তথেব পতি। সঞ্জীবপি তথেব পতি। উভোপি একট্টানে য়েব মত্তা নিপজ্জিৎসু।

মাণবা দাবুং আদায় গত্তা তং পবত্তি আচরিয়স্স আরোচেসুং। আচরিয়ো মাণবে আমত্তেত্তা, “তাতা, অসত্তপ্পগহা কারণা নাম অশুট্টানে সত্তার সম্মানং কৰোত্তো এবরূপং দুক্খং পটিলভতি য়েবা”তি বত্তা ইমং গাথং আহ :

অসত্তং যো পগ্গণ্ণহত্তি অসত্তঞ্চ উপসেবতি,
তমেব ঘাসং কুরুতে ব্যাগমো সজ্জিবকো যথাতি।

বোধিসত্তো ইমায় গাথায় ধম্মং দেসেত্তা দানাদিনি পুএংএয়নি কত্তা যথাকম্মং গতো।

লক্ষ্যার্থ

নিকবত্তিত্বা — জনগ্রহণ করে; যযম্পত্তো — বড় হয়ে; তক্কসিলাং — তক্কশিলায়; সৰবসিপ্পানি — সকল শাস্ত্রে; উগ্গণ্ণহিত্বা — শিক্ষা করে; দিসাপামোকেথো — বিশ্ববিদ্যালয়; আচরিয়ো — আচার্য, শিক্ষক; হুত্তা — হয়ে; মানবক — ব্রাহ্মণ কুমার; সিপ্পং — শিল্প, বিদ্যা; বাচেত্তি — শিক্ষা দিতেন; তেসু — তাদের মধ্যে; অখি — আহে; মতকোষপন — মৃতসঞ্জীবন; মত্তং — মত্ত; অদাসি — দিয়েছিলেন; উট্টাপনমত্তং — সঞ্জীবন মত্ত; গহেত্তা — গ্রহণ করে; পটিবাহন মত্তং — প্রতিবাহন মত্ত; য়ে মত্ত দ্বারা জীবকে পুনরায় বিগত জীবন করা যায়; অগহেত্তা — না নিয়ে; দাক্ক — কাষ্ঠ; অথায় — জন্য; অরএএং — অরণ্যে; মতব্যগমং — মৃত ব্যাক্ককে; ভো — ওহে; উট্টাপেস্সামি — বাঁচাব; সচ্ছিস্সসি — সমর্থ হবে; আহংসু — বলেছিল; পস্সত্তানং — চোখের সম্মুখে; বো — তোমাদের।

সচৈ সঙ্কোসি — যদি পার; উট্টাপেহীতি — বাঁচাও; এবঞ্চ — এরূপ; অভিরুহিসু — আরোহণ করেছিল; পরিবত্তেত্তা আবৃত্তি করতে করতে; সচ্ছরায় — মরা মানুষের মাথার খুলি; পহরি — আঘাত করেছিল; উট্টাপ — উঠে; গলনালিযং — গলনালিতে; ভসিত্তা — দংশন করে; জীবিতক্খং — মৃত্যু; পাণেত্তা — প্রাপ্ত হয়ে; তথেব — সেখানেই; পতি — পড়ে গেল; উভোপি — দুজনেই; একট্টানে — একস্থানে; মত্তা — মৃত অবস্থায়; নিপজ্জিৎসু — পড়ে রইল।

সারাংশ

বোধিসত্ত্ব এক সময় মহাধনশালী ব্রাহ্মণকূলে জনগ্রহণ করেছিলেন। বড় হলে তক্কশিলায় গিয়ে শাস্ত্রশিক্ষা করে বারাণসীতে পাঁচশত ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন তাদের মধ্যে সঞ্জীব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার ছিল। বোধিসত্ত্ব তাকে মৃতসঞ্জীবন (কিন্তবে মৃত প্রাণীকে জীবিত করা যায়) মত্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

২। বোম্বিসঙ্গ কতজন ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. চারশত | খ. পাঁচশত |
| গ. ছয়শত | ঘ. সাতশত |

৩। সঞ্জীব কোন মন্ত্র শিখেছিলেন?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. মৃতসঞ্জীবন | খ. প্রতিবাহন |
| গ. উপনয়ন | ঘ. উপসম্পদা |

৪। ব্রাহ্মণ কুমারেরা বনে কী জন্য গিয়েছিলেন?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. কাষ্ঠ আহরণে | খ. মণি আহরণে |
| গ. ফল আহরণে | ঘ. বাঁশ আহরণে |

৫। বাঘটি জীবিত হয়ে সঞ্জীবের কোথায় সংশন করেছিল?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. পিঠে | খ. বুকে |
| গ. নাভিতে | ঘ. গলনালীতে |

৬। 'নিবন্ধিত্য' বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক. নির্বাপিত হয়ে | খ. ক্ষয়গ্রহণ করে |
| গ. মৃত্যুবরণ করে | ঘ. কালগত হয়ে |

৭। 'অভিরুহিসু' ক্রিয়াটির অর্থ কী?

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ক. আচ্ছাদন করেছিল | খ. অভিমান করেছিল |
| গ. আরোহণ করেছিল | ঘ. উত্তাপিত করেছিল। |

সুখ জাতক

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজ্যে কারোও বোধিসত্তো কাসিরট্টে একসিং মহাভোগকূলে নিবসিত্তা বয়পপত্তো ঘরবাসং গণ্হি। তদা বারাণসিৎ একসং মনুসসস্ সুখো অহোসি, পিডভত্তং লভত্তো থুলসরীরো জাতো

অথে'কো গাম্বাসী বারাণসিং আগতো তং সুখং দিম্বা তস্ মনুসসস্ উত্তরসটিকঞ্চ কহাপণঞ্চ দত্তা সুখং গহেত্তা চম্মাযোসেন বন্ধিত্তা যোত্তকোটিং গহেত্তা গচ্ছত্তো অটবিমুখে একং সাং পবিসিত্তা সুখং বন্ধিত্তা ফলকে নিপজ্জিত্তা নিদং ওক্কমি।

তস্মিৎ কালে বোধিসত্তো কেনচিদেব করণীয়েন অটবিং পবিসত্তো তং সুখং যোসেন বন্ধিত্তা ফলকে নিপজ্জিত্তা ঠপিতং দিম্বা পঠমং পাথং আহ :

বালো বতায়ং সুখো যো বরত্তং ন খাদতি,
বন্ধঞ্চ পমুখেহ্য অসিত্তো চ ঘরং বজে
তং সুত্তা সুখো দুতিয়ং পাথং আহ :
অটঠিতং মে মনসিং অথ মে হদয়ে কত্তং,
কালঞ্চ পটিকজ্জমি যাব পসু পত্তিষোনোতি।

সো এবং বত্তা মহাজনে নিদং ওক্কন্তে যোত্তং খাদিত্তা সুহিত্তো হত্তা পলামিত্তা অন্তনো সামিকানং ঘরং এব গত্তো।

পদার্থ

কাসিরট্টে — কাশীরাজ্যে; নিবসিত্তা — জন্মগ্রহণ করে; বয়পপত্তো — বয়ঃপ্রাপ্ত হলে; সুখো — কুকুর; মহাভোগকূলে — ধনীর গৃহে; ঘরবাসং — গার্হস্থ্যধর্ম; পিডভত্তং — অনুপিত্ত; থুলসরীরো — হৃষ্টপুষ্ক; উত্তরসটিকঞ্চ — উত্তরীয়, আচ্ছাদন বস্ত্র; কহাপণং — ঝোলপণ, এক টাকা; যোত্তকোটিং — রশির অগ্রভাগ; অটবিমুখে — বনের প্রবেশ পথে; নিপজ্জিত্তা — শূয়ে; কেনচিদেব করণীয়েন — কোন কার্য উপলক্ষে; সাং — পান্থশালায়; ওক্কমি — উপভোগ করেছিল ঠপিতং — স্থিত; বত — নিশ্চয়ই; বন্ধনা — বন্ধন থেকে; পমুখেহ্য — মুক্ত হতে পারবে; অসিত্তো — খেয়ে; বজে — বেতে পারবে; অটঠিতং — আহে; মনসিং — মনে; কালঞ্চ — সময়ের; পটিকজ্জমি — প্রতীক্ষা করছি; যাব — যখন; পসু — নিদ্রিত হর; পত্তিষোনো — লোকজন; মহাজনে — সমস্ত লোক; যোত্তং — রজ্জু; সুহিত্তো — আনন্দিত; সামিকানং — মালিকের; এব গত্তো — চলে গেল।

মর্মার্থ

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্তু কাশীরাজ্যে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সংসার - ধর্মে প্রবেশ করেন। সে সময় বারাণসীর একজন লোকের একটা শোষা কুকুর ছিল। সে কুকুরটি প্রতিদিন অনুপিত্ত খেয়ে অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ক হয়েছিল। একদিন অন্য এক গ্রামবাসী বারাণসীতে এসে ওই কুকুরটি মালিকের নিকট থেকে একখানি চাদর ও এক টাকা মূল্যে ক্রয় করে নিল। কিছুদূর যাওয়ার পর বনের প্রবেশ পথে এক বাড়িতে কুকুরটিকে বেঁধে রেখে লোকটি তক্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়ল। কুকুরটি চর্মরজ্জুতে বাঁধা অবস্থায় ছিল।

তখন বোধিসত্তু কোন কার্য উপলক্ষে সে বনে গিয়েছিলেন। তিনি কুকুরটিকে রজ্জুবন্ধ দেখে প্রথম পাথা বললেন :

কুকুরটি বোকা; কারণ এ বন্ধনেরজ্জু খেয়ে ফেলছে না। তাহলে সে

বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজ ঘরে চলে বেতে পারে

কুকুরটি ভা শুনে উত্তর দিল :

এ ব্যাপারে আমার মনে ঠিক আছে। কিন্তু লোকজন কখন ঘুমাবে সে সুযোগের অপেক্ষায় আছি।

অতঃপর লোকজন নিদ্রিত হলে সে কুকুরটি চর্মরজ্জু খেয়ে পালিয়ে নিজ মালিকের নিকট চলে গেল।

উপদেশ

সময়ে এক ফোঁড়; অসময়ে দশ ফোঁড়।

টীকা

ব্রহ্মদত্ত

ব্রহ্মদত্ত বারাণসীর রাজা ছিলেন। প্রায় প্রতি জাতকেই এই নামের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মদত্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এটা বংশগত উপাধি বিশেষ অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভে “অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জ্বং কারেত্তে” — এরূপ লেখা আছে।

সকল দেশেই একটা না একটা কথা আরম্ভ করবার রীতি আছে। পাশ্চাত্য কথাকারেও ‘একদা’ বা ‘একসময়’ দ্বারা যে গল্পের যোজনা করেন জাতক রচয়িতা হয়ত ‘বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে’ দ্বারা তাই সিদ্ধ করেছেন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। উপদেশসহ সুনখ জাতকটি বর্ণনা কর।
- ২। সুনখ জাতকের সারাংশ তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
- ৩। ‘সময়ে এক ফোঁড়, অসময়ে দশ ফোঁড়’ : - উপদেশটি কোন জাতকের? জাতকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ৪। ব্রহ্মদত্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। কুকুরটি কে ক্রয় করেছিল? মূল্য কত ছিল?
- ২। যোখিসিঙ কুকুরটিকে রজ্জুবন্ধ দেখে কী বলেছিলেন?
- ৩। কুকুরটি কী উত্তর দিয়েছিল?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

অটুঠিতং মে ——— অথ মে ——— কতং,

কালঞ্চঃ ——— যাব ——— পতিষোণোতি।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। 'বোভকোটবং' শব্দের অর্থ কী?

ক. রশির অগ্রভাগ

খ. রশির মধ্যভাগ

গ. রশির শেষভাগ

ঘ. রশির হেঁড়া অংশ

২। 'পটিকজ্ঞাপি' বলতে কী বোঝ?

ক. প্রতীক্ষা করছি

খ. প্রতীক্ষা করেছি

গ. প্রতীক্ষা করব

ঘ. প্রত্যক্ষ করছি

৩। কুকুরটি কী দ্বারা বন্দ্য ছিল?

ক. সিকল

খ. কাপড়

গ. রজু

ঘ. খাঁচা

৪। বারানসীর রাজা কে ছিলেন?

ক. বিদ্বিসার

খ. প্রসেনজিৎ

গ. দুর্যধন

ঘ. ব্রহ্মদত্ত

উলুক জাতক

অটীতে পঠমকপ্পিকা সন্নিপতিত্বা একং অভিরূপং সোভগ্গপত্তং আগাসম্পন্নং সৰ্বককার পরিপূর্ণং পুরিসং গহেত্বা, রাজানং করিসু চতুপ্পদাপি সন্নিপতিত্বা একং সীহং রাজানং করিসু। মহাসম্মুদে মচ্ছা আনন্দং নাম মচ্ছা রাজানং অকংসু।

ততো সকুণগণা হিমবন্ত পদেনে একসিং পিট্ঠিপাসানে সন্নিপতিত্বা মনুসসেসু রাজা পঞএয়াযতি চতুপ্পদেসু চেব মচ্ছেসু চ অম্হাকং পনত্তবে রাজা নাম নছি। অঙ্গপতিস্বসবাসো নাম ন বটতি অম্হাকংপি রাজানং লুণ্ঠং বটতি “একং রাজট্টানে জানাথা”তি, তে তাদিসং সকুণং ওলোকযমানা একং উলুকং রোচেত্বা “অয়ং নো বুদ্ধতী” তি আহংসু।

অথেকো সকুণো সৰ্বেসং অজ্ঞবাসয়গহণথং তিকথন্তুং সাবেসি। তস্ সাবন্তস্ থে সাবনা অধিবাসেত্বা ততিয় সাবনায় একো কাকো উট্টায় তিট্ঠ। তাব এতসস ইমসিং রাজাভিসেককালে এবরুপং মুখং কুণ্ঠসস কীদিসং ভবিস্সতী”তি। ইমিমা হি কুণ্ঠেন ওলোকিত্বা মথং তত্তকপানে পকথিত্তিলা বিমত্তথ তথৈব ভিজ্জি স্সাম, ইমং রাজানং কাতুং মযহং ন বুদ্ধতী তি ইয়ং অথং পকাসেতুং পটমং গাথমাহ :

সকেহি কির এয়াতীহি কোসিযা ইস্সরো কতো,
সচে এয়াতীহি অনুএএরোতো জণেয়্যাহং এক বাচিবন্তি।

অথনং অমুজ্জাকত্তা সকুণা দ্বুতিযং গাথং আহংসু :

ভগ সম্ম অনুএএরোতো অথং ধম্মক কেবলং
সত্তিহি দহরা পকথী পঞএবন্তো জুতিন্দরাতি

সো এবং অনুএএরোতো ততিযং গাথমাহ :

ন মে বুদ্ধততি ভদ্রং উলুকসসাব্বিসেচনং,
অকুণ্ঠসস মুখং পস্স কামং কুণ্ঠো করিস্সতী”তি।

সো এবং বড়া “মযহং ন বুদ্ধতি, মযহং ন বুদ্ধতী”তি বিরযন্তো আকাসে উপপত্তি। উলুকোপি নং উট্টায় অনুবন্তি। ততো পট্টায় তে অঞএরোএএরো বেরং বপ্পিংসু। সকুণা সুবগ্গহংসং রাজানং কত্তা পকমিংসু।

শব্দার্থ

পঠমকপ্পিকা - প্রথম কল্পের অধিবাসীগণ ; সন্নিপতিত্বা - একত্রিত হয়ে; অভিরূপং - সুন্দর; আগাসম্পন্নং - আদেশ প্রদানে সমর্থ; সৰ্বককার পরিপূর্ণং - সর্বলক্ষণযুক্ত; পুরিসং - পুরুষকে; গহেত্বা - নির্বাচিত করে; করিসু - করেছিল; চতুপ্পদাপি - চতুপ্পদ জন্তুবাণ্ড; আসন্দং নাম - আনন্দ নামক ; মচ্ছং - মচ্ছারক ; সকুণগণা - পক্ষীরা; হিমবন্তপদেনে - হিমালয়ে; পিট্ঠিপাসানে - পাষাণপৃষ্ঠে; মনুসসেসু - মনুষ্যদের মধ্যে ; পঞএয়াযতি - দেখা যায়; চতুপ্পদেসু - চতুপ্পদ জন্তুদের মধ্যে; অম্হাকং - আমাদের; পনত্তবে - মধ্যে; অঙ্গপতিস্ব - রাজা ব্যতীত; ন বটতি - উচিত নয়; লুণ্ঠং - লুণ্ঠ করিতে; রাজট্টানে - রাজপদে; ঠপেত্বক - স্থাপনের; বুদ্ধকং - উপযুক্ত; জানাথাতি - পরিচয় কর ; তাদিসং - সেরূপ; সকুণং - পাক্ষিক; ওলোকযমানো - অনুষণ করিতে করিতে; উলুকং - পেচককে; রোচেত্বা - পছন্দ করে; অহং - ইহা; নো - আমাদের; বুদ্ধতীতি - পছন্দ হচ্ছে; আহংসু - বলেছিল।

অথেকো — অতঃপর একটি; সবেসং — সকলের; অজবাস্য — মত; গণহুং — গ্রহণের জন্য; তিক্খুং — তিনবার; সাবেসি — ঘোষণা করল; সাকেসুস — ঘোষণার; অধিবাসেন্তা — শোনার পর; উট্টাঘ — উঠে, তিট্ট — থাম; তব — এখন; এতস — ইহার; ইমসি — এই; রাজ্যভিত্তিককালে — রাজ্য অভিযুক্ত হবার সময়; কুম্বস — ক্রুদ্ধ হলে; কীদিসং — ক্রোধ; অবিসসজীতি — হবে; ইমিনা — ইহা ঘটা; ওলোকিতা — দেখলে; তত্তকটাহে — তন্ত কড়াইয়ে; পক্খিত — নিষ্কিন্ত, তিলা বিথ — ডিলের ন্যায়; তব তম্ব — সেখানেই; তিজিসসাম — ফুটেছে থাকবে; কাত্ত — করতে; ন কুম্বতি — পছন্দ হচ্ছে না; অথং — অর্থ; পকাসেতুং — প্রকাশ করতে; গাথামাহ — গাথা বলল।

সারাংশ

প্রাচীনকালে আদিযুগের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে একজন সুন্দর সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে রাজা করেছিল। অনুদূপভাবে চতুৰ্পদ জন্তুরা এক সিংহকে, মৎস্যরা অমন্দ নামক মৎস্যকে রাজা নির্বাচিত করে। তারপর পাখিরা হিমালয়ে পাষণপৃষ্ঠে সমবেত হয়ে তাদের রাজা নির্বাচনের বিষয় আলোচনা করল। শেষে একজন রাজপদের ঘোণা ব্যক্তিকে অমুেষণ করে একটি পেচককে পছন্দ হল।

অতঃপর একটি পাখি সকলের মত নেতৃত্বের জন্য তিনবার ঘোষণা দিল। দ্বিতীয়বার ঘোষণার পর তৃতীয়বারে উঠে তার বিরোধিতা করল একটি কাক। সে বলল, রাজ্যভিত্তিকের সময় যার চেয়ার এরকম, ক্রুদ্ধ হয়ে চাইলে সবাই কড়াইয়ে নিষ্কিন্ত ডিলের ন্যায় ফুটেছে থাকবে। এজন্য পেচককে তার পছন্দ হল না। এ কথা প্রকাশ করবার জন্য অমুেষণ দেওয়া হলে কাক যথাধর্ম বলল। পাখিদের সভায় পেচকের অভিষেক তার পছন্দ হল না। এ কথা বলতে বলতে কাক আকাশে উড়ে গেল। সেদিন থেকে পেচক ও কাকের মধ্যে শত্রুতা হল। পাখিরা সুবর্ণ হংসকে রাজা করে চলে গেল।

উপদেশ

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। উল্লুক জাতকটি ডোমার নিজের ভাবার সংক্ষেপে লেখ।
- ২। উপদেশসহ উল্লুক জাতকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ৩। পাখিদের রাজা নির্বাচনের ঘটনাটি উল্লেখ কর।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। উল্লুক জাতকের বিষয়বস্তু নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- ২। নিচের পালি গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর :
ন মে রুকতি ভদং উল্লুকস্মাভিসেচনং,
অকুম্বস মুখং পসস কথং কুম্বো করিসসজীতি।
- ৩। পেচককে রাজা নির্বাচিত করার প্রস্তাবে কাক সম্মত হল না কেন?

গ. শূন্যস্থান পূরন কর :

সকেহি কির ————— এরাতিহি কোসিয় ইস্সরো কতো,

সচে ————— অনুএএরাতো ভপেয়্যহং এক —————

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। প্রথম কন্দের অম্বিসীগণ কাকে রাজা নির্বাচিত করেছিলেন?

- ক. এক সৌভাগ্যশালী জ্ঞান ব্যক্তিকে খ. রাজা বেস্সন্তরকে
গ. নরসুন্দর নাপিতকে ঘ. বিচক্ষণ ব্যক্তিকে

২। পাবিরা রাজা নির্বাচিত করার জন্য কোথায় সমবেত হয়েছিল?

- ক. নদীতীরের বনে খ. শস্যক্ষেতের ধারে
গ. হিমালয়ের পাদদেশে ঘ. বটবৃক্ষের তলে

৩। শেষে কাদের মধ্যে শত্রুতা হল?

- ক. কাক ও পেচক খ. বানর ও পাখি
গ. সিংহ ও ব্যাঘ্র ঘ. মানুষ ও দেবতা

৪। মৎস্যরা কাকে রাজা নির্বাচিত করেছিল?

- ক. সরোবরের মৎস্যকে খ. সমুদ্রের তিমি মৎস্যকে
গ. আনন্দ নামক মৎস্যকে ঘ. চিত্র নামক মৎস্যকে

৫। 'পাণ্ড্রোয়তি' শব্দের অর্থ কী?

- ক. দেখা গিয়েছিল খ. দেখা দিবে
গ. দেখা যায় ঘ. দেখে থাকবে

৬। 'তিক্ষবুহ' বলতে কী বোঝায়?

- ক. দুবার খ. তিনবার
গ. চারবার ঘ. পাঁচবার

তৃতীয় অধ্যায় ধম্মপদটীকথা দেবদত্তসুস বধু (১)

“অনিক্সাবো”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো রাজগহে দেবদত্তসুস কাসাবলাভং আবৃত্ত কথেসি

একসিং সময়ে হে অগ্গসাবকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে অন্তনো পবিত্রাবরে আদ্য সখারং আপুচ্ছিত্তা জেতবনতো রাজগহং অগমংসু। রাজগহবাসিনো ব্বেপি তথোপি বহুপি একতো ছত্তা আগত্ত্বক দানং অদংসু। অথেক দিবসং আযস্মা সারিপুত্তো অনুমোদনং করোন্তো “উপাসকা, একো সযং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি সো নিকত্ত নিকত্তট্টাণে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং।”

“একো পরং সমাদপেতি সযং ন দেতি, সো নিকত্ত নিকত্তট্টাণে পরিবার সম্পদং লভতি; নো ভোগসম্পদং একো সযম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিকত্তট্টাণে কঙ্কিকমত্তম্পি কুচ্ছিপূরং ন লভতি; অনাত্থো হোতি নিপ্পচ্ছবো। একো সযম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিকত্ত নিকত্তট্টাণে অন্তভাবসতেপি অন্তভাব সহসসেপি অন্তভাব সত সহসসেপি ভোগসম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি।

তমকো পণ্ডিতপূরিসো সুত্তা “অচ্ছরিয়া বত ভো ধম্মদেসনা, সুকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং বিন্নং সম্পত্তিনং নিপ্পাদকং কম্মং কাতুং বট্টতী”তি চিন্তেত্তা “ভত্তে, মে ময়হং ভিক্ষুং গণহত্তা”তি থেরং নিমন্তেসি।

“কিন্তকেহি তে ভিক্ষুহি অথো উপাসকা”তি?

“কিন্তকা পন বো ভত্তে, পরিবারা”তি?

“সহসসমত্তা উপাসকা”তি।

“সব্বেব সন্ধিং মে ভিক্ষুং গণহত্ত ভত্তে”তি।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিহং চরন্তো— “অম্প, তাত, ময়া ভিক্ষুসহসসং নিমত্তিতং, তুম্হে কিন্তকানং ভিক্ষুনং ভিক্ষুং দাতুং সচ্ছিস্সথ, তুম্হে কিন্তকানং”তি সমাদপেসি। মনুস্সা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসনুং দস্সাম” “ময়ং বীসত্তিহা”— “ময়ং সতস্সা”তি আহংসু। উপাসকো— “ন্তেন হি একসিং ঠানে সমাগমং কত্তা একতোব পচিস্সাম, সব্বে তিল তত্তুল সম্পি য়াগিতাদীনী সমাহরথা”তি একট্টাণে সমারাপেসি।

অথস্স একো কুটুম্বিকো সতসহস্সগৃহনিকং গম্ভকাসাব বথং দত্তা “সচে তে দানবট্টং পন নম্পহোতি ইদং বিস্সম্ভেত্তা বদনং তং পুরেয়াসি। সচে পহোতি যস্সিচ্ছসি তস্স ভিক্ষুনো দদেয়াসী”তি আহ। তস্স সব্বং দানবট্টং পহেসি, কিঞ্চি, উনং, নাহেসি সো মনুস্সে পুচ্ছি “ইদং অয্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বত্তা দিল্লং, অতিবেকং জাতং, কস্স নং দেয়া”তি? একচে “সারিপুত্তথেরস্সা”তি আহংসু। একচে “থেরো সস্সপাক সময়ে আগত্তা গমনসীলো, দেবদত্তো অম্মহাকং মজ্জলামজ্জালেসু সহায়ো, উদকমণিকো বিঘ নিষ্সম্পত্তিট্টিত্তো, তস্স তং দেয়া”তি আহংসু। সম্বুলিকায কথায়পি “দেবদত্তস্স দাতব্বং”তি বত্তারো বহুত্তরা অহেসুং। অথনং দেবদত্তস্স অদংসু। সো তং ছিন্দিত্তা সংবিদহিত্তা রজিত্তা নিবাসেত্তা পাবুপিত্তা বিচরতি। তং দিম্মা “নযিদং দেবদত্তস্স অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্তথেরস্স অনুচ্ছবিকং দেবদত্তো অন্তনো অননুচ্ছবিকং নিবাসেত্তা পাবুপিত্তা বিচরতী”তি বদিংসু

অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবধিং গত্ত্বা সত্থারং বন্দিত্বা কতপটিসম্ভারো সত্থারো দ্বিন্বং অগ্গসাবকানং ফাসু বিহারং পুচ্ছিত্তো আদিত্তো পট্টায সব্বং তং পবত্তি আরোচেসি। সত্থা— “ন থো ভিক্ষু, ইদানেবেসো অন্তনো অননুচ্ছবিকং বৎথং ধারেতি পুকেহি ধারেসি য়েবা”তি বত্তা অতীতং আহরি :

অতীতে বারাগসিৎথং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেত্তে বারাগসীবাসী একো হত্থিমারকো হত্থীং মারেত্তা মারেত্তা দত্তে চ নথে চ অন্তানি চ থনমংসঞ্চ আহরিত্বা বিক্কিগত্তো জীবকং কপ্পেতি।

অথেকসিং অল্পএএএ অনেকসহস্সা হত্থী গোচরং গহেত্তা গচ্ছত্তা পচ্চেক বুদ্ধে দিম্বা ততো পট্টায গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জন্মকেহি নিপতিত্বা বন্দিত্বা পক্কমত্তি। একদিবসং হত্থিমারকো তং কিরিয়ং দিম্বা “অহং ইমে কিঞ্চেহ মারেমি, ইমে চ গমনাগমনকালে পচ্চেকবুদ্ধে বদন্তি, কিন্নখো দিম্বা বন্দন্তী”তি চিন্তেত্তো কাসাবত্তি সলংকথেত্তা মযাপিদানি কাসাবং লম্বুং বট্টতী”তি চিন্তেত্তো একসস পচ্চেক বুদ্ধস্স জাতসসরং ভরুয়হ নহয়েত্তস্স তীরে ঠপিতেস্স কাসাবেস্স চীবরং যেনেত্তা তেসং হত্থীনং গমনাগমনমগগে সত্তিং গহেত্তা সসীসং পার্শ্বপিত্তা নিসীদতি হত্থী তং দিম্বা পচ্চেকবুদ্ধোতি সএএয়া বন্দিত্বা পক্কমত্তি। সো তেসং সব্বপচ্ছতো গচ্ছত্তং সত্তিয়া পহরিত্বা মাসেত্তা ১৩ দিনি গহেত্তা তেসং ভূমিয়ং নিযনিত্তা গচ্ছতি।

অপরভাগে বোধিসত্তো হত্থিবোনিয়ং পটিসম্বিং গহেত্তা হত্থিজট্টো যুথপতি অহেসি তদানি সো তথৈব করোতি : মহাপুরিসো অন্তনো পরিসায পরিহানিং এত্তা “কুহিং ইমে হত্থী গত্তা মন্দা জাত”তি পুচ্ছিত্তা

“ন জ্ঞানাম সামী”তি বৃত্তে-

“কুহিঞ্চি গচ্ছত্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিস্সন্তি, পরিপল্লেখন ভবিতব্বং”তি চিন্তেত্তা “একসিং ঠানে কাসাবং পার্শ্বপিত্তা

নিসিন্ণস্স সত্তিকা পরিপল্লেখন ভবিতব্বং”তি পরিসজ্জিত্বা “তং পরিগণ্হিত্বং বট্টতী”তি সবেহ হত্থী পুরতো পেসেত্তা সহং পচ্ছতো বিনয়মানো আগচ্ছতি সো সেসহত্থীসু বন্দিত্বা গাতসু মহাপুরিসং আগচ্ছত্তং দিম্বা চীবরং সংহরিত্বা সত্তিং বিস্সজ্জি মহাপুরিসো সত্তিং উপট্টপেত্তো, আগচ্ছত্তো পচ্ছতো পটিক্কমিত্তা সত্তিং বকেসি অথনং “ইমিনা ইমে হত্থী নাসিতা” গণ্হিত্বং পক্কমত্তি। ইত্তরো একং কক্কং পুরতো কত্তা নিসীযি

অথনং যুথেন সন্দিং গোত্রায পরিকষিপিত্তা গহেত্তা ভূমিয়ং গোথেস্সামী”তি তেন নীহরিত্বা দসসিতং কাসাবং দিম্বা “সচাহং ইমসিং দুস্সিস্সামি অনেকসহস্সেসু মে বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ খীগাসবেস্স লজ্জা চ নাম ভিন্না ভবিসসত্তী”তি অধিবাসেত্তা “তথা মে এত্তকা এত্তকা নাসিতা”তি পুচ্ছি।

“আম সামী”তি বৃত্তে-

“কস্মা এবং ভারিয়ং কম্মমকাসি? অন্তনো অননুচ্ছবিকং বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বৎথং পরিদহিত্বা এবরুপং কস্মং

করোন্তেন ভারিয়ং তথা কতং”তি এবঞ্চ পন বত্তা উত্তরম্পি নিগ্গণ্হত্তো — অনিক্কসারো কাসাবং... স বে কাসাবমরহতী”তি বত্তা “অযুত্তে কতং”তি আহ।

সত্থা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা “তদা হত্থিমারকো দেবদত্তো অহেসি, তসস নিগ্গণ্হকো হত্থিমাংসো অহমেবা”তি জাতকং সমাধানেত্তা “ন ভিক্ষবে ইদানেব পুকেপি দেবদত্তো অন্তনো অননুচ্ছবিকং বৎথং ধাবেসিয়েব”তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি :

“অনিক্সাবো কাসাবং যো বখং পৰিদহেংসতি,
অপেতো দমসচেন স সো কাসাবমরহতি।

যো চ বস্তকসাবস্ সীলেন্ সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচেন স বে কাসাবমরহতি”তি।

হৃদন্তজাতকেনাপি চ অবমথো দীপেতবতি।

তথ – “অনিক্সাবো”তি কামরাগাদীহি কসাবেহি স্কসাবো। পৰিদহেংসতী”তি – নিবাসন পাৰুপন অখাননবসেন – পৰিভুক্তিস্ সতি, পৰিদহিস্ সতী”তি পি পাঠো। “অপেতো দমসচেনা”তি – ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচচ পকথিকেনবচীসচেন চ অপেতো বিযুক্তো পৰিচছত্তোতি অথো “ন সো”তি – সো এবরুগো পুগ্গলো কাসাবং পৰিদহিতুং নারহতি।

“বস্তকসাবস্”তি – চতুহি মগ্গেহি বস্তকসাবো হুত্তিসাবো পহীন কসাবো অস্।

“সীলেন্”তি – চতুপারিসুখি সীলেন্।

“সুসমাহিতো”তি – সুটঠ সমাহিতো সুটঠিতো।

উপেতো”তি – ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বস্তৃপকারেন সচেন চ উপগতো। “স বে”তি সো এবরুগো পুগ্গলো, তং গন্ধকাসাববখং অরহতি”তি।

গাথা পৰিযোসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্খু সোতোপনো জাতো। অএএপি য়হ সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুনিংসু”তি।
দেসনা মহাজলস্ সাখিকা অহোসী”তি।

শব্দার্থ

অনিক্সাবো – কামরাগাদি কলুষযুক্ত; ধম্মদেসনং – ধৰ্মদেশনা; সখা – শাক্তা, ভগবান; আরবস্ত – কথাপ্রসক্তো; অগ্গসাবকা – অগ্রশ্রাবকগণ, অন্তনো – নিজেদের; আদায় – নিয়ে; আপুচ্ছিত্বা – জিজ্ঞেস করে; অগমংসু – গিয়েছিলেন; দানং অদংসু – দান দিয়েছিলেন; অথেক দিবসং – অতঃপর একদিন; আয়ুস্মা – আয়ুমান (সম্ভাষণার্থে); অনুমোদনং করত্তো – অনুমোদন করতে করতে; সযং দানং দেতি – নিজে দান দেয়; পরং ন সমাদপেতি – অপরকে দানে উৎসাহিত করে না; নিকন্ত নিকন্তট্টানে – যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করেন; ভোগসম্পদং – ভোগসম্পদ; একো – একজন, কেউ; সমম্মি – নিজেও; পরম্মি – অপরকেও; কত্তিকমত্তম্মি – পাত্তাভাত্তও; কুচ্ছিপুং – উদয়পূর্ণ; নিস্পচ্ছো – মন্দভাগ্য; সত্ত সহস্বেসি – সত্ত সহস্রও; দেসেসি – দেশনা করলেন; তমকো সুত্তা – তা শুনে; অচরিয়া – আশ্চর্য; কথিতং বলা হয়েছ; ভিন্নং – দুই; নিপ্ফাদকং কমং – তেমন কর্ম; কাতুং বট্টি – করতে হবে; গণ্ধং গ্রহণ করুন; নিমত্তেসি – নিমন্ত্রণ করলেন; কিত্তকেহি তে ভিক্খুহি – কতজন ভিক্ষু; অথো – প্রয়োজন; সবেবহং – সকলকে; সন্নিং – সহ।

অধিবাসেসি – সম্মত হলেন; নগরবীথিযং – নগর পথে; চরত্তো – বিচরণ করতে করতে; নিমত্তিতং – নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; দাতুং – দিতে; সক্বিসমথ – সমর্থ হবে; পহোনকনিয়ামেন – সামর্থ্য অনুসারে; দসনুং – দশজনকে; দস্ সাম দেব; বীসতিয়া – বিশজনকে; একসিং ঠানে – একস্থানে; সমাদেমং কত্তা – একত্রিত করে, একতাব পট্টিসাম – একত্রে পাক করব; সবে – সকলে; তত্তুল – চাউল; সন্পি যি; ফাণিতাদীনি – গুড় প্রভৃতি; সমাহরপেসি – আনয়ন করলেন; একট্টানে – একস্থানে।

অথস্ – অতঃপর; কুট্মিকো – কুটুম্ব, আত্মীয়; সত্তসহস্পপগঘনিকং – শত সহস্র মূল্যের; গন্ধকাসাব বখং – সুগন্ধ কাষায় বস্ত্র; সচে – যদি; দানবট্টং – দানীয় দ্রব্য; নপ্পহোতি – কম হয়; বিস্ সজেত্তা – বিক্রয় করে; পুরেয়ালি –

পূরণ করবেন; পহোঁসি - পর্যাপ্ত হল; টনং কথ; নাহোঁসি - হল না; অয্যা - মহাশয়গণ; ছিন্দিভা - ছিড়ে, সংবিদহিতা - সেলাই করে; নিবাসেভা পরিধান করে; অনুচ্ছবিকং অনুশযুক্ত; বিচরতি - বিচরণ করছে, দিসাবাসিকো - অন্যস্থানের; বন্দিভা বন্দনা করে; ফাসু বিহারং কুশল বার্তা; আদিতো পট্টায়া - প্রথম থেকে, পবতিং - বৃষ্টি; আরোচেসি - নিবেদন করলেন; ধারেতি ধারণ করে; হখিমারকো - হস্তীমারক; মারেভা - মেরে; অস্তানি - অস্ত্র; বিক্শিনস্তো বিক্রয় করে; জীবিকং কম্পেতি জীবিকা নির্বাহ করে; অরঞ্জে - অরণ্যে; সচেচবুন্ডে - পটেক (প্রত্যেক) বুন্ডকে; জনুকেহি নিপতিভা - জানু নত করে; তং কিরিযং - সেই কার্য; বন্দিভা পকমস্তি - বন্দনা করে চলে যেত; জাতসসরং সরোবরের; নহাযন্তস - স্নান করত; যেনেভা - ছুরি করে; সসীসং পাকপিভা - নিজের মস্তক আবৃত করে; পহরিভা আঘাত করে; ভুমিযং নিখনিভা - ভূমিতে পুতে; পটিসম্বিং গহেভা - জন্মগ্রহণ করে; যুথপতি দলনেতা; পরিসায় - দল; পরিহানিং পরিহানি; কোহিং কোথায়, পরিসঙ্কিতা - আশংকা করে; সতিং উস্টঠপেস্তো সাবধানের সাথে; পকখন্দি - অগ্নিসর হলেন; সোন্ডায় - শুভ; পরিক্ষিপিতা - জড়িয়ে ধরে; ধারেসিষেব ধারণ করেছিল; অযমখো আরও; দীপেত্তেবো - প্রকাশ করা উচিত; সুট্টঠিতো - সুস্থিত।

সারমর্ম

ভগবান বুদ্ধ জেতবনে বাস করবার সময় দেবদত্তের উপাখ্যানটি 'কে কাষায় বজ্র (চীবর) ধারণের অনুযুক্ত' - এ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন

সারিপুত্র ও মহামৌদগল্যায়ন অগ্রশ্রাবকদ্বয় প্রত্যেকে পাঁচশত শিষ্যসহ রাজগৃহে গিয়েছিলেন। রাজগৃহবাসী সামর্থ্য অনুযায়ী আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে ভিক্ষাদান করে সারিপুত্র স্বর্ষির পুণ্য অনুমোদন করবার সময় দানের সুফল সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দেন। যে দান করে অথচ অপরকে উৎসাহিত করে না; তার ভোগসম্পদ লাভ হয়। কিন্তু পরিজ্ঞান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। আর যে নিজে দান করে এবং অন্যকেও দান দিতে বলে তার উভয় সম্পদ লাভ হয়।

এ উপদেশ শুনে এক উপাসক সারিপুত্র স্বর্ষির ও মৌদগল্যায়নসহ সকল ভিক্ষুকে তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। উপাসক তার দানক্রিয়ার কথা রাজগৃহের সবাইকে জানালেন এবং যে যা পারে সেরূপ দান দিতে উৎসাহিত করেন।

কেউ দশজনের, কেউ একশত জনের এমনি করে প্রচুর দানসামগ্রী এল। উপাসক সবাইকে একত্রিত করে এক জায়গায় রান্না করালেন, তাঁর এক আত্মীয় এক লক্ষ টাকা মূল্যের কাষায় বজ্র দান দিয়ে উপাসককে বললেন, 'যদি দামীষ জিনিষের অভাব হয় তাহলে এটা বিক্রি করবেন। আর সংকুলান হলে যে ভিক্ষু ইচ্ছা করেন তাঁকে দেবেন।' দানসামগ্রী বেশি হওয়ায় সেটা বিক্রি করার দরকার হল না। কোনো কোনো উপাসক চীবরখানি সারিপুত্র স্বর্ষিরকে দিতে বললেন। আবার কেউ দেবদত্তকে দিতে বললেন। অধিকাংশ উপাসক দেবদত্তকে দিতে বলায় তাঁকে দেওয়া হল।

দেবদত্ত চীবরখানি পরিধান করে বিচরণ করবার সময় অনেকে মন্তব্য করলেন, চীবরখানি দেবদত্তের বোগ্য নয়, সারিপুত্র স্বর্ষিরেরই বোগ্য। একজন ভিক্ষু বুদ্ধ দর্শনে শ্রাবস্তী গিয়েছিলেন। শাস্ত্রা অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এ ঘটনা বিস্তারিত জানালেন। বুদ্ধ বললেন, দেবদত্ত শুধু বর্তমান জন্মে অযোগ্য বজ্র পরিধান করছে না পূর্বেও করেছিল। এ বলে শাস্ত্রা তার অতীতের কথা বলতে লাগলেন।

সুদূর অতীতে দেবদত্ত বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে হস্তী মেরে জীবিকা নির্বাহ করত সেই সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্ম নিয়ে বহু হস্তীর দলপতি হয়েছিলেন। দলসহ বিচরণ করবার সময় এক পটেক বুন্ডকে দেখে হস্তীরাজ নতজানু

হয়ে বন্দনা করলেন। হস্তিব্যাধ তা দেখে চীবর পরিধান করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। হস্তীরা তাকে বন্দনা করে চলে যেত। ব্যাধ শেষের হস্তীকে মেরে নিয়ে যেত। এভাবে দলের হাতি কমে যেতে দেখে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন। একদিন তিনি সকলের পেছনে রইলেন। অন্যান্য হাতি ডিফু বেশধারী হস্তিয়ারককে বন্দনা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষে বোধিসত্ত্বের প্রতি অস্বস্তি নিক্ষেপ করল। মহাসত্ত্ব সাবধানে পিছু হটে আত্মরক্ষা করলেন। পরে তিনি শূঙের দ্বারা হস্তী মারককে বৃক্ষের সাথে জড়িয়ে মেরে ফেলতে চাইল। কিন্তু কাষায় বস্ত্র থাকতে তাকে মারল না। তার এরূপ গুরুত্বর কার্য করার জন্য ভর্ৎসনা করলেন। সেই হস্তীমারকই ছিলেন দেবদত্ত।

বৃন্দা ডিফুসংঘকে দেবদত্তের অযোগ্য কাষায় বস্ত্র ধারণ করার জন্য নিম্নের দুটি গাথা ভাষণ করেছিলেন যার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল :

১। যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হয়ে গৈরিক বসন ধারণ করে, অথচ সত্য ও দমগুণ থাকে না সে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত।

২। যিনি কলুষযুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংবত ও সত্যপরায়ণ তিনিই গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত।

টীকা

দেবদত্ত

দেবদত্ত ছিলেন দেবদত্ত নগরের কোলিয়রাজ অঞ্জনের নাতি। পিতার নাম সুপ্রবৃন্দা যশোধরার খুড়তুতু ভাই। তিনিও উদ্রিয়, আনন্দ, উপালি, অনিরুদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে প্রবৃন্দা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঋষিবলে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখতেন। বৃন্দের যোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রথমে মগধরাজ অজাতশত্রুকে নিজের পক্ষে এনেছিলেন। বৃন্দ রাজগৃহের পৃথক পর্বতে অবস্থানের সময় তাঁকে হত্যার জন্য দেবদত্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন। তাতেও সফলতা লাভ করতে না পেরে রাজা অজাতশত্রুর সহায়তার নালগিরি নামক মদমস্ত হস্তি লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর অজ্ঞাত ডিফুদের নিয়ে পাঁচটি নিয়ম বিধিবন্দ্য করতে চেয়েছিলেন। বৃন্দ সজ্ঞের ক্ষতিকর সেই পাঁচটি নিয়ম বিধিবন্দ্য করেননি। ফলে সংঘর্ষে করে পাঁচশত অনুগত ডিফু নিয়ে গয়াশীর্ষ নামক পর্বতে চলে যান। সংঘর্ষে পুরুতর অপরাধ। মৃত্যুর পূর্বে দেবদত্ত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বৃন্দের নিকট ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করার জন্য গয়াশীর্ষ পর্বত থেকে জোতবন অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রাবস্তীর জোতবনের নিকটবর্তী পুকুরে স্নান ও জল পান করার জন্য মগধ থেকে অবতরণ করলে পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দেবদত্ত মৃত্যুবরণ করে নরকে গমন করেন।

ধম্মপদটীকথা

এটি বিরাট গ্রন্থ। ধর্মপদের মূল গ্রন্থের অর্থকথা হিসেবে স্বীকৃত। এর অন্তর্গত ৪২৩টি গাথারই অটীকথা রচিত হয়েছে এবং ২৬টি বর্ণে বিভক্ত। ধম্মপদটীকথার প্রত্যেক গল্পকে গঠন পদ্ধতি অনুসারে আটভাগে বিভক্ত করা যায় যেমন- ১. মূলগাথা যার ওপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত; ২. যাকে উপলব্ধ করে গল্পটি বলা হয়েছে; ৩. বর্তমান গল্প বা পটুপল্ল বহু; ৪. ঘটনার অবতারণাসূচক গাথা; ৫. প্রত্যেক গাথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা; ৬. ধর্মদেশনার ফল; ৭. অতীত কাহিনী ও ৮. পাত্র-পাত্রী পরিচিতি।

বলতে গেলে জাতকের পাঁচটি অংশের মতই মনে হয়। জাতক ও ধম্মপদটীকথার পার্থক্য এই যে, জাতকের গল্পে বৃন্দের পূর্বজন্মের কাহিনী বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ধম্মপদটীকথায় শ্রাবক বা বৃন্দশিষ্যদের পূর্বজীবনের কাহিনীই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এটিকে অপদানের সমপর্যায় বলা যায়। তখনকার ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির উপাদান হিসেবে ধম্মপদটীকথার গুরুত্ব অপরিণীম।

সুমনাদেবীয়া বথু

“ইধ নন্দতী” তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো সুমনাদেবীং আরব্ভ কথেসি ।

সাবথিযং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকস্স গেহে থে ভিক্ষুসহস্সানি ভুঞ্জতি । তথা বিসাখা মহাউপাসিকায । সাবথিযং চ যো যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্বাব করোতি কিং ধারণা? তুম্কাং দানগুপং অনাথপিণ্ডিকো বা বিসাখা বা আগতা”তি গৃহিহ্বা “নাগতা”তি বৃন্তে সত্তসহস্সং বিস্সজ্জেক্তা কত্তদানশ্লি “কিং দানং নামেত্তং” তি পরহন্তি । উভোপি তে ভিক্ষুসজ্জস্স রুচিং চ অনুচ্ছবিক-কিচ্চানি চ অতিবিষ জানন্তি ।

তেসু বিচারেত্তেসু ভিক্ষু চিত্তরূপং ভুঞ্জতি, তস্মা সকেষ দানং দাতুকামা তে গহেত্তাব গচ্ছন্তি । ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিক্ষু পরিবিসিতুং ন লভন্তি ততো বিসাখা —“কো নু যো মম ঠানে ঠাড়া ভিক্ষুসজ্জং পরিবিসিস্সতী”তি উপধারেতী পুত্তস্স ধীতরং দিমা তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি । সা তস্মা নিবেসনে ভিক্ষুসজ্জং পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভঙ্গং নাম জেট্ঠধীতরং ঠপেসি । সা ভিক্ষুনং বেঘ্যাবচ্চং করোতী, ধম্মং সুগতী সোতাপন্ন হত্বা পত্তিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লসুভদ্দং ঠপেসি । সাসি তথৈব করোতী, সোতাপন্ন হত্বা পত্তিকুলং গত ।

অথ সুমনাদেবীং নাম কণিট্ঠ ধীতরং ঠপেসি । সা পন স্কদাগামিফলং পত্বা কুমরিকাব হত্বা তথারূপেন অফাসুথেন আতুরা আহাবুপচ্ছদং কত্বা পিতরং দট্টুকামা বুদ্ধা পল্লোসাপেসি সো একস্মিং দানয়ে তস্মা সাসনং সুত্তাব আগতা “কিং অম্ম সুমনে”?— তি আহ ।

সাপি নং আহ— “কিং তাত কণিট্ঠভাতিকা”তি?

“বিস্পলপসি অম্মা”তি? “ন বিস্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা”তি । “ভাযসি অম্মা”তি? “ন ভাযামি কণিট্ঠভাতিকা”তি

এতকং বত্বাযেব পন সা কালমকাসি সো সোতাপন্নোপি সমানো সেট্ঠধীতরি উস্পন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোত্তো ধীতু সন্নীরকিচ্চং কারেত্বা রোদন্তো সথু সন্তিকং গত্ত্বা “কিং গহপতি, দুক্খি দুম্মানো অস্সুমুখো বুদ্ধমানো উপাপতোসী” তি বৃন্তে—

“ধীতা মে ভন্তে । সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ ।

“অথ কস্মা সোচসি? ননু সর্ববেসং একংসিকং মরুণং”তি?

“জানামেত্তং ভন্তে, এবরুপা পন মে হিরোত্তপ্পসম্পন্না ধীতা, সা মরুণকালে সত্তিং পচচুপট্ঠাপেতুং অসক্কোত্তী বিস্পলপমামা মভাতি মে অনপ্পকং দোমনস্সং উপজ্জতী”তি ।

কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্ঠী” তি?

অহং তং ভন্তে, অম্ম সুমনে”তি আমভেসিং, অথ মং আহ “কিং তাত কণিট্ঠ ভাতিকা” তি? ততো বিস্পলপসি অম্মা” তি?

“ন বিস্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা” তি । ভাযসি অম্মা” তি?

“ন বিস্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা”তি ভাযসি অম্মা”তি ।

“ন ভাযামি কণিট্ঠভাতিকা” তি । এতকং বত্বা কালমকাসী”তি ।

অতনং তগরা আহ— “ন তে মহাসেট্ঠি ধীতা বিস্পলপজী”তি ।

“অথ কস্মা এবমাছা”তি?

“কণিট্ঠতায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মণ্ণফলেহি তয়া মহন্তিকা, ত্বং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে স্কদাগামিণী; সা

মগ্গফলেনি মহল্লিকস্তা এবমাহা"তি ।

"এবং ভণ্ডে"তি?

"এবং গহপতী"তি ।

"ইদানিং কুহি নিকম্মা ভণ্ডে"তি?

ভূসিতভবনে গহপতী"তি বুন্দে-

"ভণ্ডে মম ধীতা ইধ এগাতকানং অন্তরে নন্দমানা বিচরিত্তা ইতো গজ্জাপি নন্দনট্টানেনোব নিববত্তা"তি?

অথনং সথা - "আম গহপতি, অপমত্তা নাম গহট্টা বা পবজিত্তা বা ইথলোককে চ পরলোকে চ নন্দতি যোবা"তি বত্তা ইমং গাথমাহ :

"ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুঞ্জেয়া উত্তমম্ব নন্দতি,

পুঞ্জেয়া কতত্তি নন্দতি জিয়ো নন্দতি সুগতিং গতো"তি ।

ভব - "ইধ"তি - ইথলোকে কন্মনন্দেন নন্দতি ।

"পেচ্চা"তি - পরলোকে বিপাক নন্দনে নন্দতি ।

"কতপুঞ্জেয়া"তি নানস্পকারস্ পুঞ্জেয়া কত্তা ।

"উত্তমম্ব"তি ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপত্তি নন্দতি; পরম্ব বিপাকং অনুভবত্তো নন্দতি

"পুঞ্জেয়া"তি-ইধ নন্দতো গম পুঞ্জেয়া কতত্তি সোম্মনস্ সমত্তকেন বা কন্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি ।

"জীযো"তি-বিপাক নন্দনে পন সুগতিং গতো সত্তপুঞ্জেয়া বস্ সাকোটিযো সট্ঠিঞ্চ বস্ সতহস্ সানি দিববস্পত্তি অনুভবত্তো ভূসিতপুরে অতিবিম্ব নন্দতী"তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোভাপন্নদযো অহেসুং । মহাজনস্ সাধিকা ধম্মদেসনা জাতা"তি ।

শব্দার্থ

নন্দতি - নন্দিত হয়; বিহরণ্তো অবস্থান করবার সময়; হে ভিক্ষু সহস্ সানি - দুই হাজার তিরু; ভুজ্জতি - ভোজন করেন; গেহে - গৃহে; সাবধিমং - শ্রাবস্ স্তীতে; দাতুকামো - দিতে ইচ্ছা করা; তেসং উত্তিন্নং - তাদের দুজনের; কিং কারণা - কী কারণ; সানগ্গং - দামকার্য; নাগত্তা - আসেন নি; পুচ্ছিত্তা - জিজ্ঞেস করে; ক্কেচিং - অভিরুচি; পরহন্তি - উপহাস করে; অনুচবিক কিচ্ছানি - অনুজ্ঞা কাজ; অতিবিম্ব - অত্যন্ত; দুক্খি দুম্মনো - দুঃখিত মনে; বুদ্ধমানো কাদতে কাদতে; অগ্গমম্বো - অগ্রমুখে; বিচরেত্তেসু - বিচরণ করেন; চিত্তরুপং - স্বভাবটি; তম্মা - তাই; গহেতাব - ইচ্ছায়; পরিবিসিতং - পরিবেশন করতে; উপধারেত্তি - উপযুক্ত মনে করে; ঠাপেসি - নিমুক্ত করলেন; মিবেসনে - ঘরে; জেট্ঠীতরং - জ্যেষ্ঠ কন্যা; বেঘাবচ্চং পরিচর্যা; পতিবুলং - স্বামীর গৃহে; সাপি - তিনিও; তম্বেব - সেরগ; সোভাপন্যা - সোভাপন্ন; কণিট্ঠ - ছোট; পত্তা - প্রাপ্ত হয়ে; লাভ করে; আতুরা রোগ; আহাবুপচ্ছেদং - আহারে অনিচ্ছা; দট্ঠকামা - দেখতে ইচ্ছা; পক্কোসাপেসি - ডেকে পাঠালেন; অম্মা - মা (সম্বোধনার্থে); ন বিম্পলশামি প্রলাপ বকছি না; ভায়সি - ভয় পাচ্ছ; এত্তকং - এতদূর; উপ্পনসোকং - উৎপন্ন শোক; অধিবাসেত্তং - সম্বরণ করতে, অনুমোদন করতে; অসক্কোন্তো অসমর্থ হয়ে; সরীরকিচ্চং - সন্তোষ্টিক্রিয়া, শেষকৃত্য; সন্তিকং নিকটে; গহপতি - গৃহপতি; উপাগতোসি আসছে; কালকতা মারা গেছে; কস্মা কেন; সোচসি - অনুশোচনা করছ; একহসিকং একান্ত; জানামেত্তং - তা তো জানি; হিরোত্তসম্পন্ন্যা লজ্জাশীলা; সতিং পচ্ছপট্টাপেত্তং - স্মৃতি ঠিক রাখতে মহাসেট্ঠী মহাশ্রেষ্ঠী, অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি; ভাতিকা - ভাতা; কণিট্ঠগ্গায়েব কনিষ্ঠ বলে; মহল্লিকা বড়, বৃদ্ধ; এবমাহ - এরূপ বললেন; কোহিং - কোথায়; নিব্বত্তা উৎপন্ন হয়েছে; এগাতকানং - গতিদের মধ্যে; অন্তরে

নন্দমানা আনন্দ মনে; নন্দনট্টানেষেব — আনন্দময় স্থানে; অপমত্তা অপ্রমত্ত হয়ে; পবজিতা — প্রবজিত; ইধনন্দতি ইহলোকে আনন্দিত হয়; কতপুণ্যেণ — কৃতপুণ্য; নানস্পকারসস — নানাপ্রকারের; পরথ বিপাকং পরলোকে কর্মফল; সোমসসমন্তকেন — সৌমেন অর্থাৎ আনন্দ দ্বারা বর্ধিত।

মর্যাদ

শ্রাবস্তুতে অনাথপিডিক ও মহা-উপাসিকা বিশাখা প্রত্যেকের ঘরে দৈনিক দুই হাজার ভিক্ষুকে ভোজন করাতেন। শ্রাবস্তুতে যারা দান দিতেন তাঁরাও অনাথপিডিক ও বিশাখার সময় নিয়ে দানকার্য করতেন। কারণ, তাঁরা দুজন দানকার্যে উপস্থিত থাকলে ভিক্ষুসংঘ পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করতেন এবং দাতারাও আনন্দ পেতেন। সেই কারণে তাঁদের দুজনের গৃহে তাঁরা ভিক্ষুসংঘকে খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করতে পারতেন না। অন্যদের দানক্রিয়ায় অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন।

ভিক্ষুসংঘের পরিচর্যার সুবিধার্থে বিশাখা তাঁর পুত্রের কন্যাকে উপযুক্ত মনে করে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করার জন্য নিযুক্ত করলেন। অনাথপিডিকও তাঁর মেয়ে মহাসুভদ্রাকে নিযুক্ত করলেন। মহাসুভদ্রা ধর্মকথা শুনে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন এবং পরে স্বামীর ঘরে চলে গেলেন। তারপর ছোটমেয়ে সুভদ্রার ওপর কাজের ভার দিলেন। তিনিও বিয়ের পর শূশুরালয়ে স্বামীর ঘর করতে লাগলেন। ফলে সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে সুমনাদেবীকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। তিনি সঙ্কদাগামী ফল লাভ করেন এবং কুমারী অবস্থাতেই ছিলেন।

এ সময় তাঁর রোগ হয় রোগে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যান। মৃত্যুকাল আসন্ন দেখে পিতাকে সংবাদ দিলেন। তখন অনাথপিডিক ছিলেন অন্য নিমন্ত্রণ-গৃহে, তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনেই চলে এলেন। এসে মেয়েকে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের কথোপকথনে মেয়ে পিতাকে 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা' সম্বোধন করলেন। পিতা মনে করলেন, মেয়ে যেন তার সাথে প্রলাপ বকছে; ভয় পেয়েছে কিনা পিতা তার জন্য চিন্তিত হলেন। কিন্তু মেয়ে ভয় পায়নি বলে পিতাকে জানিয়ে দিল। এতদূর বলেই সুমনা দেবীর মৃত্যু হল। শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হলেও মেয়ের মৃত্যু শোক সম্বরণ করতে পারলেন না। মেয়ের শেষকৃত্য সমাপন করে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ অনাথপিডিকের দুর্য্যক্ত মন দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। শ্রেষ্ঠী তাঁর মেয়ে সুমনাদেবীর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। 'সকলের মৃত্যু অনিবার্য' এ বিষয় স্মৃতি করবার জন্য বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে উপদেশ দিয়ে সংযত করলেন। মৃত্যুকালে সুমনাদেবী পিতাকে 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা' সম্বোধন করাতো তা তিনি বুদ্ধকে নিবেদন করলেন এবং পুণ্যবতী মেয়ের মৃত্যুকণ ক্লিষ্ট হবে তা নিয়ে ভাবিত হলে বুদ্ধকে জানালেন।

বুদ্ধ প্রত্যন্তরে বললেন, সুমনাদেবী আনন্দময় স্থান তুচ্ছ ভবনে উৎপন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে সে প্রলাপ বকে নি। শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফললাভী এবং মেয়ে সঙ্কদাগামিনী বলে সে মার্গফলের দ্বারা বড় বলে একগুণ বলেছে। এ কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ যে পাখাটি বলেছিলেন তার বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হল :

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে উভয়েই আনন্দিত হন।

আমার দ্বারা পুণ্যকর্ম করা হয়েছে, এটা স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হন

এবং সুগতিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আরও পরমানন্দ লাভ করেন।

টীকা

অনাথপিড়িক

তিনি বুদ্ধের সময়ে শ্রাবসতীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুমন শ্রেষ্ঠী। অনাথপিড়িকের বালা নাম ছিল সুদন্ত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করে অনেক ধন সম্পদের অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। অনাথ আতুর তাঁর গৃহ থেকে ঘিরে যেত না। সেজন্য তাঁকে ‘অনাথপিড়িক’ বলা হত। তিনি এ নামেই সমধিক খ্যাত। তিনি বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অনেক অবদান রেখেছেন। শ্রাবসতীর জেতবন বিহার তাঁরই দান। এ বিহার নির্মাণ করার জন্য তিনি আঠার কোটি টাকা স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। এ বিহারেই বুদ্ধ উনিশ বর্ষা অতিবাহিত করেছিলেন।

সুমনাদেবী

তিনি শ্রাবসতীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুদন্ত যিনি অনাথপিড়িক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বলে তাঁকে পরিবারের সবাই আদর করত। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের ধর্মদেশনা শ্রবণকালে স্কদাগামী ফল লাভ করেন। সর্বদা ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিচর্যা করতেন। মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্ণে উৎপন্ন হন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। দেবদত্তসুস বখু (১) এর সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
- ২। দেবদত্তের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ৩। দেবদত্তের উপাখ্যানের আলোকে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।
- ৪। ‘সুমনাদেবীয়া বখু’র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
- ৫। সুমনাদেবী কে ছিলেন? পিতার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা দাও।
- ৬। ধম্মপদটীকথা’র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। দেবদত্ত কে ছিলেন? তাঁর স্বভাব কীরূপ ছিল?
- ২। শ্রাবসতীর লোকেরা কীভাবে দানকার্য সম্পন্ন করতো? সেই দানকার্যে অনাথপিড়িক ও বিশাখার ভূমিকা কীরূপ ছিল?
- ৩। সুমনাদেবীর মৃত্যুর দৃশ্যটি সংক্ষেপে বল।
- ৪। নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর :
‘সো চ বস্তুকসাবসস সীলেন্ সুসমাহিতা,
উপেতো দমসচ্চেনসবেকাসাবমরহতী’তি’।

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

অনাথপিড়িক শ্রেষ্ঠী, মহাউপাসিকা বিশাখা।

- ৬। “অনিক্সাবো”তি - এই ধর্মদেশনা বুদ্ধ কোথায়, কাকে এবং কী উদ্দেশ্যে বলেছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

সাবখিযং হি ————— অনাথপিডিকস্ স গোহে যে তিকথুসহসসানি .
তথা বিসাখায ————— । সাবখিযং চ যো যো দানং ————— হ্রোতি সো
সো তেসং উভিন্নং ————— লভিদ্ধাব করোতি

ঘ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। দেবদত্তের উপাখ্যানটি বৃন্দ কোথায় দেশনা করেছিলেন?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. রাজগৃহে | খ. সারনাথে |
| গ. বেলুবনে | ঘ. জৈন্তবনে |

২। যে দান করে অথচ অপরকে উৎসাহিত করে না, তার শূন্য কী লাভ হয়?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. ভোগসম্পদ | খ. পরিজনসম্পদ |
| গ. উভয়সম্পদ | ঘ. মিত্রসম্পদ |

৩। পূর্বজন্মে দেবদত্ত বারানসীতে অনুগ্রহণ করে কিসের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন?

- | | |
|---------------|-------------------|
| ক. মাছ ধরে | খ. পাখি শিকার করে |
| গ. ব্যবসা করে | ঘ. হস্তী মেয়ে |

৪। তখন হস্তীর দলপতি কে ছিলেন?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. আনন্দ | খ. দেবদত্ত |
| গ. বোধিসত্ত | ঘ. মহাকাশ্যপ |

৫। 'নিম্পচ্চযো' শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. সৌভাগ্য | খ. মন্দভাগ্য |
| গ. দুর্ভাগ্য | ঘ. হতভাগ্য |

৬। 'বেষ্যাবচ্চং' শব্দের বাংলা কী?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. বোধিচর্চা | খ. পরিচর্যা |
| গ. পরচর্চা | ঘ. জ্ঞানচর্চা |

৭। মহাউপাসিকা বিশাখা দৈনিক কত হাজার ভিক্ষুকে ভোজন করাতেন?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. এক হাজার | খ. দুই হাজার |
| গ. তিন হাজার | ঘ. চার হাজার |

৮। অনাথপিডিক প্রেষ্ঠীর আসল নাম কী?

- | | |
|------------|------------|
| ক. সুদত্ত | খ. জিনদত্ত |
| গ. জয়দত্ত | ঘ. সোমদত্ত |

চতুৰ্থ অধ্যায়

খুদক পাঠ

করণীয় মেস্তং

নিদানং

১. যসমানুভাবতো যক্থা নেব দসসেস্তি ভিংসনং,
যমহি চেবানুযুক্তো রস্তিং দিবমতন্দিতো ।
২. সুখং সুপতি সুতো চ পাপং কিঞ্চিং ন পস্‌সতি,
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে ।

সুভং

১. করণীয়মথক্‌সলেন যন্তং সন্তং পদং অতিসমেচ্চ,
সক্কো উজ্জু চ সুজ্জু চ সুবচো চস্‌স মৃদু অনতিমানী ।
২. সত্ত্বস্ককো চ সুভরো চ অস্পকিচেচাচসল্পহুকবুত্তি
সত্ত্বিন্দিয়ো চ নিপকো চ অস্পগব্‌ভো কুলেসু অননুসিন্ধো ।
৩. ন চ খুদকং সমাচারে কিঞ্চি যেন বিএএ পরে উগবদেয়ুং
সুখিনো বা খেখিনো হোজ্জু সকেব সত্তা ভবজ্জু সুখিতত্তা
৪. যে কেচি পানা ভুত্তখি তলা বা ধাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা থে মহন্তা বা মজ্জিকিমা রস্‌সকানুকথলা ।
৫. দিট্ঠা বা থেব অদিট্ঠা থে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সত্তবেসী বা সকেব সত্তা ভবজ্জু সুখিতত্তা ।
৬. ন পরো পরং নিকুবেথং, নাতিমএএএথ কথচি নং কিঞ্চি
ব্যারোসনা পটিষসএএএ নাএএএমএএএস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয়া ।
৭. মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরকথে,
এবম্পি সকেবভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।
৮. মেস্তন্ত সকেলোকসিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্‌ধং অথো চ তিরিমন্ত অসম্মাং অবেরমসপত্তং ।
৯. তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সমনো বা হাবতস্‌স বিগতমিন্ধো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয়া ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ।
১০. দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্য সীলবা দস্‌সনেম সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয়া গেধং নহি জাতু গব্‌ভসেয্যং পুনরেতীতি ।

শব্দার্থ

যং তং সত্তং পদং — সেই যে শাস্ত্র নির্বাপ পদ আছে; তং অভিসমেক্ষ — সেই পদ জ্ঞাত হয়ে; অথকুসলেন কল্পদীপং — তা লাতেছুর কর্তব্য; সঙ্কো — দক্ষ; উজ্জু জ্জু ঋজু; সুজ্জ — অকুটিল, সুবচো — মিষ্টভাষি; মুদু — মৃদু; অনতিমানী চ অসু — নিরতিমান হবে; সত্তুসসকো — সত্ত্বই চিত্ত; সুভরো — সুখপোষ্য; অপ্পকিচ্ছো — অল্পকৃত্য; সনঃকুবন্তি — সংলগ্নক বৃদ্ধি, অল্পে তুষ্টি হওয়া; সন্তিস্দিয়ো — শান্তেন্দ্রিয়; নিপকো — প্রজ্ঞাবান; অপ্পগবুভো — অপ্পগলভ; কুলেসু অননুগিস্থো — গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত; ন চ কিঞ্চিৎ বুদ্ধং সমাচরে — কোন কিছু হীন আচরণ করবে না; যেন পরে বিএক্কে উপবদেয়্যাং — যা দ্বারা অপর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপবাদ করতে পারেন; সবেব সত্তা — সকল প্রাণী; সুখিনো — সুখি; সুখিতত্তা ভবন্তু — সুখি হোক, সত্ত্বইচিহ্ন হোক; যে কেচিৎ অনবসেসো — যে সমুদয়; তসো — তৃষ্ণাবৃত্ত; থাবরো — তৃষ্ণা ও ভয়হীন; দীখো — দীর্ঘ; মহত্তা — মহৎ; মজ্জিমা — মধ্যমাকৃতি; রসসকো — হ্রস্বা শরীরধারী; অণুকা — ক্ষুদ্রশরীর বিশিষ্ট; ধূলো — স্থূল; পাণা তৃত্ত্বি — জীব আছে; যে চ দিট্ঠা — যে সমুদয় দৃষ্ট; যে চ অদিট্ঠা — যে সমুদয় অদৃষ্ট; যে চ দুরে অবিদুরে বা বসন্তি — যারা দুরে বা নিকটে বাস করে, ভূতা — যারা জন্মেছে; সম্মবেসী — যারা জন্মাবে; নহিজাতু — জন্মগ্রহণ করেন না; ন পরো পরং — একে অপরকে; নিকুবেথ — বধনা করবে না; কথচি নং কিঞ্চিৎ নাতিমএএএথ — কাউকে অবজ্ঞা করবে না; ব্যারোসনা পটিঘসএএএ — কায়মানোবাক্যের বিকৃতিবশত ক্রোধ উৎপাদন করে; অএএএএ অএএএস — একে অপরকে; ন ইচ্ছেয়া — ইচ্ছা করবে না; নিযং — স্ত্রী; একপুত্তং — একমাত্র পুত্রকে; আযুসা — আয়ু দ্বারা; অনুবক্কে — রক্ষা করে; সব্বভূতেসু — সকল জীবের প্রতি; এবম্মি — এরূপ; অপরিমাণং — অপ্রমেয়; যানসং ভাবযে — মৈত্রী ভাবনা করবে; উম্মং অথো চ — ওপরে ও নিচে; তিরিযণ্ণ — তির্যকভাবে; সব্বলোকসিং — সর্বত্র; অসম্মাধং — ভেদভ্রম রহিত; অবেরং বৈরিতাহীন, শত্রুতাহীন; তিট্ঠং — স্থিত অবস্থায়; চরং — বিচরণ করতে করতে; নিসিন্ধো বা — উপবিষ্ট অবস্থায়; সম্বলো বা — শায়িত অবস্থায়; যাবতা — যতক্ষণ; বিগতমিস্থো অসু — মানসিক অলসতা বিগত হয়; এতং সত্তিং অধিট্ঠেয়া — এ স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে; ইদং ব্রহ্মবিহারমাহু — একে ব্রহ্মবিহার বলে। দিট্ঠিঞ্চি অনুপগম — মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক; সীলবা দস্সেনেন সম্মান্না — শীলবান ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন আর্ষশ্রাবক, কামেসু কামের প্রতি; গোথং বিনেয়া — লিপ্সা বিদূরিত করে; গব্বসেয়াং — গর্ভাশ্রয়; পুনরেন্টি — পুনরায় আসেন না।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকা

এক সময় ভগবান শ্রাবস্টীতে অবস্থান করছিলেন। তখন বর্ষাবাসের প্রাক্কালে পাঁচশত ভিক্ষু ভগবানের নিকট থেকে কর্মস্থান গ্রহণ করেন। তারপর হিমালয়ের পাদদেশে মনোরম স্থানে বর্ষাবাস আরম্ভ করেছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ভিক্ষাচরণ করে তাঁরা নির্বিঘ্নে শ্রামণ্যধর্ম পালন করছিলেন। নির্মল বায়ু সেবনে ও নিয়মিত ধর্মাচরণে তাঁদের শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়েছিল। সেখানে বহু বৃক্ষদেবতা বাস করতেন। ভিক্ষুগণের শীলভেজে তাঁরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করতে পারছিলেন না। ফলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ইত্যংসত্তত পরিভ্রমণ করছিলেন। ভিক্ষুগণ কখন সেই স্থান পরিত্যাগ করে যাবেন অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু বর্ষাবাস শেষ না করে তাঁরা স্থান ত্যাগ করবেন না বুঝতে লেগে বৃক্ষদেবতাগণ উৎপাত শুরু করেন। তাঁরা রাতে বিরাট আকৃতি ধারণ করে ভিক্ষুদের কাছে এসে চীৎকার করতেন। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতেন, তাঁদের উৎপাতে ভিক্ষুদের শীলের ব্যাঘাত ঘটল। মানসিক দুঃস্থায় তাঁদের শরীর ক্লান্ত হল।

অতঃপর সকল ভিক্ষু পরামর্শ করে এর প্রতিকারের জন্য শ্রাবস্‌তীতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের মধ্যে ভিক্ষুগণ করলেন 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কেন বর্ষাবাসের মধ্যে দেশভ্রমণ করছ? বর্ষাবাসে দেশভ্রমণ বিধিবদ্ধ নয়, তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের অসুবিধার কথা ভগবানকে জানালেন। বুদ্ধ তাঁদেরকে পুনরায় সেখানে যাবার জন্য আদেশ দিলেন অতঃপর তাঁদেরকে মৈত্রীসূত্র শিক্ষা দিয়ে বললেন—'এটাই তোমাদের পরিত্রাণ ও কর্মস্থান হবে' ভিক্ষুরা পুনরায় সেখানে গিয়ে সেই পরিত্রাণ ভাবনা আরম্ভ করলেন সেই পরিত্রাণের প্রভাবে ভিক্ষুগণ পুনরায় শীলভেদ প্রাপ্ত হলেন। বৃক্ষদেবভাগণও তাঁদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হলেন।

সেজন্য করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

১. যে পরিত্রাণের প্রভাবে যক্ষগণ ভয় দেখাতে পারেন না, সেই সূত্র দিন রাত আলস্যহীন হয়ে ভাবনা করবে।
২. মৈত্রী সূত্র ভাবনাকারী সুখে নিদ্রা যায়। কোন কুস্বপ্ন দেখেন না।
এরূপ গুণযুক্ত পরিত্রাণ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করব।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের সারমর্ম

সাধকের মূল লক্ষ্য হবে নির্বাণ লাভ। তিনি সরল, শান্তস্বভাব ও অভিমানশূন্য হবেন। চঞ্চলতা পরিহার করে সাংসারিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হবেন। কোন পাপ কাজ করবেন না। ছোট-বড় সকল প্রাণীর প্রতি সর্বদা মৈত্রী চিন্তে অবস্থান করবেন। অল্পে তুষ্ট, শান্তেন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞাবান হবেন।

যক্ষনা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী না হয়ে সকলের সুখ কামনা করাই ভাবনাকারীর একান্ত কর্তব্য। যা যেমন তার একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করেন, অনুবৃণভাবে সাধকও শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না রেখে সকলের প্রতি মৈত্রীভাবনা করবেন। স্থিত অবস্থায়, হাঁটতে হাঁটতে, উপবেশন অবস্থায়, শয়নে হতক্ষণ নিদ্রা যাবে না, ততক্ষণ এ স্মৃতি করবে। এর নাম 'ব্রহ্মবিহার'। মৈত্রীভাবনার মাধ্যমে যাঁরা কমপক্ষে প্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন; তাঁদের ভোগ ও কামলালসা বিদূরিত হয়। তাঁরা এ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখান থেকে নির্বাণ লাভ করেন।

টীকা

খুদক পাঠ

খুদক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ হল খুদকপাঠ। 'খুদু পাঠ', 'অজ্ঞতর পাঠ'— এ অর্থে গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। নয়টি বিষয়কল্প নিয়ে গ্রন্থটি সংকলিত হয়। যেমন - সরণস্তবং, দসসিক্খাপদং, দ্বাভিংসাকারো, কুমারপএহা, মঙ্গল সূত্রং, রতন সূত্রং, তিরোবুচ্ছ সূত্রং, নিমিকত্ত সূত্রং ও করণীয় মেত্ত সূত্রং।

ত্রিশরণ গ্রহণ ও দশশীল পালন শ্রামণদের নিত্যকর্ম। মানবদেহের ৩২টি অংশ নিয়ে 'দ্বাভিংসাকার' অনিত্যভাবনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দেহের কণস্থায়িত্ব বোঝাতে এবং এর প্রতি ভূগার উদ্বেক করার জন্যই এই পাঠ চতুর্থ অংশ কুমার প্রশ্নে বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্ম-দর্শন আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি সূত্র মাজ্জিক আচার-অনুষ্ঠান, ত্রিরত্ন, প্রকৃত সম্পদ প্রভৃতি নিয়ে বর্ণিত। গ্রন্থটি শিক্ষাবিসদের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

মেত্রী

জীবন সাধনার পরিপূর্ণতায় মেত্রী বা মৈত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৈত্রী সাধনা দ্বারা মানুষ ইহজীবনে অস্থির মনকে শান্ত করে চক্ষুস্বস্তিতে সহজে পৌছতে পারে। শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এর অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। অনাবিল সুখ-শান্তির একমাত্র পথ। মনে সর্বজন মৈত্রীভাব পোষণ করা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃষ্টতম উপায়। চিত্ত ও মনে মৈত্রীভাব পোষণ করে ভাবনা করার নাম 'ব্রহ্মবিহার'। সাধনার সেই চারটি স্তর হল মৈত্রী, কৰুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। সুতরাং, মৈত্রী হল বৌদ্ধ সাধনার প্রথম স্তর। সাধক মনের উত্তেজনা ও হিংসাত্মক বিদূরিত করে সুখে-শান্তিতে অবস্থান করেন।

মা যেমন তাঁর একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তদুপ সকল প্রাণীর প্রতি প্রেম বিতরণের নামই মৈত্রী। এ প্রেম মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মধুর করে এবং পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্ম-পর ভেদজ্ঞান লোপ পায়। সাধক সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী প্রসারিত করে শত্রুহীন, ভয়হীন ও বেদনাহীন হয়ে পরিপূর্ণ উদার মন নিয়ে অবস্থান করেন।

যিনি শত্রু-মিত্রের মধ্যস্থ ও আপনার মধ্যে বিভেদ দেখেন না তিনিই মৈত্রী ভাবনায় সফল হন। তিনি মনুষ্য-অমনুষ্য সবলেনব প্রিয়ভাজন হন। সুখে শয়ন করেন। দেবতা তাকে রক্ষা করেন। অগ্নি তাঁকে দহন করে না। শত্রু তাঁকে অক্রমণ করে না। তাঁর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। আর্যমার্গ যল লাভ করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। নির্বাণ সাধ্য করে বিমুক্ত হন।

লোকনীতি সুজন কাণ্ড

১. সবিল্লেরেব সমাসেথ, সবিল্ল কুকেব সম্পৰং,
সতং সম্পমমএএগষসেযো হোতি ন পাপিষো ।
২. চক্স দুজ্ঞান সংসগ্গং, ভক্স সাধু সমাগমং,
কর পুএংএমহোরভিং, সর নিচমনিচতং
৩. যথা উদুম্বর পক্সা বহিরওকমেব চ,
অন্তো কিমিহি সম্পূর্ণা এবং দুজ্ঞানহদযা ।
৪. যথা'পি পনসপক্সা বহি কণ্টকমেব চ,
অন্তো অমতসম্পূর্ণা এবং সুজনহদযা, '
৫. সুক্খো'পি চন্দনতল ন জহতি গন্ধং,
নাগো গতো রণমুখে ন জহতি লীলাং,
যত্তগতো মধুরসং ন জহতি উচ্ছং,
দুক্খো'পি পক্সিজলো ন জহতি ধম্মং ।
৬. সীহো নাম জিহ্বা'পি লগ্গালীনি ন খাদতি,
সীহো নাম কিলো চাপি নাগমংসং ন খাদতি
৭. কুলজাতো কুলপুত্তো কুলবংসো সুবকখতো,
অজ্ঞানো দুক্খস্পত্তো'পি হীনকম্মং ন কারবে ।
৮. চন্দনং সীতলং লোকে, ভত্তো চন্দ'ব সীতলং;
চন্দন চন্দং-সীতম্ভা সাধুবাধ্যং সুভাসিতং
৯. উদেয্য ভানু পচ্ছিমে, য়েবুরাজ্জ নমেয্য'পি,
সীতলো হদি মরকসি'পি, পবতপুগে চ উম্পলং
বিকসে, ন বিপরীতং সাধুবাধ্যং কুদাচমং ।
১০. সুখা কক্কসন্স ছাযা'ব, ভত্তো এগ্গতি মাতা-পিতু,
তত্তো অচরিয়ো রএহ্এহ্ তত্তো বৃক্ষস'নেকম্বা ।
১১. ভমরা পুণ্ণমিচ্ছন্তি, গুণমিচ্ছন্তি সজ্জনা,
মক্খিকা পুত্তিমিচ্ছন্তি, দো'সমিচ্ছন্তি দুজ্ঞনা ।
১২. মাতাহীনস্স দুবভাসা, পিতাহীনস্স দুক্কিরিয়া,
উভো মাতা-পিতাহীনা দুবভাসা চ দুক্কিরিয়া ।
১৩. মাতাসেট্ঠসস সুভাসা, পিতাসেট্ঠস্স সুক্কিরিয়া,
উভো মাতা-পিতাসেট্ঠ সুভাসা চ সুক্কিরিয়া ।

১৪. সজ্জামে সূরমিচ্ছতি, মন্তীসু অকৃত্বহনং,
শিখর অন্ত-পানেসু, অধকিচ্ছসু পত্তিতং ।
১৫. সুনখো সুনখং দিম্বা দত্তং দস্বেসতি হিংসিতুং,
দুজ্জনো সুজ্জনং দিম্বা রোসবং হিংসমিচ্ছতি ।
১৬. মা চ যেনে কচ্চানি কারেসি কারাপেসি বা,
সহসা কারিতং কখং মন্দো পচ্ছানুত্পতি ।
১৭. কোথং বিহিত্তা কদাচি ন সোচতি
মক্খপ্পহানং ইসমো বগ্গযন্তি,
সকেসং বক্কসবচ্চং যমেঘ
এতং বন্তি উত্তমমাহু সত্তো ।
১৮. দুক্খো নিবাসো সম্বাধে ঠানে অসুচিসজ্জতে,
তত্তো অরিম্হি অপিযে, তত্তো'পি অকতএহুনা ।
১৯. ওবদেয্য অনুসাসেয্য চ নিবারযে,
সত্তং হি শো পিষো হোত্তি, অসত্তং হোত্তি অপিযো ।
২০. উত্তমত্তনিবাতেন, সুরং ভেদেন নিজ্জযে,
নীচং অস্পকদানেন, বীরিয়েন সমং জযে ।
২১. ন বিসং বিসমিচ্ছাহু ধনং সজ্জসু উচ্চতে,
বিসং একং'ব হনন্তি সর্বং সজ্জসু সত্তকং ।
২২. জবেন ভদ্রং জ্ঞানন্তি, বলিবক্কং বাহনা,
দুহেন ধেনুং জ্ঞানন্তি, ভাসমানেন পত্তিতং ।
২৩. ধনম্পপশি সাধুনং কূপে বারী'ব নিসসম্বো,
বহুংবাপি অসাধুনং ন চ বারী'ব অগ্গবে ।
২৪. অপথেয্য ন পথেয্য, অচিন্তেয্যাং ন চিন্তযে,
ধম্মমেব সুচিন্তেয্য, কালং মোঘং ন অচ্চযে ।
২৫. অচিন্তিতম্পি ভবন্তি, চিন্তিতম্পি বিনসন্তি,
ন হি চিন্তয়্বা ভোপা ইত্তিযা পুরিসসু বা ।
২৬. অসত্তসু পিষো হোত্তি, সত্তং ন কুরুতে পিযং,
অসত্তং ধম্মং ব্রোচন্তি তং পরাভবতো মুখং ।
২৭. আপং পিবন্তি নো বজ্জা, রক্কং খাদন্তি নো ফলাং,
বসুসন্তি কুচি নো মেঘা, পরাধায় সত্তং ধনং ।

শব্দার্থ

সবিশ্রিরেব - সাধুর সজ্জা; সমাসেথ - বাস কর; কুবেরথ- মিত্রতা কর; সম্বন্দমৎপ্রায় - সত্যধর্ম জানা থাকলে; চজ - ভাগ্য কর; দুজ্জনসংসর্গং - দুর্জনের (বারাপ লোকের) সংসর্গ, ভজ ভজনা কর, উপাসনা কর, সাধুসমাগমং - সাধু সমাগম; সর - স্রবণ কর; নিচমনিচতং (নিচং + অনিচতং) - নিত্য ও অনিত্যকে; যথা - যেমন; উদুদ্বর - ডুম্বর; বহিরত - বহির্ভাগ; অস্তো - ভেতরভাগ; কিম্বিসম্পূর্ণা - ক্রমিতে পরিপূর্ণ; দুজ্জনহৃদয়া - দুর্জনের হৃদয়; পনসপক্কা - পাকা কাঁঠাল; কণ্টকময় - কণ্টকময়, কাঁটায় পরিপূর্ণ; অমৃতসম্পূর্ণা - অমৃতময়; সুজনহৃদয়া - সুজনের (সৎবক্তির) হৃদয়; সুক্খোপি - শূকালে; চন্দনতরু - চন্দনবৃক্ষ; ন জহাতি - ত্যাগ করে না; গতো - পতিত; নাগো - হাতি; যন্তুগতো - যন্তু দ্বারা মাড়ালে (মর্দন করলে); উচুং - ইক্ষু, আখ; জ্বিচ্ছাপি - ক্ষুধার্ত হলে; পত্তাদীনী - ভূগণপ্রাদি; ন খাদতি - খায় না; কিসো - কুল; নাগমংসং - হাতির মাংস; কুলজাতো - কুলীন বংশে; কুলবংসো - বংশের মর্যাদা; সুরকথতো - সুরক্ষা করে; দুক্খপত্তোপি - দুঃখ পেলেও; হীনকম্ম - হীনকর্ম। ততো - তদপেক্ষা; চন্দন - চন্দ্র সীতমহা - চন্দন ও চন্দ্রকিরণের চেয়েও শীতল; সুভাসিতং - সুভাষিত; উদেয্য - উদ্ভিত হয়; তানু - সূর্য; পচ্ছিম্বে - পশ্চিম দিকে; নমেয্যাপি - নমিত হয়; নরকগ্নিপি - নরকাগ্নিও; পবত্তো - পর্বতগ্রে; উপ্পলং - পথ; বিকসে - প্রস্ফুটিত হয়; কুদাচনং - কদাচ, কখনও কক্খসং - বৃক্ষের, এরাতি - জ্বাতি; রএংএং - রাজা, সুখা - সুখদায়ক; বুদ্ধসংসংকথা - বুদ্ধের শরণগ্রহণ; দুবভাসা - দুর্বাক, কটুভাষি; দুক্কিরিয়া - দুষ্কর্মকারি, ভদ্রাচারি; মাতাসেট্টসং - মাতা শিষ্টাচারি হলে; সুভাসা - সুভাষী; সুক্কিরিয়া - সুকর্মী; সুরামিচ্ছতি - যোগ্যতার প্রয়োজন হয়; মত্তীসু - মত্তগাণাদাতার; অকুত্বেহং - নিরানন্দের সময়; পিযথ - প্রিয়জনের; অথকিচ্ছসু - অর্থ জানতে হলে; দত্তং দসসেতি - দাঁত দেবার; হিৎসিতং - হিংসা প্রকাশ করতে; রোসং - আক্কেশ; মা চ কারেসি - কখনও করবে না; কারাপেসি - করবে না; কিচানি - কার্য; পচ্ছানুতপ্পতি - পরে অনুতপ্ত হয়। কোথং - কোথ; বিহিত্তা - ত্যাগ করে; ন সোচতি - শোক করে না; মক্খপ্পহানং - অপরের দোষকীর্তন ত্যাগ করেছেন ঘারা; ইসথো - স্বধিগণ; বল্লভতি - প্রশংসা করেন; ফরসবাচং - পরুষ বাক্য, কর্কশ বাক্য; থমেথ - ক্ষান্ত থাকবে; উত্তমমাহ - উত্তম বলে; থত্তিং - ক্ষান্তি, ক্ষমা; সন্তো - সৎপুরুষ; সম্মথে ঠানে - সম্মুখি স্থানে; অসুচিসঙ্কতে - অপবিত্র স্থানে; অরিস্মি - শত্রুর সাথে; অসিয়ে - অপিরের সাথে; অকুতএংএনা - অকৃতজ্ঞ লোকের; ওবদেয্য - যে উপদেশ প্রদান করে; অনুসাসেয্য - যে অনুশাসন করে; অসতং অপিসো হোতি - অসত্যের অপিয় হয়; উত্তমগুণিবাতেন - আত্মাভিমান ত্যাগ করে; বিরিসেন - বীর্যবলে; বিসং - বিষ; হনতি - হত্যা করে; সজ্জনসং ধনং উচ্চতে - সজ্জনের ধনই প্রধান; একংব - একজনকে; জবেন - দ্রুতগতির জন্য; বলিবদ - বলীবাদ, বৃষভ; বাহনা - বাহন; দুহেন - দোহনে; ভাসযানেন - বাক্যল্যাপে; ধনম্পমিল্ল - অজ্ঞানেও; বারিব - জনের ন্যায়; অল্পব - সাগর; আপং - জল; পিবন্তি - পান করে; বসুসন্তি - বর্ষণ করে; পরাখা - পরোপকার; অপথেয্য - অপার্জিত কস্তু; ন পথেয্য - প্রার্থনা করবে না; অচিন্তেয্যং - অচিন্তনীয় বিষয়; ধম্মমেব - ধর্মচিন্তাই; অচিন্তিতম্পি - যা চিন্তা করা হয় নি; বিনসুসতি - বিনষ্ট হয়; চিন্তামযা - যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে; ইথিযা-পুরিসসং - স্ত্রী-পুরুষের; অসত্তসং - অসাধুর; রোচেতি - পছন্দ হয়; পরাভবতো - পরাজিত হয়; সুজন - বন্ধু; কাণ - শ্রেণি, বিভাগ।

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

সাধুর সজ্জা বাস ও মিত্রতা করাই উত্তম। সত্যধর্ম জানা থাকলেই ভাল। দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ, সাধু ভজনা, দিন-রাত্ত পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও নিত্য-অনিত্যকে স্রবণ করাই শ্রেয়।

কাঁঠালের বাইরের অংশ কাঁটামুক্ত। ভেতরভাগ অমৃতময়। সেরূপ সুজনের বহির্ভাগ সুন্দর না হলেও হৃদয় কিন্তু গুণময়।

চন্দন বৃক্ষ শূকালেও সুগন্ধ থাকে। হাতি রণমুখে পতিত হলেও ঐরাভা ত্যাগ করে না। সেরূপ পতিত ব্যক্তি দুঃখে

পতিত হলেও ধর্ম ত্যাগ করে না।

সিংহ ক্ষুধার্ত হলেও ঘাস খায় না। সিংহ অনাহারে দুর্বল হলেও হাতির মাংস খায় না। কুলপুত্র বংশের মর্যাদা রক্ষা করে। সে নিজে দুগ্ধ পেলেও হীনকর্ম করে না।

এ অঙ্গতে চন্দন শীতল। তার চেয়ে চন্দের কিরণ আরও শীতল। কিন্তু চন্দন ও চন্দ্রকিরণের চেয়ে সাধুর সুভাষিত বাক্য সর্বাপেক্ষা শীতল।

কোনদিন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হতে পারে। মেরুরাজ নমিত হতে পারে। নরকের অগ্নি শীতল হতে পারে। পর্বতের অগ্রভাগে পদ্ম ফুল ফুটতে পারে। কিন্তু যাঁরা সংপুরুষ, তাঁদের বাক্য বিপরীত হতে পারে না।

বৃক্ষের ছায়ায় শ্রান্তের সুখ লাভ হয়। তা অপেক্ষা মাতা-পিতা ও জ্ঞাতিগণের আশ্রয় সুখকর। তার চেয়ে আচার্য ও রাজার আশ্রয় সুখদায়ক। বহুগুণে পুণ্যমিত বুদ্ধের শরণ সর্বাপেক্ষা সুখকর।

ত্রমরেরা ফুল পেতে ইচ্ছা করে। সজ্জনেরা গুণ অর্জনে ব্যাপৃত থাকে। মাছি পচাগন্ধ ভালবাসে। আর দুর্জনেরা দোষ গ্রহণ করে।

নিচকূলে জন্মজাত পুত্র কর্কশভাষি হয়। অনুরূপ পিতার পুত্রও অনাচারে রত হয়। মাতা-পিতা উভয়েই নিচকূলের হলে পুত্র মুখরা ও অনাচারি হয়।

সংগ্রামে যোদ্ধার প্রয়োজন হয়। অসময়ে মন্ত্রদাতার পরামর্শ নিতে হয়। ভোক্তানে প্রিয়জনকে সাথে রাখতে হয়। আর দুর্ব্ব বিষয় জানতে হলে পণ্ডিতের সান্নিধ্য দরকার।

এক কুবুর অন্য কুবুরকে দেখলে দাঁত বের করে হিংসা করে। সেবৃষ দুর্জন সুজনকে দেখে আক্রোশ ও হিংসাপরায়ণ হয়। ক্রোধ ত্যাগ করলে কখনো শোক করতে হয় না। যারা অপরের দোষকীর্তন থেকে বিবত থাকে। তাঁদেরকে ঋষিগণ প্রশংসা করেন। কর্কশ বাক্য বলা থেকে ক্ষান্ত থাকবে। সংপুরুষেরা ক্ষান্তিগুণকে উত্তম বলে প্রশংসা করেছেন।

সংকীর্ণ ও অপবিত্র স্থানে বাস করা দুঃখজনক। তার চেয়ে শত্রু ও অপ্রিয় লোকের সাথে বাস করা দুঃখকর। অকৃতজ্ঞ লোকের সাথে বাস করা অধিক দুঃখজনক।

যে উপদেশ দেয়, অনুশাসন করে; অন্যায় কার্য থেকে নিবারণ করে; সে সৎ-এর প্রিয়পাত্র হয় বটে, কিন্তু অসৎ-এর অপ্রিয় হয়।

আত্মাভিমান ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠজনকে জয় কর। ভেদ ব্যবহারে বীরপুরুষকে পরাজয় কর। নীচ-হৃদয়কে দান দিয়ে পরাভূত কর। প্রচেষ্টা বলে সমাজকে পরাজিত কর।

বিষ বিষ নয়। সজ্জের ধনই প্রধান বিষ। বিষ একজনকে হত্যা করে। কিন্তু সজ্জ-সম্পত্তি সকলকে বিনাশ করে।

দুঃখগতি দেখে অশুকে জানা যায়। ভার বহনে বৃষের শক্তি বোঝা যায়। দোহনে ধেনুর পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্যলাপে পণ্ডিতকে বুঝতে হয়।

কূপের জলের ন্যায় সাধু ব্যক্তির অজ্ঞ ধনেও উপকার হয়। সাগরের জলের মত অসাধু ব্যক্তির বহু ধনেও হিতসাধন হয় না।

নদী কখনো জলপান করে না। বৃক্ষ কখনো ফল খায় না। মেঘ বারি বর্ষণে মানুষের উপকার করে। সেরূপ, সাধু পরুষের ধন পরহিতার্থে ব্যয় করা হয়।

অপ্রার্থিত বস্তু চিন্তা করবে না। অচিন্তনীয় বিষয়ের চিন্তা করবে না। ধর্মচিন্তাই সুচিন্তার বিষয়। অযথা সময় কাটাবে না।
যা চিন্তা করা হয় না, তাও ঘটে থাকে। যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে, তাও একদিন বিফল হয়। স্ত্রী-পুরুষ
চিন্তানুরূপ ফল কখনো ভোগ করতে পারে না।
যে অসাধুর প্রিয় হয়, সাধুর সেবা করে না, অধর্মকে ভালবাসে; সে সর্বদা পরাজিত হয়।

টীকা

লোকনীতি

সর্বসত্ত্বের মানুষ যে নীতি অনুসরণ করলে সর্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় তার নাম লোকনীতি। গাথাগুলোর অধিকাংশ
পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে ছবছ মিল আছে। যেমন — সুজন কাণ্ডের ১নং গাথা ধম্মপদ-এ, ৩নং গাথা জাতকে, ২৬
নং গাথা সেল সুত্ত-এ, ২৭ নং গাথা পরাড্ব সুত্ত-এ বর্ণিত হয়েছে। এরকম আরও অনেক গাথা পালিগ্রন্থ থেকে
সংকলিত হয়েছে। তবে স্থান বিশেষে চাণক্য শ্রোকেরও পুনরাবৃত্তি আছে। শুধু পালিতে ভাষান্তর করা হয়েছে।

লোকনীতি গ্রন্থটি কুপ্ৰকায়। এর বিষয়বস্তুকে সাতটি কাণ্ডে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা — ১। পণ্ডিত কাণ্ড;
২। সুজন কাণ্ড; ৩। বাল-দুজন কাণ্ড; ৪। মিত্র কাণ্ড, ৫। ইষি কাণ্ড, ৬। রাজা-কাণ্ড, ৭। পকিল্লক কাণ্ড।

প্রত্যেকটি কাণ্ডের গাথাগুলো নামের সাথে সন্স্কৃত। বলতে গেলে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথে উপদেশগুলো
মনে রেখে অগ্রসর হলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। তাই গাথাগুলো অনুবাদসহ মুখস্থ করতে পারলে ভাল হয়।

অনুশীলনী

ক. দ্বিদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। বৃন্দ কাণ্ডের উদ্দেশ্যে 'করণীয় মেত্ত সুত্ত' দেখনা করেছিলেন? এ সুত্তের পটভূমি সংক্ষেপে বিবৃত কর।
- ২। করণীয় মেত্ত সুত্ত-এর সারমর্ম লেখ।
- ৩। করণীয় মেত্ত সুত্ত-এর আলোকে 'মেত্তা' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।
- ৪। লোকনীতি গ্রন্থের সুজন কাণ্ডের যে কোন তিনটি পালি গাথা বাংলা অনুবাদসহ উদ্ধৃত কর।
- ৫। সুজন কাণ্ডের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। ব্রহ্মবিহার কাকে বলে?
- ২। নির্বাপ লাভেচ্ছ ব্যক্তির করণীয় কী কী?
- ৩। 'সকেষ সন্তা ডব্ব সুখিতত্তা' — উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য বাংলায় বুঝিয়ে লেখ।

৪। অনুবাদ কর :

মাতা যথা নিয়ং পুত্রং আয়ুস্য একপুত্রমবুরক্কে,
এবম্মি সববভূতেসু মানসং ভাববে অপস্সিমাণং।

- ৫। খুন্সক পাঠ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

৬। লোকনীতি কী? লোকনীতির বিষয়বস্তু কয়টি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে? সেগুলোর নাম লেখ

৭। 'কুলপুত্র দুঃখ পেলেও হীনকর্ম করেন না।' - কথাটির তাৎপর্য কী?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

মোক্তধর ————— মানসং ভাবযে —————

উদ্ভাং ————— চ তিরিযঞ্চ ————— অবেরমসংগতং ।

অসত্তসং ————— হোতি, সত্তং ন ————— পিয়ং,

অসত্তং ————— ব্রোচেতি ————— তং পরাভবতো —————

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। বর্ষাবাসের পূর্বে কয় শত তিস্রু কর্মস্থান গ্রহণ করেছিলেন?

ক. চারশত

খ. পাঁচশত

গ. ছয়শত

ঘ. সাতশত

২। কর্মস্থান গ্রহণকারী তিস্রুদের সামনে কারা দুর্গন্ধ ছড়াতেন?

ক. মানুষেরা

খ. নাপকন্যারা

গ. পাগলেরা

ঘ. বৃক্ষদেবতারা

৩। 'সুভরো' শব্দের অর্থ কী?

ক. সুখপোষ্য

খ. দুঃখপোষ্য

গ. স্বভূতপোষ্য

ঘ. যমভূতপোষ্য

৪। নীড়ানো অবস্থায়, পমনে, শয়নে, উপবেশনে যে ভাবনা কল্পতে হয় তার নাম কী?

ক. প্রমোদবিহার

খ. নৌবিহার

গ. ব্রহ্মবিহার

ঘ. মৈত্রীবিহার

৫। 'সকো' শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি?

ক. দক্ষ

খ. অকুটিল

গ. মিষ্টভাষী

ঘ. নিরতিমান

৬। বৌদ্ধ সাংঘের মূললক্ষ্য কী?

ক. মোক্ষলাভ

খ. উত্তরলাভ

গ. সম্পদ লাভ

ঘ. নির্বাণ লাভ

৭। সুজন কাত কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

ক. খুদক পাঠ

খ. লোকনীতি

গ. সুত্তনিপাত

ঘ. বিমানবধু

৮। সুজনের জনন কীরূপ?

ক. ধ্যানময়

খ. প্রজাময়

গ. গুণময়

ঘ. শ্রুতময়

৯। সাধুপুরুষের ধন কিভাবে ব্যয় করা হয়?

ক. রাষ্ট্রীয়কার্বে

খ. ব্যক্তি স্বার্থে

গ. সামাজিকতার

ঘ. পরহিতার্থে

১০। 'জবেল' শব্দের অর্থ কী?

ক. দ্রুতগতির জন্য

খ. দুর্গতির জন্য

গ. জীবের জন্য

ঘ. জীবিকার জন্য

পঞ্চম অধ্যায়
ধম্মপদ
পুপ্ফ বগ্গ

- ১। কো ইমং পঠবিং বিজেসসতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং?
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেসসতি?
- ২। সেবেষা পঠবিং বিজেসসতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং,
সেবেষা ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেসসতি
- ৩। ফেণুপন্নং কাষম্মিহং বিদ্ধিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো,
ছেত্বান মারসস পপুপ্ফকানি অদসসনং মচ্ছুরাজসস গচ্ছে
- ৪। পুপ্ফানি হেব পচিন্ত্তং ব্যাসত্তম্নসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্ছু আদায গচ্ছতি
- ৫। পুপ্ফানি হেব পচিন্ত্তং ব্যাসত্তম্নসং নরং,
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো বুরুতে বসং।
- ৬। যথাপি ভমরো পুপ্ফং বগ্গলন্তং অহেঠযং,
পলেতি রসমাদায এবং গামে মুনী চরে।
- ৭। ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
অন্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।
- ৮। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বগ্গলন্তং অগম্মকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুৰ্বতো।
- ৯। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বগ্গলন্তং অগম্মকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সাকুৰ্বতো।
- ১০। যথাপি পুপ্ফাসিম্মহা কঘিরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচেচন কত্তববং কুসলং বহুং।
- ১১। ন পুপ্ফগম্মো পটিবাতমেতি ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা,
সতক্ক গম্মো পটিবাতমেতি সৰ্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি।
- ১২। চন্দনং তগরং বা'পি উপ্পলং অথ বস্সিকী,
এতেসং গম্ম জাতানং সীলগম্মো অনুত্তরো।
- ১৩। অপ্পমত্তো অযং গম্মো যা'যং তগরচন্দনী,
যো চ সীলবত্তং গম্মো বাতি দেবেসু উত্তমো।

- ১৪। তেস্যং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদবিহারিনং,
সম্মদএএয়া বিমুত্তানং যারো মগ্গং ন বিন্দতি।
- ১৫। যথা সংকারধানস্মিং উজ্জ্বিতস্মিং মহাপথে,
পদুমং তথ জায়েথ সুচিগম্মং মনোরমং
- ১৬। এবং সংকারভূতেসু অম্মভূতে পুথুজ্জনে,
অতিরোচতি পএএয়ায় সম্মাসম্মুস্সাবকো।

শব্দার্থ

কো - কে; ইমং - এই; পঠবিং - পৃথিবী; বিজেস্সতি - জয় করবে; যমলোকসহ - যমলোকসহ; সাদেবকং - দেবলোকসহ; সুদেসিতং - সুদেশিত; কুমলো - দক্ষ; পুপ্পমং - পুষ্পের ন্যায়; পচেস্সতি - আহরণ করবে; সেখো - শিক্ষাব্রতী, শিক্ষার্থী; ফেপ্পমং - ফেনপিণ্ডের ন্যায়; মরীচিপম্মং - মরীচিকা বিশেষ; অভিসম্মুখানো - সম্যকরূপে উপলব্ধি করে; ছেত্তান - ছেদন করে; মারসস পপ্পফকানি - মারের ফুলশর, কামে আসক্তি; অদসসনং - অদৃশ্য, দৃষ্টির বাইরে; মচ্ছুরাঙ্গসস - মৃত্যুরাজের; পচিনন্তং - আহরণে নিরত; বাসত্তমনসং - আসক্ত চিত্ত; সুত্তং - সুত্ত; গামং - গ্রাম; মহোষো'ব - প্রবল স্রোতের ন্যায়, আদায় গচ্ছতি - নিয়ে যায়; মচ্ছু - মৃত্যু; কামেসু - কামে; অন্তকো - মৃত্যু; অতিসত্তং - অতীত; ভমরো - ভ্রমর, যথাপি - যেমন; বগ্গম্ম - বর্ণগম্ম; বলোমানি - বিচ্যুতি; পরেসং - পরের; কতাকত্তং - বৃত্ত ও অকৃত; অবকখেয়া - লক্ষ্য রাখবে; কুচিরং - সুন্দর; বগ্গবত্তং - বর্ণযুক্ত; অগম্মকং - গম্মহীন; অফলা - নিষ্ফল; অকুসন্তো - নিরর্থক; সন্কবতো - সার্থক; পুপ্পরাসিম্মহা - পুষ্পবাণি থেকে; মালাগুপে বহু - নানাবিধ মালা; জাভেন মচেন - যে মানব জন্মগ্রহণ করেছে; কত্তবং - কর্তব্য, পটিবাত্তমেতি - বায়ুর প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়; সকাদিসা - সকল দিক; সপ্পুরিসো - সৎপুরুষ; পবাত্তি - প্রবাহিত হয়, বাপি - কিংবা; বস্সিসী - চামেলী; এতেসং - এদের থেকে; অনুত্তরো - উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; অপ্পমত্তো - অপ্রমত্ত, অপ্রমত্ত; সম্পন্নসীলানং - শীলে পলিপূর্ণ, অপ্পমাদবিহারিনং - অপ্রমাদপরায়ণ; সম্মদএএয়া - সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে; বিমুত্তানং - বিমুক্ত হয়ে; ন বিন্দতি - জানতে পারে না; সংকারধানস্মিং - আবর্তনারাশিতে; উজ্জ্বিতস্মিং - পরিত্যক্ত স্থানে; পদুমং তথ জায়তে - তথায় পদ্ম জন্মে; সুচিগম্মং - পবিত্র সুগম্মযুক্ত; অম্মভূতে পুথুজ্জনে - অম্ম জন্মসাধারণের মধ্যে; অতিরোচতি - আলোকিত হয়; পএএয়ায় - প্রজ্ঞায়; সম্মাসম্মুস্স সাবকো - সম্যক সম্মুখের শ্রাবক।

সারাংশ

উদ্যান থেকে পুষ্প চয়নের ন্যায় বুদ্ধবানী সংগৃহীত হয়েছে। সন্দর্ভ-শিক্ষার্থী যমলোকসহ দেব-মনুষ্যালোক জয় করতে সক্ষম কামনা-বাসনাহীন ভিক্ষু এ দেহকে অগতস্তুর মনে করে মারের প্রভাব অতিক্রম করেন। কামপরায়ণ ব্যক্তি পুষ্পচয়নকারীর ন্যায় ভোগবাসনায় লিপ্ত হয় অতীত হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুক্তিকামী ভিক্ষু বত্রিশ প্রকার ঘৃণ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ এ মরদেহের প্রতি যমভূবেধ ত্যাগ করেন। আর্যমার্গ অনুশীলন করে নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

ভ্রমর পুষ্পের বর্ণগম্ম নয় না করে কেবল মধু আহরণ করে। সেরূপ ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষু কারো ক্ষতি না করে লোকালয় থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরের দোষণগুণ অনুষণ করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। নিজের দোষণগুণ বিচার করাই শ্রেয় সুন্দর পুষ্পের গম্ম না থাকলে সমাদৃত হয় না। তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য প্রতিপালিত না হলে নিষ্ফল হয় সুভাষিত বুদ্ধবচন। আচার্যের ওপর সৎফল নির্ভর করে মালাকার নানা প্রকার ফুল আহরণ করে সুন্দর মালা তৈরি করে সেরূপ পবিত্র ব্যক্তিও বিবিধ গুণা সমগ্র করে মুক্তির পথ সুগম করেন। চন্দন, টগর, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের গম্ম বিপরীতে গমন করে, কিন্তু নীলগম্মবল সৌরভ চারদিকে আচ্ছাদিত হয়। সৎপুরুষের যশগুণ সর্বত্র

পরিব্যাপ্ত হয় বুদ্ধ শ্রাবকগণ তাঁদের শীলগম্ভে চারদিক প্রমোদিত করেন। সর্বপ্রকার গম্ভের চেয়ে শীলগম্ভই উত্তম। শীলবান ব্যক্তির ব্যাতি দেবতাদের মধ্যেও প্রসারিত হয়।

শীলবান ও উদ্যমী ভিক্ষুর গতি মারের গোচরীভূত নয়। রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তূপেও মনোরম সুগন্ধযুক্ত পদ প্রস্ফুটিত হয়। সেরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব সমাজেও বুদ্ধ শিষ্যগণ তাঁদের চরিত্র ও জ্ঞান-সৌরভে প্রশীলিত হন।

টীকা

ধর্মপদ

খুদক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘ধর্মপদ’ বৌদ্ধশাস্ত্রে সবচেয়ে পরিচিত ও প্রচারিত গ্রন্থ। নৈতিক মূল্য বিচারে গ্রন্থটি সর্বত্র সমাদৃত। ‘ধর্মপদ’-এর ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ স্বাভাবিক, নীতি, বিষয়, পদ্ধতি, পুণ্য। আর ‘পদ’ বলতে কারণ, পথ, রাস্তা, উপায়, মার্গ বোঝায়। সুতরাং, ধর্মপদ বা ধর্মপদ শব্দের অর্থ করা হয়েছে ‘পুণ্যের পথ’, ‘ধর্মের পথ’, ‘সত্যের পথ’।

ধর্মপদে ৪২৩টি গাথা আছে। গাথাগুলো ২৬টি বর্গে বিভক্ত। আলোচ্য বিধিরের নাম অনুসারে বর্গগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। ধর্মপদের ২৬টি বর্গ নিম্নরূপঃ ৪ যমক, অশ্বপমাদ, দ্বিত্ত, পুপ্ক, বাল, পত্তিত, অরুহন্ত, সহস্‌স, পাপ, দত্ত, জরা, অত্ত, লোক, বুদ্ধ, সুখ, লিয়, কোধ, মল, ধম্মট্ট, মগ্‌গ, পকিগ্‌গক, নিরয়, নাগ, তণ্‌হা, ভিক্‌খু ও ব্রাহ্মণ বর্গগ।

নৈতিক উপদেশ ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মের তাত্ত্বিক উপদেশে ধর্মপদ সমৃদ্ধ। চতুরার্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ সম্বন্ধে এতে সুন্দরভাবে বৃথিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্গগুলোর বিষয়বস্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশে ভরপুর।

বাল বগুগ

- ১। দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তসস যোজনং,
দীঘো বাগানং সংসারো সন্তসসং অবিজানতং।
- ২। চরংচে নাশিগচ্ছেযা সেয্যং সদিসমন্তনো,
একচরিবং দল্হং কয়িরা নখি বালে সহায়তা।
- ৩। পুত্তামখি ধনমখি ইতি বালো বিহংএত্তি,
অত্তাহি অন্তনো নখি কুত্তো পুত্তো কুত্তো ধনং।
- ৪। যো বালো মংএত্তি বাল্যং পত্তিতো বাপি তেন সো,
বালো চ পত্তিতমানী স যো বালোত্তি বুচ্চতি।
- ৫। যাবজীবমপি চে বালো পত্তিতং পযিরুপাসতি,
ন সো ধম্মং বিজ্ঞানত্তি দব্বী সুপ্পসং যথা।
- ৬। মুহুত্তমপি চে বিংএত্তি পত্তিতং পযিরুপাসতি,
বিপ্পং ধম্মং বিজ্ঞানত্তি জিব্বা সুপ্পসং যথা।
- ৭। চরত্তি বালো দুম্মেধা অমিস্তেনে'ব অন্তনা,
করোত্তা পাপকং কম্মং যং হোত্তি কটুকপ্পসং।
- ৮। ন ত্তং কম্মং কত্তং সাধু যং কত্তা অনুত্তপ্পতি,
যস্স অস্সমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি।
- ৯। ত্তং চ কম্মং কত্তং সাধু যং কত্তা নানুত্তপ্পতি,
যস্স পত্তীতো সুম্মনো বিপাকং পটিসেবতি।
- ১০। মধু'ব মংএত্তি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দুক্কং নিগচ্ছতি।
- ১১। যাসে যাসে কুসপ্পেন বালো জুজ্জেথ ভোজ্জনং,
ন সো সংখত্তম্মানং কলং অগ্ঘতি সোলসিং।
- ১২। ন হি পাপং কত্তং কম্মং সজ্জু বীরং'ব মুচ্চতি,
ডহন্তং বালমত্তেত্তি ভম্মাজ্জেন্নো'ব পাবকে।
- ১৩। যাবদেব অনখায এত্তত্তং বালস্স জাবতি,
হন্তি বালস্স সুক্কংসং মুম্মমস্স বিপাতযং।
- ১৪। অসত্তং শ্রাবনমিচ্ছেযা পুরেক্খারক্ক ভিকখুসু,
আবাসেসু চ ইস্সরিষং পূজা পরকুলেসু চ।
- ১৫। মমেব কত্তংএত্তি সিহী পবজ্জিতা উত্তো,
মমেবাত্তি বসা অস্সু কিচ্চাকিচ্চেসু কিস্সিচ্চি।
ইতি বালস্স সংকপ্পো ইচ্ছাম্মানো চ বড্ঢতি।
- ১৬। অংএত্তিহি ভাত্তপনিসা অংএত্তি নিকানগামিনী,
এবমেত্তং অত্তিএত্তিয ভিকখু বৃম্মস্স সাবকো
সক্কারং নাত্তিনন্দেযা বিবেকমনুত্তেযে

শব্দার্থ

দীঘা — দীর্ঘ; জাগরতো — জেগে থাকে; রত্তি — রাত; সম্বস — শ্রান্ত ব্যক্তি; বালানং — অজ্ঞদের; সম্বসং — সম্বর্ধ; সংসারো — সংসার; অবিজানন্তং — অবিজ্ঞ; চরংচে — [সংসারে] বিচরণ; নাথিপছেয় — পাওয়া যায় না, সেযং — উন্নত; সদিমমত্তনো — নিজের সদৃশ; একচরিসং — একাকি বিচরণ; দলংহং — দৃঢ়তা; সহাযতা — সাহচর্য; পুত্তামথি (পুত্তং + অথি) — পুত্র আছে; ধনমথি (ধনং + অথি) — ধন আছে; বিহংগেতি — চিন্তা করে; অত্তাহি অন্তনো নথি — নিজেরই নিজের নয়; কত্তো — কিরূপ; যো — যে; মংগেতি — মনে করে; পত্তিমহানী — পতিতভিমানী, যে নিজেকে পতিত মনে করে; ৥ — বলা হয়; কথিত হয়; যাবজ্জীবমথি — আজীবন; পথিকপাসতি — সান্নিধ্যে বাস করে; বিজানাত্তি — সম্যকভাবে জানতে পারে; যিপ্পং — শীঘ্র, মুহূর্তকাল; দব্বী — চামচ; সুপরসং — তরকারির স্নাদ : বালো দুশ্শেমা — মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খগণ; অমিত্তো — অমিত্র, শত্রু; করোত্তা পাপকং কম্মং — পাপকর্ম করে; কটুকপফলং — দুঃখময় ফল; অনুতপ্পতি — অনুতাপ করে; বসস — যার; অসসমুখো — অশ্রমুখে; ব্রোদং — ব্রোদন, কান্না; সুমনো — প্রসন্নচিত্ত; পট্টিসেবতি — ভোগ করে; নানুতপ্পতি — অনুতাপ করতে হয় না; যাব পাপং ন পচচতি — যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে; বালো দুক্কং মিগচ্ছতি — মূর্খকে দুঃখ ভোগ করতে হয়; কুসঙ্গেন — কুশত্র দ্বারা, তুণ বিশেষেব অগ্রভাগ দ্বারা; তুজ্জং — আহার করে; সংখাত ধম্মানং — জ্ঞাতধর্ম্য ব্যক্তির, যে ব্যক্তি ধর্ম্য জ্ঞাত হয়; ন অম্মমতি — যোগ্য হয় না; সোলসিং — সোলভাগের একভাগ; সচ্ছু — সদ্য; খীরংব — দুধের ন্যায়; যুচ্ছতি — রক্ষা পায়; বিমুক্ত থাকে; ভস্মান্নোব পাবকো — ভস্মান্ন আগুনের ন্যায়; অনথায — অনর্থের জন্য; যুসং — শির, মাথা; সুক্কং — সৌভাগ্য; ভাবনমিচ্ছেয় — লাভের ইচ্ছা করে; পুরেক্কারং — প্রাধান্য; ইসসরিসং — আধিপত্য; মমেব কতমংগেত্তু — আমার দ্বারা কৃত মনে করুক; কিত্তাকিচ্ছেসু — কর্তব্য ও অকর্তব্য; সংকপ্পো — সংকল্প; যানো — অভিমান; বড্ঢতি — বৃদ্ধি পায়; লাভূপনিসা — লাভের উপায়; অত্তিগ্গেত্তব — পরিজ্ঞাত হয়ে; সঙ্কারং — সংকার; নাভিনন্দেয়া — কামনা করবে না।

মর্মার্থ

বাল বর্ণে মূর্খ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিদ্রাহীন ব্যক্তির রাত দীর্ঘ হয়। পথশ্রান্ত ব্যক্তির অল্পপথও দীর্ঘ মনে হয়। সেব্রূপ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির সংসার যাত্রাও দীর্ঘ হয়। সেজন্য সংসার চলার পথে নিজের সমান অথবা উৎকৃষ্টতর সঙ্গী থাকা দরকার। নতুবা একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। কখনো মূর্খের সাহচর্য করবে না।

মূর্খ ব্যক্তি নিজেকে পতিত মনে করে। আসলে সে প্রকৃতিই মূর্খ। সারাজীবন ধর্মচর্চা করলেও ধর্মের স্নাদ বুঝতে পারে না। বিজ্ঞ ব্যক্তি মুহূর্তকাল পণ্ডিতের সান্নিধ্যে গেলে ধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। মূর্খকে চামচের সঙ্গে এবং জিহ্বাকে পণ্ডিতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। জিহ্বা তরকারির স্নাদ সহজে বোঝে কিন্তু চামচ তা পারে না।

নির্বোধ ব্যক্তি নিজের হিতাহিত বুঝতে পারে না। নিজের প্রতি নিজেরই শত্রুতাচরণ করে। এমন কার্য করবে না যার জন্য অনুশোচনা করতে হয়। যে কর্ম দ্বারা ইহ-পরকালের হিতসাধন হয় তা করা উচিত। পাপকর্মের ফল পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি আনন্দ পায়। ফল দিতে আরম্ভ করলে জীবন যন্ত্রণা ভোগ করে। মূঢ় ব্যক্তি দীর্ঘদিন কুশত্রে বসে আহার করলেও তপস্যা হয় না। অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির ধর্মাচরণজনিত পুণ্যের সোলভাগের একভাগও হয় না। শিল্পজ্ঞান ও ধনার্জন মূর্খব্যক্তিকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি তা যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা সম্মান ও প্রভূত পুণ্যের অধিকারী হয়।

অজ্ঞ ভিক্ষুরাই বিহার, প্রভৃৎ, নায়কত্ব লাভের জন্য উৎকর্ষিত থাকে। ফলে ভাবনা ও মার্গফল লাভের অন্তরায় হয়। বুদ্ধশিষ্য শীলবান ভিক্ষুরা লাভ সংকার পরিত্যাগ করে মুক্তিমার্গ অনুসরণ করেন।

টীকা

অভিঃএঃ

অভিঃএঃ বলতে অভিজ্ঞ বা উচ্চতর জ্ঞান বোঝায়। অভিজ্ঞা লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ।

বিবিধি ঋশি, (অলৌকিক শক্তি), দিব্যশ্রোত্র, পরচিন্ত জ্ঞান, অতীত জন্মের স্মৃতি, দিব্যচক্ষু বা প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই লৌকিক অভিজ্ঞা।

আসবক্ষর জ্ঞান বা অকুশল মনোবৃত্তির ধ্বংসই লোকোত্তর অভিজ্ঞা। এতেই প্রকৃত দুঃখমুক্তি ঘটে। অর্হতফল লাভ হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। পুণ্য বগ্ন-এর সারাংশ লেখ।
- ২। 'এতেসং গম্ভজাতানং শীলগম্ভো' অনুভবো - উদ্ধৃত পাঠ্যংশের আলোকে শীলগুণ বর্ণনা কর।
- ৩। ধর্মপদ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
- ৪। বাল বর্ণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
- ৫। বাল বর্ণের উপমাগুলোর মাধ্যমে মূর্খলোকের স্বরূপ তুলে ধর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। দক্ষ মালাকারের সাথে পণ্ডিত ব্যক্তির সাদৃশ্য কোথায়?
- ২। বুদ্ধশিক্ষাগণের চরিত্র ও জ্ঞান-সৌরভ কীভাবে প্রদীপ্ত হয়?
- ৩। ধর্মপদের ছবিগুটি বর্ণের নাম লেখ।
- ৪। বাল বর্ণের আলোকে মূর্খ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত কর।
- ৫। ভিক্ষুদের মার্গফল লাভের অন্তরায় কী কী?
- ৬। 'অভিঃএঃ' সম্পর্কে টীকা লেখ।

গ. বালোয় অনুবাদ কর :

- ১। যথাপি কচিরং পুণ্যং বগ্নবত্তং সুগম্ভকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সুকুব্ধতো।
- ২। নহি পাপং কতং কন্মং সঙ্ঘু ধীরং'ব মুচ্ছতি,
ডহন্তং বালমবুতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাথকো।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ১। 'বিঃএঃ' শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. বিনষ্ট করে | খ. বণন করে |
| গ. চিন্তা করে | ঘ. বিরাজ করে |

২। 'বসুসিকী' শব্দের অর্থ কোনটি?

- | | |
|------------|----------|
| ক. চামেলী | খ. টপ্পর |
| গ. মল্লিকা | ঘ. চন্দন |

৩। নির্বোধ ব্যক্তি নিজের কী বুঝতে পারে না?

- | | |
|----------------|-------------|
| ক. আত্ম-সম্মান | খ. কাজ-কর্ম |
| গ. হিতাহিত | ঘ. মাতাপিতা |

৪। বাল বর্গে মূর্খ ব্যক্তির কী সম্বন্ধে বলা হয়েছে ?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. চিত্ত | খ. চরিত্র |
| গ. ধর্ম | ঘ. বল |

৫। ধর্মশাস্ত্রের গাথাগুলোকে কয়টি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে?

- | | |
|----------|------------|
| ক. পঁচিশ | খ. ছাব্বিশ |
| গ. সাতাশ | ঘ. আটাত্ত |

৬। বুদ্ধশিষ্য শীলবান ভিক্ষুরা কী অনুসরণ করেন ?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. যুক্তিমার্গ | খ. যুক্তিমার্গ |
| গ. তীর্থমার্গ | ঘ. মোক্ষমার্গ |

৭। শীলশাস্ত্রের সৌরভ কোনদিকে আমোদিত হয়?

- | | |
|-------------------|---------------|
| ক. বায়ুর অনুকূলে | খ. উত্তর দিকে |
| গ. দক্ষিণ দিকে | ঘ. চারদিকে |

৮। 'দলহং' শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. দৃষ্টতা | খ. দৃঢ়তা |
| গ. দক্ষতা | ঘ. দারিদ্রতা |

৯। 'দকী' বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|---------|---------|
| ক. দধি | খ. দড়ি |
| খ. চামচ | ঘ. বচন |

ষষ্ঠ অধ্যায় চরিতা পিটক সিবিরাজ চরিতং

- ১ অরিট্টসব্হয়ে নগরে সিবিনামসি হস্তিযো
নিসজ্জ পাসাদবরে এবং চিত্তেস'হং তদা ।
- ২ যং কিঞ্চি মানুসং দানং অদিন্ণং মে ন বিজ্জতি
যোপি যাচেয্য মং চক্কুং দদেয্যং অবিকম্পিতো ।
- ৩ মম সংকপপং অএএয়ায় সেক্কা দেবানং ইসসরো
নিসিন্নো দেব পরিসায় ইদং বচনং অব্রবি
- ৪ নিসজ্জ পাসাদবরে সিবি রাজা মহিষিকে
চিত্তেত্তো বিবিধং দানং অদেয্যং সো ন পস্সতি ।
- ৫ তথং নু বিত্তথং এত্তং হন্দ বিমংসয়ামি ত্বং
মুহত্তং আগময্যাথ যাং জানামি তং মন'ত্তি
- ৬ পবেধমানো ফলিতসিরো বলিতগত্তো জরাত্তরো
অম্মবগ্নো ব হত্ত্বান রাজানং উপসজ্জমি
- ৭ সো তদা পণ্ণগহেত্ত্বান বামং দক্ষিণবাহু চ
সিরসিং অঞ্জলিং কট্টা ইদং বচনং অব্রবি ।
- ৮ যাচামি তং মহারাজ শম্মিকরট্টবডটনং
তাব দানরতা কিত্তি উগ্গতা দেবমানুসে ।
- ৯ উত্তোপি নেত্তা নয়না অম্মা উপহত্তা মম
একং মে নয়নং দেহি ত্বং সি একেন যাপয়'ত্তি ।
- ১০ তস্সা'হং বচনং সুত্তা হট্টো সংবিগ্গয়ানসো
কত্তজ্জলি বেদজাতো ইদং বচনং অব্রবিং ।
- ১১ অহো মে মানসং সিদ্ধং সংকম্পো পরিপূরিত্তো
অদিন্ণপুব্বং দানবরং অজ্জ দস্সামি যাচকে ।
- ১২ ইদানা'হং চিত্তহিত্ত্বান পাসাদত্তো ইধাগত্তো
ত্বং মম চিত্তং অএএয়ায় নেত্তং যাচিতং আগত্তো ।
- ১৩ এহি সিবক উট্টেহি যা দত্তহি যা পবেধযি
উত্তোপি নয়নে দেহি উম্পাতেত্তা বলিববকে
- ১৪ তত্তো সো চোদিতো মযহং সিবকো বচনং করো
উম্মরিত্ত্বান পাদাসি তালমিজ্জং ব যাচকে ।

- ১৫। দলয়ানসুস দেত্তসুস দিন্দানসুস মে সত্তো
চিব্বেসুস অঞঞা নখি বোধিয়া বেন কারণ।
- ১৬। ন মে কেসুস উত্তো চক্কু অন্তান মে ন সেন্সিয়ো
সকঞঞত্তং শিযং যযত্তং তস্মা চক্কুং অঙ্গাসি'হন্তি।

পদার্থ

অরিট্টসবহুবে – অরিট্ট নামক; শিবিনাঘাসি – শিবি নামক; খত্তিবো – ক্ষত্রিয়; নিসজ্জ – বসে; প্রাসাদবরে – উত্তম প্রাসাদে; চিত্তেস'হং – আমি চিন্তা করেছিলাম; তস্মা – তখন; বং কিঞ্চি – বা কিছু; দানং অদিন্নং – দান দেওয়ার আছে; মে ন বিজ্ঞতি – আমার কেতলা হয় নি; যোপি – যে কেউ; যাত্তো – বাচনা করেন; মং চক্কুং – আমার চক্কু; দদেযাং – দিব; অবিকল্পিতো – অবিচলিত চিত্তে; ময় সংকপং – আমার সংকল্প; সত্তো ইন্দ্র' অঞঞা – জ্ঞাত হয়ে; দেবরাজ ইন্দ্রসরো – দেবরাজ; নচনং – কলা; নিসিন্ণো – বসে; সেন্সিয়ো – সেন পরিষদে; অম্ববি – বলেছিলেন; মহিম্বিকো – মহাশক্তিমান; চিত্তেত্তো – চিন্তা করে; অনেযাং – দেওয়া হয় নি; তথং – তিক; মুহুরং – মুহূর্তের মধ্যে; বিতথং – মিথ্যা; ভাত্তং বিমংসামি – পরীক্ষা করব; পবেথমানো – কল্পমান; কলিত্তসিরো – পদ্ধতেশ; বলিত্তগত্তো – বুদ্ধিতমেন; জরাত্তরো – জরাত্মক; অম্ববপ্পো'ব – অম্ব রাষ্ট্রের বেশে; উপসজ্জহি – উপস্থিত হলেন; পপ্পাহেত্তান – প্রশংসিত করে; বায়ং লক্কিণবাহু চ – বায় ও ডান বাহুর; অঞ্জলিং কচ্ছা – অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে; তট্টবজ্জানং – রাজ্যের দ্বিতীয়; কিত্তি – কীর্তি; উপপত্তা – ইচ্ছায় পড়েছে; উপহজ্জা – মন্ড হয়ে গেছে; একং মে নয়নং হেহি – আমাকে একটি চক্কু দিন; যাপমাত্তি – যাপন করম; তস্মা'হং নচনং সুচ্ছা – আমি তাঁর কলা শূন্যে; সংবিম্বুগমানসো – আনন্দিত চিত্ত, মনের সংবেগে; পরিপূরিত্তো – পরিপূর্ণ হওয়ায়; অদিন্নপুববা'অদন্তপূর্ব; জজ্জ – জাক; সস্সামি – দিব; চিত্তহিত্তান – চিন্তা করে; বসিব্বকে – প্রার্থীকে; ইথাগত্তো (ইথং + অগত্তো) – এখানে এসেছি; সিব্বক – অস্ত্র চিকিৎসক; উট্টেহি – উঠুন; ত্বা পবেথথি – তীক হলো না; উপাট্টেচ্ছা – উপস্থাপিত করে, উপড়ে ফেলে; তেন্সিত্তো – কথামত; তালমিজ্জং – জ্বালার শাঁক; চিব্বেসুস অঞঞা – মনের বিরূপ ক্রিয়া; বোধিয়া – বোধি লাভের জন্য; কেসুস – স্বর্গের পাত্র; সকঞঞত্তং – স্বর্গত্বক।

সারসংক্ষেপ

শেখিসত্ত একসময় অরিট্ট নামের শিবি নামে রাজ্য হয়ে জনপ্রাণ করেছিলেন। একদিন প্রাসাদে বসে তিনি চিন্তা করছিলেন, আর কিছু দান দেওয়ার বাকি আছে কিনা। তাঁর চক্কু দান করার কথা ভাবলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তা সত্য কিনা পরীক্ষা করার জন্য মুহূর্তের মধ্যে রাজ্যের নিকট উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র পদ্ধতেশ জরাত্মক বুদ্ধিত মনে এক আশ্চর্য বোধে শিবি রাজ্যের একটি চক্কু চাইলেন। দেবরাজ দুই ইন্দ্র দ্বারা অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে রাজ্যের দানের প্রশংসা করলেন। দুই চক্কু অল্পকে একটি চক্কু দান করে অপরটি দ্বারা তাঁকে কালযাপন করতে মনলেন। রাজা প্রাসাদ থেকে নেমে এসেছিলেন কাটকে চক্কু দান করার জন্য। তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে।

শিবিরাজ অস্ত্র চিকিৎসককে ডেকে নিয়ে এলেন। ইতস্তত না করে তাঁর চক্কু দুটি উপস্থাপন করতে আদেশ দিলেন। সিব্বক (অস্ত্র চিকিৎসক) তাই করল। চক্কু দুটি দান করার সময় শিবিরাজের কোনো ভাবান্তর হয় নি। এটা কেবল বৃন্দত লাভের জমাই করেছিলেন। চক্কু দুটি তাঁর স্বর্গের পাত্র নয়। তিনি চক্কুকে ভালবাসতেন না ভাঙ নয়। তাঁর কাছে সর্বভক্তা সম্বন্ধে বেশি শ্রদ্ধা ছিল। সেজন্যই চক্কু দুটি দান করেছিলেন।

শিবিরাজ

শিবিরাজ চরিতে বোধিসত্ত্ব কিস্তাবে দাম পারমী পূর্ণ করেছিলেন তাই বর্ণিত হয়েছে। বোধিসত্ত্বের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ঘটনা। শিবি জাতকেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়।

অতীতে শিবিরাজো শিবি মহারাজ রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব অরিস্টপুত্র নগরে তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শিবিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তৎকালিনায় গিয়ে বিদ্যালিক্ষা করেন। শিবি শেষে রাজধানী অরিস্টপুত্র নগরে ফিরে আসেন। শিবি তাঁর পাতিভের পরিচয় পেয়ে ঔপরাজ্য আসনের জয় অর্জন করেন। কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হলে শিবিকুমার রাজা হন। তিনি দূর্গতিপন্ন পরিহারের জন্য দশবিধ রাজকর্মে প্রতিশালন করে রাজত্ব করতেন। তিনি নগরের চারদ্বারে, নগরের মধ্যে এবং রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ছয়টি মন্দির নির্মাণ করেন। সেখানে থেকে প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে মহানগরের ব্যয়স্বয় করেছিলেন। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় দ্বিজে দানশালায় গিয়ে বিতরণ-কার্য লব্ধবৎসল করতেন। তিনি পার্থিব সম্ভোগ সমস্ত দান করেন। বাহ্যদানে সমুদ্রী না হয়ে লেঘ লব্ধ চক্ৰ দুটি দান করে লসের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করেন।

চরিত্রা পিটক

সুদ পিটকের অন্তর্গত বুদ্ধক নিকায়ের শেষ গ্রন্থ চরিত্রাপিটক। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ গাথার রচিত। এতে ৩৫টি কাহিনী আছে। বোধিসত্ত্বরূপে জন্ম-জন্মান্তরে বুদ্ধ যে পারমীগুলো পূরণ করেছিলেন সেগুলোর কথাই এতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধ এ কাহিনীগুলো বিবৃত করেছিলেন।

কাহিনীগুলো জাতকের অনুরূপ। কেবল পারমিতার চর্চার উদ্দেশ্যেই এগুলো পদ্যে রচিত হয়েছে। রচনারীতি ধর্মশাস্ত্রের মতই। অকতি, ধনঞ্জয়, সুদর্শন, গোবিন্দ, চন্দ্রকিপ্তন, বেস্নাত্তর, লসপতিত, তুরিহত, চন্দ্রাবা, চন্দ্রাবোধি, মহাশোমহংস প্রভৃতি কাহিনীগুলো চরিত্রা পিটকের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিশটি কাহিনীতে দাম ও শীল পারমীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ১৫টি চরিত-লেক্ষ্য, বীর্য, প্রজ্ঞা, কান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা — এ আটটি নিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

ধর্ম দেবদূত চরিত্র

- ১। পুনাপরং যথা হোমি মহাযক্খো মহিষিকো,
ধম্মো নাম মহাযক্খো সববলোকানুকম্পকো।
- ২। দসকুসল কাম্পপথে সমাদপেত্তো মহাজনং,
চরামি গামনিগমং সমিত্তো সপরিচ্ছনো।
- ৩। পাপো কদরিষো যক্খো দীপেত্তো সসপারকে,
সো পেথ মহিষা চরতি সমিত্তো সপরিচ্ছনো।
- ৪। ধর্মবাদী অধম্মো চ উত্তো পচনিকা ময়ং,
দুরে দুরং যট্টযত্তা সমিম্বা পটিপথে উত্তো।
- ৫। কলহো বত্ততি অম্মা কল্যাণ পাপকসু চ,
মণ্ণা ওল্লমন্খায় মহাযুস্মো উপটঠিত্তো।
- ৬। যদি অহং তসু পকুস্পেয়াং যদি ভিন্দে তপোগুণং,
সহ পরিজনেন তসু রজভূতং কপ্পেয়াংহং।
- ৭। অপি চা'হং শীলরক্খায় নিব্বাপেত্তান মানসং,
সহ-জনেন ওল্লমিত্তা পথং পাপসু অদাসি অহং।
- ৮। সহ পথতো ওল্লত্তো কট্টা চিত্তসু নিব্বুতিং,
বিবরং অদাসী পঠবী পাপযক্খসু তাবদেতি।

অর্থ

পুনাপরং — পুনরায়; যথা — যখন; হোমি — হয়েছিলাম; মহিষিকো — মহাঋদ্ধিমান; সববলোকানুকম্পকো — পৃথিবীর সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে; দসকুসলকাম্পপথে — দশপ্রকার কুশলকর্মপথে; সমাদপেত্তো — সম্মান করার জন্য; মহাজনং — মহাপরিষদ, অনেক লোক; চরামি — বিচরণ করেছিলাম; গামনিগমং — গ্রাম ও নগর; সমিত্তো — শান্ত অবস্থা; ময়ং — আমরা; কদরিষো — কদর্য; দীপেত্তো — আলোকিত করতে; সপরিচ্ছনো — পরিজনসহ; পচনিকা — বিপরীত; যট্টযত্তা — সৃষ্টি করে; পটিপথে — গতিপথ; বত্ততি — সংঘটিত হয়; কল্যাণ পাপকসু — কল্যাণকামী ও পাপীদের মধ্যে; কলহো — বিবাদ; মণ্ণা — রাস্তা; ওল্লমন্খায় — ছেড়ে দেওয়ার জন্য; উপটঠিত্তো — অবতীর্ণ হল; পকুস্পেয়াং — ব্রহ্ম হত্যা; ভিন্দে — ভঙ্গ; তপোগুণং — তপগুণ; রজভূতং — ভয়ীভূত; অপি চা'হং — যদি চাইতাম; শীলরক্খায় — শীল বক্ষার জন্য; নিব্বাপেত্তান — প্রশান্ত করতে; মানসং — মনোভাব; ওল্লমিত্তা — নেমে; পাপসু অধর্মকে; অদাসি — দিয়েছিলাম; চিত্তসু নিব্বুতিং — মনকে প্রশান্ত করে; বিবরং — বিদীর্ণ;

সারমর্ম

বোধিসত্ত্ব একসময় মহাঋদ্ধিমান দেব-পরিষদের ধর্ম নামক গুণসম্পন্ন দেবপুত্র ছিলেন। তখনও তিনি জগতবাসীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন মানুষকে দশপ্রকার কুশলকর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর পরিষদ নিয়ে গ্রামে নগরে পরিভ্রমণ করেছিলেন।

তিনি পাপকর্মে লিপ্ত অধর্ম নামক দেবপুত্র ও যক্ষদেরকে দশপ্রকার অকুশল কর্মপথ থেকে বিরত রাখার উপদেশ দিতেন। সেজন্য সমগ্র জম্বুদ্বীপ বিচরণ করেছিলেন। অধর্মবাদীর রথ ধর্মবাদীর রথের মুখোমুখি হয়েছিল গতিপথে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় বিবাদ উৎপন্ন হয়। শেষে মহাযুস্মে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি তাদেরকে মুহূর্তের মধ্যে

ভষীভূত করতে পারতেন কিন্তু তপঃগুণ তত্ত্ব হওয়ার ভয়ে তা করেন নি। শীল রক্ষার জন্য তাঁর মনকে প্রশমিত করেছিলেন।

পারমী পূরণের জন্য তিনি পরিজন সহ বন্ধ থেকে নেমে অধর্মবাদীদেরকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন বিবাদ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এ শীলগুণে পৃথিবী বিনীর্ণ হয়ে পাপীকে গাস করে। শীলগুণই জগতে শ্রেষ্ঠ।

টীকা

পারমী

পারমী বা পরমিতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পরম + $\sqrt{\text{মিন}}$ + তা অর্থাৎ পরমের ভাব। এর আসল অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণতা। 'বোধি' বা জ্ঞান লাভ হলেই পূর্ণতা লাভ করা যায়। সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হয় এমন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকেই পারমী বলে। পরম নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে প্রজ্ঞাময় কুশল কর্মই পারমী।

পারমী দশ প্রকার। যথা — দান, শীল, নৈষ্কর্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অবিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। সম্যক সংযোধি লাভের জন্য বুদ্ধকে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় উক্ত দশ প্রকার পারমী পূর্ণ করতে হয়েছিল।

অনুশীলনী

ক. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শিবিরাজ চরিত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা দাও :
২. শিবিরাজ কিসেভাবে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন? শিবিরাজ চরিত্রের আলোকে লেখ।
৩. শিবিরাজের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪. 'ধর্ম দেবদূত চরিত্র' এর সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
৫. বোধিসত্ত্ব ধর্ম নামক দেবপুত্র হিসেবে জগতবাসীর প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন তা উল্লেখ কর।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। চরিত্রা পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
- ২। শিবিরাজ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে মহাদান দিয়েছিলেন?
- ৩। 'পারমী' বলতে কী বোঝ? পারমী কয় প্রকার ও কী কী?
- ৪। ধর্ম নামক দেবপুত্রের প্রকৃত পরিচয় কী? ধর্মবাদী ও অধর্মবাদীর মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হয়েছিল কেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

মম সংকল্পঃ ————— সঙ্কো দেবানঃ ————— ।

নিসিন্নো ————— ইদং ————— অব্রবি

পাপো ————— যক্থো ————— দসপাবকে

সো পেথ ————— চরতি ————— সপবিজ্জেনো ।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। বোধিসত্ত্ব অরিস্ট নগরে কোন রাজা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

- | | |
|---------------|------------|
| ক. মগধরাজ | খ. কোশলরাজ |
| গ. বারাণসীরাজ | ঘ. শিবিরাজ |

২। চরিয়া পিটকে কয়টি কাহিনী আছে?

- | | |
|------------------|----------------|
| ক. পঁচিশটি | খ. পঁয়ত্রিশটি |
| গ. পঁয়তাল্লিশটি | ঘ. পঞ্চদশটি |

৩। শিবিরাজ কাকে তাঁর দুটি চক্ষু দান করেছিলেন?

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ক. দুই চক্ষু অশ্ব লোকটিকে | খ. দেবরাজ ইন্দ্রকে |
| গ. অর্হৎ ভিক্ষুকে | ঘ. চক্ষুপাল স্থবিরকে |

৪। 'প্রাসাদবরে' শব্দটির বাংলা অর্থ কী?

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ক. প্রাসাদের ওপরে | খ. প্রাসাদের ভেতরে |
| গ. উত্তম প্রাসাদে | ঘ. প্রাসাদের চারদিকে |

৫। 'সর্বজ্ঞতা' শব্দের পালি কোনটি?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. সব্বঞ্জ্ঞতং | খ. অনুঞ্জ্ঞতং |
| গ. সল্যত্তনং | ঘ. রূপায়ত্তনং |

৬। 'পারমী' কয় প্রকার?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. আট প্রকার | খ. নয় প্রকার |
| গ. দশ প্রকার | ঘ. বার প্রকার |

৭। শিবিকুমার কোথায় বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. রাজগৃহে | খ. মালন্দায় |
| গ. অরিস্ট নগরে | ঘ. তক্ষশিলায় |

শেরগাথা

মালুজসপুস্তো শেরো

মনুজস পমত্তচারিনো তগহা বড়চতি মালুবা বিয়,
 সো পল্লবতি হুবাছরং ফলমিচ্ছং'ব বনসিং বানরো
 যং এসা সহতে জম্মী তগহা লোকে বিসত্তিকা,
 সোকা তস পবড়চতি অভিবট্টং'ব বীরগং।
 যো বে তং সহতে জম্মিং তগহং লোকে দুরচযং,
 সোকা তমহা পপত্ততি উদবিন্দু'ব পোকথরা
 তং বো বদামি তদং বো যাবন্তেথ সমাগতা,
 তগহায মূলং খনথ উসীরখো'ব বীরগং।
 মা বো নলং'ব সেভো'ব মারো ভজি পুনপুনং,
 করোথ বুদ্ধবচনং খণো বো মা উপকগা
 খণা তীজা হি সোচত্তি নিরমম্হি সমপিতা,
 পমাদো রজো, পমাদানুপত্তিতো রজো;
 অম্পমাদেন বিজ্ঞাষ অববহে সল্লমত্তনো'তি।

শব্দার্থ

মনুজস - মনুষ্যের; পমত্তচারিনো - প্রমত্তচারী, তগহা - তৃষ্ণা, মালুবা - মালুলতা, পল্লবতা (যে লতা অন্য বৃক্ষকে ধ্বংস করে); বিয় - মত, ন্যায়; বড়চতি - বর্ধিত হয়; পল্লবতি - ধাবিত হয়; ফলমিচ্ছং'ব - ফলের প্রত্যাশায়; হুবাছরং - এক স্থান থেকে অন্যস্থানে; বনসিং - বনে; বিসত্তিকা - বিষতুল্য; জম্মী - হীন, নিচ; সোকা - শোকসমূহ বীরগ
 বীরগত্ব, শেরা বা খড় থেকে যে তৃণ জন্মে; সহতে - অভিভূত হয়, সহ্য হয়; উদবিন্দু'ব - বৃষ্টির জলের ন্যায়; দুরচযং - দুরতিক্রম্য; অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য; পবড়চতি - প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়; পপত্ততি - পড়ে যায়; পোকথরা - গম্ব; তং বো বদামি - সেই কারণে বলছি, যাবন্তেথ সমাগতা - যারা এখানে সমাগত হয়েছে; তগহায মূলং - তৃষ্ণার মূল; খনথ - খনন কর, উসীরখো'ব বীরগং - বীরগ তৃণকে কোদাল দ্বারা; নলং'ব সেভো'ব - নদী তীরে জাত নলবনকে নদীস্রোত যেমন; ভজি ভেজো ফলে; পুনপুন - বারবার; করোথ - করবে; উপকগা - অতিক্রম কর; খণাতীজা - সুক্ষ্মরূপে যারা অতিক্রম করে; নিরমম্হি সমপিতা - নিরয়ে পতিত হয়; পমাদানুপত্তিতো - প্রমাদের বশবর্তী হয়ে; সল্লমত্তনো - কামরাগাদি শল্যসমূহ (প্রতিকল্মক)।

সংক্ষিপ্ত

প্রমত্তচারী ব্যক্তির তৃষ্ণা মালুব লতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। বানর ফল লাভের আশায় বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন করে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিও ভব থেকে ভবান্তরে ধাবিত হয়। বিষতুল্য বিষাক্ত তৃষ্ণা যে ব্যক্তিকে অভিভূত করে তার শোক এমতই বর্ধিত হয় যিনি হীন তৃষ্ণা ধ্বংস করেন, তাঁর শোকসমূহ পম্পত্ত থেকে উদবিন্দু পতনের ন্যায় দূরীভূত হয়

সেই কারণে মালুঙ্ক্যপুত্র স্থাবির উপস্থিত সবাইকে অপ্রমত্ত হয়ে তৃষ্ণার বিনাশসাধন করতে বলেছিলেন কৃষকেবা বীরণ তৃণকে কোদাল দ্বারা খনন করেন। সেক্ষণে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির অর্হৎমার্গরূপ প্রজ্ঞাকোদাল দিয়ে অবিদ্যাশিখা দ্বারাশিখাকে ছেদন করেন।

মারের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য বুদ্ধবচন যথানিয়মে সম্মানদান কর। যে বুদ্ধবচন রক্ষা করে না, সে সমস্ত সুফল অতিক্রম করে। তাবা নিরুৎসাহ পতিত হয়ে শোকাক্ত হয়। দুঃখভোগ করে। প্রমাদ জনান্তির বৃদ্ধি করে। অপ্রমাদ ও মার্গফলরূপ বিদ্যা হৃদয়ে আশ্রিত কামরাগাদির মূণ উৎপাটন করে।

টীকা

মালুঙ্ক্যপুত্র খের

তিনি পূর্ববুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর কোশলরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অগাসনিক। মাতার নাম মালুঙ্ক্য। তাই মাতার নাম অনুসারে তিনি ‘মালুঙ্ক্যপুত্র’ বলে পরিচিত হন।

তিনি যৌবনে গৃহত্যাগ করে পরিব্রাজক হিসেবে ঘুরে বেড়ান। পরে বুদ্ধের ধর্ম শ্রুনে প্রব্রজিত হন এবং সহসা ষড়ভিজ্জ হন। জ্ঞাতিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাঁদের নিকট যান। জ্ঞাতিগণ ভাল খাদ্য পরিবেশন করে ধনের প্রলোভন দেখান। তারা তাঁর সম্মুখে ধনস্তুপ স্থাপন করেন। তাঁকে চাঁবর ত্যাগ করে সেই ধন দিয়ে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন পূর্বক পুণ্যকার্য সম্পাদন করতে অনুরোধ জানান। স্থাবির তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে আকাশে উপবেশন করেন। সেই সময় তিনি যে গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন সেগুলোই খের গাথায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

খের গাথা

খের গাথা খুল্ক নিকায়ের অষ্টম গ্রন্থ। এতে বুদ্ধের সমসাময়িক ২৬৪ জন খের কর্তৃক রচিত গাথা সংকলিত হয়েছে। জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খের বা স্থাবির বলা হয়। এ গ্রন্থে ১৩৬০টি গাথা আছে। গাথাগুলোকে ২১টি নিপাতে বিভক্ত করা হয়েছে; যেমনজ্জ একে নিপাত, দ্বিক নিপাত, তিক নিপাত ইত্যাদি। গাথার সংখ্যা অনুসারেই এটা করা হয়েছে। গাথাগুলোতে বৌদ্ধ স্থাবিরদের অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা প্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন, বুদ্ধগুণে রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে খেরগাথা অন্যতম। প্রব্রজ্যজীবনের ঘটনা এবং লোকান্তর জীবনের পূর্ণতা এতে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া, বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে, লোভ, দ্বেষ, মোহ বর্জন করে সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে জীবনচর্চার উপদেশ রয়েছে। মেত্তা, কল্যাণ, মুদিতা, উপেক্ষার আদর্শগুলো প্রতিপন্ন করা হয়েছে। মহাজ্ঞানী সারিপুত্র, মহাঋদ্ধিমান মৌদগল্যায়ন, আনন্দ, উপালি, বজ্জীশ, অঞ্জলিমাল, তালপুট প্রভৃতি স্থাবিরদের জীবনের গতি ও পরিণতি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে।

সোপাকো ধেরো

দিব্র পাসাদহাযাং চক্রমন্তং নরুত্তমং,
 তথ নং উপসজ্জম্য বন্দিসং পুরিসুত্তমং ।
 একংসং চীবরং কড়া সংহরিতান পাণযো,
 অনুচক্রমিসং বিরজং সবসস্তানযুত্তমং ।
 ততো পঞ্চে অপুছিং মং পঞ্চেহানং কোবিদো বিদু,
 অজ্জী চ অজীতো চ ব্যাকসিং সখুনো অহং ।
 বিসংজ্জিতেসু পঞ্চেহেসু অনুমোদি তথাগতো,
 ভিক্কুসত্তং বিলোকেত্বা ইমমখং অভাস্থ
 লাত্তা অজ্ঞান-মগধানং যেসাং পরিভুত্ততি,
 চীবরং পিণ্ডপাতং চ পত্তং সযনাসনং ।
 পচ্ছুট্টানং চ সামীচিং, তেংসং লাভতি চ' ব্রুবি,
 অজ্জতগুণে মং সোপাক মসুসনাবো পসজ্জম ।
 এসা চেব তে সোপাক ভবতু উপসম্পদা,
 জাতিয়া সত্তবসুসো'হং লাম্মান উপসম্পদং;
 ধারেমি অত্তিমং দেহং' অহো ধম্ম-সুখম্মাত্তি ।

নন্দার্থ

পাসাদহাযাং প্রাসাদের (গম্বুজটির) ছায়ায়; চক্রমন্তং সিন্ধা — চক্রমণ করতে দেখে; নরুত্তমং — মরোত্তম; তথ — সেখানে; উপসজ্জম্য — উপস্থিত হয়ে; একংসং — একাংশ; সংহরিতান — জোড় করে; পাণযো — হাত; অনুচক্রমিসং — পশ্চাতে চক্রমণ করি; সবসস্তানযুত্তমং — সকল প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পঞ্চেহং — প্রণ; অপুছি — জিজ্ঞেস করলেন; কোবিদো — পারদর্শী; বিদু — জ্ঞানী; অজ্জী — অকম্পিত; অজীতো — নির্ভয়ে; ব্যাকসিং — ব্যাখ্যা করলেন; সখুনো — শাস্তাকৈ; অনুমোদি — অনুমোদন করলেন; বিসংজ্জিতেসু পঞ্চেহেসু — প্রলোভনের ব্যাখ্যা; বিলোকেত্বা — দর্শন করে; ইমমখং (ইমং + অখং) — এই অর্থ, এই বিষয়; অজ্ঞান-মগধানং — অজ্ঞ ও মগধবাসীদের, পরিভুত্ততি — পরিভোগ করে; অভাস্থ — ভাষণ দেন; সযনাসনং — শয্যাসন; পচ্ছুট্টানং — প্রত্যক্ষান, আগন্তুকের সম্মানার্থ উঠে দাঁড়ানো; সামীচিং — সেবাকর্ম; লাভতি — লাভ হয়; জাতিয়া সত্তবসুসো'হং — সাত বছর বয়স্ককাল; ধারেমি — ধারণ করছি; অত্তিমং দেহং — শেষ জন্ম

টীকা

সোপাকো ধেরো

সোপাক স্বর্গের সিন্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করেন। কামভোগের দোষ দেখে গৃহবাস ত্যাগ করে তপস-প্রব্রজ্য নেন। এক পর্বতে অবস্থানের সময় তাঁর আসন্ন মৃত্যুদর্শনে ভগবান তথায় উপস্থিত হন, তিনি বুদ্ধ দর্শনে প্রীত হয়ে শাস্ত্রকে পুণ্যাসন দান করেন। সেই পুণ্যফলে সোপাক মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন।

পৌত্তম বৃন্দের সময় বণিককুলে জন্মগ্রহণ করে সোপাক নামে অভিহিত হন। চারমাস বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। কাকা তাঁকে লালন-পালন করেন নিজপুত্রের সাথে ঝগড়া করায় কাকা অত্যন্ত রাগান্বিত হন তখনি তাঁকে হাত-পা বেঁধে শ্রুশামে ফেলে দেয়া হয়। পারমীপূর্ণ বালাকের কেউ অনিষ্ট করল না। সে অর্ধরাত্রে বিলাপ করতে লাগল - 'আমার কী দুর্গতি? আমার সহায় কে হবে? আমাকে কে অন্ন দেবে? আমি তো একাকী বাঁধা অবস্থায় আছি'। তখন বৃন্দ প্রাণিদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। তিনি সোপাকের অর্ধতৃফলের বিষয় অবগত হয়ে নিজ দেহ হতে আলো প্রস্ফুট করলেন। স্মৃতি উৎপন্ন করে বললেনজ্ঞ 'সোপাক, এস, ভয় কর না। তথাগতকে দর্শন কর। ব্রহ্মমুক্ত চন্দের ন্যায় তোমাকে মুক্ত করব'।

বৃন্দের প্রভাবে বালাকের বন্ধন খুলে গেল। গাথা শ্রবণের পর স্রোতাপন্ন হয়ে জেতবনের গম্বুকুটিরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে ছেলেকে না দেখে তাঁর মা কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছুই জানে না উত্তর দিল। পরিশেষে মা বৃন্দের নিকট উপস্থিত হন তথাগত তাঁকে ধর্মোপদেশ দিলে স্রোতাপন্ন হলেন। মাকে ধর্মদেশনা করার সময় সোপাকও অর্ধতৃফল লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স সাত বছর। ভগবান তাঁকে উপসম্পদা দেয়ার ইচ্ছায় ভ্রান পরীক্ষা করার জন্য দশটি প্রশ্ন করেছিলেন সোপাক উত্তর প্রদানে বৃন্দকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সাত বছর বয়স্ক কুমারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বলে এ প্রশ্নগুলো 'কুমার পঞ্ছা' (কুমার প্রশ্ন) এবং শ্রামণেরকে প্রশ্ন করেছিল বলে 'সামণের পঞ্ছা' বা 'শ্রামণের প্রশ্ন' নামে অভিহিত। এখনও শ্রামণেরদেরকে এ প্রশ্নগুলো উত্তরসহ শিক্ষা করতে হয়।

সামর্থ্য

বৃন্দের আশ্বি প্রভাবে সোপাক বন্দনমুক্ত হয়ে শ্রুশান থেকে জেতবনের গম্বুকুটির বিহারে উপস্থিত হন। তখন বৃন্দ চংক্রমণ করছিলেন। সোপাক তাঁকে বন্ধনা করে বৃন্দের পেছনে পেছনে চংক্রমণ করতে লাগলেন। বৃন্দ তাঁকে দশটি প্রশ্ন করেন। সোপাক সুন্দর ও নির্ভীকভাবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। তথাগত তাতে সন্তুষ্ট হন। তৎপর তিস্কুসংঘের পরিষদে তিনি সোপাক শ্রামণের বিষয় বলতে গিয়ে অন্ন-অগ্ন্যধারির প্রদত্ত চীবর, শিঙা, শয্যাসন ও ঔষধপত্র দানের প্রশংসা করলেন। 'তিস্কু সোপাক ত্য পরিভোগ করছে, ওটাই তাদের মহালাভ।' - একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাতবছর বয়স্ক সোপাক উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন। এ জন্যই তাঁর অন্তিম দেহধারণ ছিল। অহো! নৈর্বাতিক ধর্মের কী প্রভাব।

খেরী গাথা

মন্দা খেরী

আতুরং অসুচিং পুতিং পসস নন্কে সমুসসং।

অসুভাং চিত্তং ভাবেহি একগুং সুসমাহিতং।

অনিমিত্তক ভাবেহি মাননুসংমুজ্জহ।

ততো মানাভিসময়া উপসত্তা চরিস্সসি।

শব্দার্থ

আতুরং - আতুর, রুগ্ন, শোথের কারণ; অসুচিং - অশুচি, অপবিত্র; পুতিং - পুতি, পচা; পসস - দেখ; সমুসসং - সুন্দর দেহ, শরীরপিণ্ড; অসুভাং - অসার, অশুভ; চিত্তং ভাবেহি - চিত্তকে (ধ্যানে) যগ্ন কর; একগুং - একপ্রঃ; সুসমাহিতং - সুসমাহিত; অনিমিত্ত - যা অস্বাভাবী পদার্থের ওপর নির্ভর করে না; মান - নিজের রূপ, শরীর, পদ ইত্যাদির অভিমান; উজ্জহ (উৎ + জহ) - পরিত্যাগ কর; উপসত্তা - উপলব্ধি করে; চরিস্সসি - বিচরণ করবে।

সারসর্ম

নন্দা তাঁর সৌন্দর্যের অহংকার করতেন। ভিক্ষুণী হয়েও তা তিনি পরিভ্রাণ করতে পারেননি। দেজন্য বৃন্দ তাঁকে ভৎসনা করতেন বলে তাঁর নিকটে যেতেন না। অর্থাৎ জ্ঞান লাভের উপযুক্ত ছিলেন। বৃন্দ মহা-প্রজ্ঞাতিকে আদেল দিলেন যে, সমস্ত ভিক্ষুণী যেন তাঁর নিকটে এসে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে। নন্দা নিজের পরিবর্তে অন্যজমকে পাঠালেন। তগবান প্রতিনিমি পাঠাতে নিষেধ করলেন। এক্ষণে বাধ্য হয়ে নন্দাকে আসতে হল। তগবান তাঁর অলৌকিক কমতাবলে এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের মূর্তি উপস্থাপিত করলেন। তাঁর বার্ষিক্য ও পরিণতি প্রদর্শন করে দেহের অসারতা দেখালেন। ঐ দৃশ্য নন্দার মর্মে আঘাত করল। বৃন্দ সেই সময় নন্দাকে সত্যোক্তন করে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা দুটি গাথার খেরী নিজেই রচনা করেন। দিয়ে তার অনুবাদ দেওয়া হল :

নন্দা! পুতি, অশুচি ও ব্যাধির এ দেহ-সমষ্টিকে অবলোকন কর। সুসমাহিত ও একপ্রা চিত্তে অনুভব
তাবনায় চিত্তকে নিরোজিত কর। অনিত্য, দুঃখ ও অন্যাত্মরূপ অনিমিত্তের ওপর চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করে
অহংভাব বিদূরিত কর। চিত্তকে সম্যকভাবে দমন করে শান্ত ও নির্মল অবস্থায় চিহ্নিত হও।

টীকা

নন্দা

তিনি বিংশস্রী বৃন্দের সময়ে বসুমতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন জনৈক ধনবান নাগরিক। নাম রাখা হয়েছিল অভিক্রূণ-নন্দা। ছোটকাল থেকে ধর্মে অনুরক্তা ছিলেন। বিংশস্রী বৃন্দ পরিমর্ষিত হলে নন্দা তাঁর স্মৃতি মন্দিরে রক্ত-খচিত একটি সোনার ছাত্তা দান করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি পৌত্তম্য বৃন্দের সময় কপিল্যবস্তু নগরে শাক্য খেমকের প্রধানা স্ত্রীর কন্যারূপে জন্ম নেন। সুন্দর দেহ গঠনের জন্য তাঁর নাম তখনও অভিক্রূণ নন্দা রাখা হয়।

স্বামীর সত্য দিন নন্দার ইস্পিত যুবক শাক্যকুমার চরভূক্তের মৃত্যু হয়। তাই তাঁর পিতামাতা তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করেন। তিনি ভিক্ষুণীসঙ্গে প্রবেশ করেও নিজ দেহ-সৌন্দর্য দেখে নিজেই মুগ্ধ হতেন। বৃন্দ জাগতিক অনিত্য-বিষয়ে দেশনা করতেন বলে তাঁর সজ্ঞা এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু তগবান জানতেন নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাণ্ডী।

পরে নন্দা বৃন্দের অলৌকিক শক্তিবলে পুতিগন্ধময় দেহের অসারতা উপলব্ধি করেন। বৃন্দের ধর্মদেশনাকালে নন্দা অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

খেরী গাথা

খেরীগাথা বুদ্ধক নিকায়ের নবম গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ৭৩ জন খেরী-র গাথা সংগৃহীত হয়েছে। তাতে খেরী-দের জীবন কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁদের রচিত গাথার সংখ্যা ৫২২। তাঁদের মধ্যে ২৩ জন সম্প্রান্তবংশীয় রাজপরিবারের বধু ও কন্যা, ১৩ জন শ্রেষ্ঠ বা বণিক সম্প্রদায়, ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ১৫ জন পতিতা নারী।

এ গ্রন্থে ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। তাঁরা আত্মশক্তিতে বশীমান ছিলেন। সমাজের বহু অবহেলিত নারীকে ধর্মে স্থান দেওয়া হয়েছিল। পুত্রহারা কৃশা সৌভমী; স্বামী পরিত্যক্তা ইসিদাসী, আত্মীয়-স্বজনহারা, পাগলিনীপ্রায় পটাচারা, গণিকা আম্রপালী প্রমুখ নারী ভিক্ষুণীসঙ্গে যোগদান করে আত্ম-পরহিতে অবদান রেখেছিলেন।

সেই যুগের সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নির্ণয় করার পক্ষে এই সংকলন গ্রন্থটির পুঙ্খ অপরিসীম। প্রাচীন ভারতীয়

সমাজ ব্যবস্থার অনেক তথ্য গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। গ্রন্থটিকে ভারতীয় গীতিকাব্য সাহিত্যে প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা-দীক্ষার আলোচনাও এতে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে।

এতে বৈষয়িক বর্ণনা বেশি থাকলেও ডিক্কাঁদের নির্বাণ-সাধনাও কম নেই। সংঘমধ্যে তাঁরা মর্যাদা পেতেন। মুক্তিলাভের আশাই ছিল তাঁদের সংসার ত্যাগের মূল উদ্দেশ্য।

সুভা খেরী

- ১। দহরাহং সুন্দরসনা ষং পুরে ধম্মসুগিঃ
তসুসা মে অপ্পমত্তাব সচ্চাতিসমবো অহু।
- ২। ভডো'হং সব্বকামেসু তুসং অরতিমজ্জংগং।
সচ্চাযমিঃ ভয়ং দিসা নেক্খমং য়েব পিহযো।
- ৩। হিত্তান'হং এয়াতিগণং দাসকম্বকরানি চ।
গামখেত্তানি য়ীতানি রমণীয়ে পয়োদিকে।
পহায'হং পব্বজিতা সাপত্তেয্যং অনপ্পকং।
- ৪। এযং সম্পায নিক্খম্ম সম্পন্নে সুপ্পবেদিতে।
ন মে ত্তং অস্স পত্তিরূপং অকিঞ্চএ'এয়ি পথাযো।
যা জাতরূপরজতং ঠপেত্তা পুনরাগমো।
- ৫। রজতং জাতরূপং বা ন বোধায ন সত্তযে।
ন এত্তং সমপসারূপ্পং ন এত্তং অরিযখনং।
- ৬। লোভনং মদনং চেতং মোহনং রজবডটনং।
সাসঙ্কং বহু আযাসং নখি চেখ ধুবং ঠিতি।
- ৭। এথরত্তা পমত্তা চ সংকিসিট্ঠমনা নরা।
অএ'এরমএ'এরেন ব্যাকলখ্যা পুখু'কু'বত্তি মেঘসং।
- ৮। বযো বপ্পো পরিকিলেসো জালি সোকপরিদবো
কামেসু অধিপনানং দিস্সতে ব্যাসলং বহুং।
- ৯। তং মএ'এয়াতী অমিত্তা ব কিং মং কামেসু যুজ্জথ।
জানাথ মং পব্বজিতং কামেসু ভয়দসু'সিনিং।
- ১০। ন হিরএ'এসুবপ্পেন পরিক্খীযত্তি আসবা
অমিত্তা বধকা কামা সপত্তা সত্তবাম্বনা।
- ১১। তং মএ'এয়াতী অমিত্তা ব কিং মং কামেসু যুজ্জথ।
জানাথ মং পব্বজিতং যুগুং সংঘাটিপারুতং।
- ১২। উত্তিট্ঠপিত্তো উধেয় চ পংসুকুলঙ্ক চীবরং।
এত্তং যো মম সারূপ্পমং অনগারূপনিস্সযো।

- ১৩। বজ্রা মহেশিনা কামা যে দিব্যে যে চ মানুসা।
খেমটটানে বিমুক্তা তে পত্তা তে অচলং সুখং॥
- ১৪। সাহং কামেহি সংগচ্ছিং বেসু তাণং ন বিজ্জতি।
অমিত্তা বধকা কামা অগ্গিক্খদুপমা সুক্খা॥
- ১৫। পরিপম্ভো এসো সভমো সবিঘাতো সাকটকো।
গেথো সুবিসমো চেসো মহন্তো মোহনামুখো॥
- ১৬। উপসম্পত্তো ভীমরূপো চ কামা সপ্পসিরূপমা
যে বালা অভিনন্দন্তি অম্বুদুতা গুথুজ্জনা॥
- ১৭। কামপজ্জসত্তা হি জনা বহু লোকে অবিন্দসু।
পরিষত্তং নাভিজানন্তি জাতিষা মরণসু চ॥
- ১৮। দুগ্গতিগমনং মগ্গং মনুসসা কামহেতুকং।
বহু বে পটিপজ্জন্তি অন্তনো রোগমাবহং॥
- ১৯। এবং অমিত্তজমনা তাপনা সংকিলেসিকা।
লোকামিসা বম্বনীয়া কামা মরণবম্বনা॥
- ২০। উম্মাদনা উলপ্পনা কামা চিত্তপম্বাথিনো।
সত্তানং সংকিলেসসাব খিপ্পং মারেন ওড়্‌ডিত্তং॥
- ২১। অনন্তাদীনবা কামা বহুদুক্খা মহাবিসা।
অপ্পসুসাদা ব্রণকরা সুক্কপক্খবিসোসনা॥
- ২২। সাহং এতাদিসং কত্তা ব্যসনং কামহেতুকং।
নতং পচাগমিসুসামি নিববানাভিরতা সদা॥
- ২৩। রণং করিত্তা কামানং সীতভাবাতিকজ্জিনী।
অপ্পমজ্জা বিহিসুসামি তেসং সংযোজনক্খযে॥
- ২৪। অসোকং বিরজং খেমং অরিযট্টজ্জিকং উজ্জং
তং মগ্গং অনুগচ্ছামি যেন তিণ্ণা মহেসিনো॥
- ২৫। ইমং পসুসথ ধম্মটটং সুভং কম্মারবীতরং।
অনেজং উপসম্পজ্জ ক্খম্মলহি ঝাযতি॥
- ২৬। অজ্জট্টমী পকজ্জিতা সদবা সম্পম্মসোঠণা।
বিনীতা উপলব্ভায ভেবিজ্জা মচচুহাযিনি॥
- ২৭। সাযং ভুজিসুনা অলণা শুক্খুণী ভাবিতিস্মিয়া।
সক্কযোগবিসংযুত্তা কতকিচ্চা অনাসবা॥
- ২৮। তং সেকো দেবসজ্জেন উপসংগম্ম ইন্দিয়া
নমস্‌সন্তি ভূতপতি সুভং কম্মার ধীতরং॥

পদার্থ

দহরাইং - তরুণ বয়সে; সুখবসনা - নির্মল বস্ত্র; ধর্ম্যসুগিৎ - ধর্মোপদেশ শুনলাম; তসসা - সেদিন; অপ্পমত্তায় অপ্রমত্তভাবে; সন্ধাতিসমযো - সত্যের প্রকৃত জ্ঞান; অল্প - লাভ করেছিলাম; ভতোহং - সেদিন থেকে; সর্বকামেসু - সর্বপ্রকার ভোগসুখে; অরতিমজ্জবণং - অনাসক্তি জন্মাল; সন্ধায়সিং - সংকাস্ত্রে; ভয়ং দিচ্চা - ভয় দেখে; নেক্ষমং - পরিত্যাগ; জ্ঞাতিগণং - জ্ঞাতিগণ; গামখেতানি - গ্রামের ক্ষেত; কন্মকারা - কর্মকারগণ; পহাযহং - নিষ্ক্ষেপ করে; পক্কজিতা - প্রব্রজিত হলাম; সাপতেয্যং - ঐশ্বর্য; ধন-সম্পদ; অনপ্পকং (ন + অপ্পকং) বিশাল; এবং সদধাষ - পূর্ণ শ্রাদ্ধ; সদধম্মে সুপ্পবেদিতে - সম্ব্বর্ষে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে; বা - যোগুলো; জাতরুপরজতং - সোনা-রূপা; ঠেপেত্ভা - রেখে; পুনরায়গমে - পুনরায় আসতে পারি না; ন বোধায় - বোধিত নয়; ন সত্তম্বে - শান্তিতে নেই; আক্কিঞ্চএএং - কিছুই না; সমণসরুপ্পং - শ্রমণের উপযুক্ত; অবিযথনং - আর্থধন; রজ্জবজ্জটনং - কামের জনক; সাসক্কং - আশঙ্কা; নবি ঠিত্তি - স্থিতি নেই; সৎকিলিট্টমনা - জেগলালায়িত; অএংএমএং - পরস্পর; ব্যাক্কন্না - বিরুদ্ধ; মেধগং - শত্রুতা; পরিকিলিসা - পরিক্রোধ, নির্বাতন; সোকেপ্পরিদ্ধবো - শোক ও বিলাপ; অধিপ্পনানং - অমজ্জাল, ক্ষতিকর; দিসসত্তে - দর্শন করে; হিরএংএরসুবল্লেন - হিরণ্য ও স্বর্ণ দ্বারা; পরিক্কীযন্তি - বিনষ্ট হয় না। সপত্তা - শত্রুগণ; সলাহক্কন্না - শৈল্যবিন্দু, শরবিন্দু; সংঘাটিপাট্টজং - গীতবসনা; সংঘাটি পরিহিত; পসুসুজ্জল চীবরং - ধূলিমালা চীবর; অনাগারুপনিসসম্বো - গৃহহীন জীবন; মহেসিনা - মহর্ষিগণ, মহাপুরুষগণ; অচলং - নিরবচ্ছিন্ন; মাংহং - সংকল্পিত; আমি লিপ্ত নই; ন বিজ্জতি - পরিত্রাণ নেই; অগগিক্কখুপ্পমা - অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়; সব্বিঘাতো - বিরক্তিকর; উপসগ্গং - উপসর্গ; সপ্পসিরুপ্পমা - সর্পের ন্যায়; পুখুজ্জনা - পৃথকজন, অজ্ঞানাম্ব; কামহেতুং - ভোগতৃষ্ণা; পটিপজ্জন্তি - নিজেই উৎপন্ন হয়, রণং করিত্ভা - সংগ্রাম করে; সংযোজনক্খম্বে - সংযোজন ছিন্তা করে, শৃম্ববল ছেদন করে; বাযতি - ধ্যান করে; তেবিজ্জা - ত্রিবিদ্যা, সজ্জা - ইন্দ্র।

সারমর্ম

শুভা তরুণ বয়সে একদিন নির্মল বস্ত্র পরিধান করে ধর্মশ্রবণ করেছিলেন। সেদিনই তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ঐদিন থেকে ভোগসুখে অনাসক্ত হলেন। দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন। দাস-দাসী, জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। সুবিশাল ঐশ্বর্য পেছনে পড়ে রইল।

তিনি শ্রাদ্ধ সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। তাই স্বর্ণ, রৌপ্য, ভোগ্যবস্তুসমূহের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকতে পারে না। এগুলো শ্রমণের উপযুক্ত নয়। মোহ ও কামের জনক। এগুলো স্থিতিহীন, আশঙ্কা ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। প্রমত্ত ব্যক্তির এতে আসক্ত হয়ে পরস্পর শত্রুতা করে।

হত্যা, বঞ্চন, নির্বাতন, বিভ্রাণ, শোক, বিলাপই কামাসক্ত মানুষের পরিণতি। তবু তাঁর জ্ঞাতিগণ পুনরায় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। ভোগতৃষ্ণা ত নির্দয়, প্রাণনাশী শত্রু। মানুষকে শরবিন্দু করে। জ্ঞাতিগণ জেনে রাখ, শুভা এখন মুড়িত মস্তক, গীতবসনা, প্রব্রজিতা এক ভিক্ষুণী।

তিনি পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে লিপ্ত নন। সংসার ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়। কষ্টকাঙ্ক্ষী, দুর্গম গহ্বর বিশেষ। যারা অজ্ঞানাম্ব ও আসক্তিকুণ্ড তাদের কাছেই সংসার প্রীতিপ্ৰদ। ভোগতৃষ্ণাই দুর্গতির কারণ। তা মানুষকে পার্থিব প্রলোভনেই রাখে। তৃষ্ণা থেকেই উন্মত্ততা ও প্রলাপের উৎপত্তি। অনন্ত দুর্দশার কারণ। মানবজীবনের আলোর শোষণকারী।

তিনি এতদূর অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার ধ্বংস অবশ্য করবেন। নির্বাণের অনুসরণই তাঁর আনন্দ। এখন পরম শান্তি নির্বাণের অপেক্ষায় আছেন। যে মার্গে শোক নেই, নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণীয়, মহর্ষিরা যদ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি সেই আর্থ-অস্টাভিক মার্গই অনুসরণ করছেন।

পরবর্তী তিনটি গাথা বৃন্দভাষিত। শুভার দীক্ষার অষ্টম দিনে তিনি অর্হতফল লাভ করলে বৃন্দ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে

বলেছিলেন যার মমার্থ নিম্নরূপ :

যেদিন শূভা শ্রম্ভাবতী হয়ে প্রব্রজিতা হন, সেই থেকে অষ্টম দিনে উৎপলবর্ণী কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে অর্হতুফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ত্রিবিদ্যায় সিন্ধু; মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি মুক্ত, অশ্বাঙ্গী ও সর্ববন্দন ছিন্ন। তাঁর সমুদয় কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে; তিনি অশাস্ত্র।

টীকা

শূভা

জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্য সঞ্চয় করে ইনি সৌভাগ্য বৃন্দেবর সময় রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শূভা ছিলেন একজন ধনী স্বর্ণকার। অতীব সুন্দরী ছিলেন বলে কন্যার নাম রাখা হয় 'শূভা'। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শূভা বৃন্দেবর উপদেশ শুলে স্রোতাপন্থা হন। পরবর্তীকালে তিনি গৃহত্যাগ করে মহাপ্রজাপতির নিকট প্রব্রজিতা হন।

আত্মীয়বর্গ তাঁকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাদের সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবৃত করে উপদেশ দান করেন। অহর্ভূত প্রাপ্তির পর তিনি তাঁর গৃহীজীবনও অনাগারিক জীবনের বিমুক্তির বিষয় বোষণা করেন। তাঁর বর্ণিত সেই বিষয় গাথাকারে খেরী গাথায় সংকলিত হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। মালুজ্জাপুত্তো খেরীর গাথাগুলোর সারাংশ লিপিবদ্ধ কর।
- ২। 'তগ্গহায় মুলং ষণ্ণ উসীরেখো'ব বীরণং'। উক্ত গাথাংশে তুচ্ছকে বীরণ তুণের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? মালুজ্জাপুত্তো খেরী-র গাথাগুলোর আলোকে গাথাংশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান কর।
- ৩। খেরী গাথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।
- ৪। সোপাকো খেরীর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ৫। নন্দা খেরীর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে বৃন্দ দেশিত অনিত্য গাথাটির ভাবার্থ লেখ।
- ৬। খেরী গাথার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- ৭। শূভা খেরীর গাথাগুলোর সারমর্ম লেখ।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। জ্ঞাতিগণ মালুজ্জাপুত্তো খেরীকে সংসারে ফিরে যাবার জন্য কিভাবে প্রলুব্ধ করেছিলেন?
- ২। সোপাকো খেরী কে ছিলেন?
- ৩। সোপাকো খেরীর গৃহীজীবনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা সংক্ষেপে লেখ।
- ৪। খেরী নন্দা কিসের অহংকার করেছিলেন? তিনি বৃন্দেবর নিকট যেতে চাইতেন না কেন?
- ৫। খেরী শূভা কে ছিলেন? বৃন্দ তাঁকে কীভাবে প্রশংসা করেছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

মা বো মলং'ব ————— মারো ভজ্জি —————,
করোথ ————— বৃন্দবচনং ————— বো মা উপজগা।
ততো পএহে ————— মং পএহানং ————— বিদ্,
অজ্জশী চ ————— চ ব্যাকাসিং ————— অহং।

৯. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির অর্হং মার্গরূপ প্রজ্ঞাকোমাল দিয়ে কী ছেপন করেন?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক. ভূগরাশি | খ. যুক্তিকারাশি |
| গ. ক্লেশারাশি | ঘ. বৃক্ষরাজি |

২। খের পাখার কতজন খের-র পাখা সংকলিত হয়েছে?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ২৬৩ | খ. ২৬৪ |
| গ. ২৬৫ | ঘ. ২৬৬ |

৩। বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে কে মহাঅশ্বিনমান ছিলেন?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. আনন্দ | খ. উপালি |
| গ. সারিপুত্ত | ঘ. মৌদগল্যায়ন |

৪। 'কোবিদো' শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক. পারদর্শী | খ. অর্থদর্শী |
| গ. অন্তদর্শী | ঘ. কায়ানুদর্শী |

৫। সোপাকো খেরো কত বছর বয়সে অর্হক প্রাপ্ত হন?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. দশ | খ. বিশ |
| গ. ত্রিশ | ঘ. চল্লিশ |

৬। নন্দা খেরী কিসের অংকায় করতেন?

- | | |
|---------------|-------------------|
| ক. খনের | খ. বিদ্যার |
| গ. সৌন্দর্যের | ঘ. স্বর্ণ-রৌপ্যের |

৭। খেরী পাখার কতজন খেরী-র পাখা সংগৃহীত আছে?

- | | |
|-------|-------|
| ক. ৭২ | খ. ৭৩ |
| গ. ৭৪ | ঘ. ৭৫ |

৮। 'সেধগং' বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|------------|------------|
| ক. মিত্রতা | খ. মলিনতা |
| গ. শত্রুতা | ঘ. তিক্ততা |

সপ্তম অধ্যায়

গ. ব্যাকরণ

সংজ্ঞা

১. যে শাস্ত্রে কোন ভাষা বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে শাস্ত্রকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে।
২. দেশ ভেদে ভাষা নানা প্রকার। যথা- পালি, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, সংস্কৃত ইত্যাদি। বুদ্ধ যে ভাষার তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন, তার নাম পালিভাষা।
৩. যে পুস্তক পাঠ করলে পালিভাষা শুদ্ধ করে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় এবং ভাষা সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বা জ্ঞান জন্মে তাকে পালি ব্যাকরণ বলে।

পালি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক

পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক গভীর। পালিভাষা দীর্ঘদিন ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল। বাংলাভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে পালিভাষার জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। বিশেষত বাংলাভাষার ক্রম বিকাশের ধারা, ধ্বনি, শব্দগুচ্ছ, বাগধারা প্রকৃতি পালিভাষাও সাহিত্যের বিবর্তনের সঞ্চে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষাই প্রাচীন বাংলাভাষা।

এক হাজার বছর আগে বাংলাভাষার উদ্ভব হয় প্রাকৃতভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের ভাষায় রূপ নেয়। তার পরবর্তী রূপ অপভ্রংশ। এর পূর্ববর্তী রূপ মাগধী। মাগধীভাষা পরিশীলিত হয়ে পালিভাষা নামধারণ করে বিশাল পালিসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ পালিভাষার ধ্বনি কখনও সোজাসুজি, কখনো প্রাকৃতের মধ্যমে বাংলাভাষায় পরিণত হয়েছে। যেমন- কম্ব > কর্ম; হথ > হস্ত > হাত; ভত্ত > ভাত; অম্ব > আম্র > আম; ঝণে ঝণে > ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি।

সন্ধি

দুই বর্ণ পরস্পর মিলিত হলে ঐ মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধি তিন প্রকার যথা : সরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও নিগূহিত বা অনুস্বার সন্ধি।

১। সরসন্ধি

স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণে মিলে যে সন্ধি হয় তাকে সরসন্ধি বলে। যথা : নোহি + এতং = নোহেতং; কো + অসি = কোসি

২। ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে মিলে যে সন্ধি হয় তার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি। যথা : মচ্ছুনো + পদং = মচ্ছুনোপদং; মুনি + চরে = মুনীচরে।

৩। নিগূহিত বা অনুস্বার সন্ধি

নিগূহিত বা অনুস্বারের সাথে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয় তাকে নিগূহিত বা অনুস্বার সন্ধি বলে। যথা : সচচং + চ = সচচঞ্চ; তং + পি = তম্পি।

সন্ধির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ

স্বর সন্ধি

১। সরা-সরে লোপ

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বস্বর লুপ্ত হয়। যথা- এক + উন = একুন; পঞ্চ + ইন্দ্রিয়ানি = পঞ্চিন্দ্রিয়ানি; অর্থ + এব = অর্থিব; পঞ্চ + ওদন = পঞ্চোদন; সম্বা + ইধ = সম্বীধ; বৃক্ষ + উপপাদো = বৃক্ষোপপাদো; ন + এব = নেব; পন + এতং = পনেতং।

২। বা পরো অসঙ্গুপা

পরস্পর সন্ধিহিত স্বরবর্ণ যদি একরূপ হয় তাহলে পরবর্তী স্বরবর্ণ লোপ পায়। যথা- হুতা + অপি = হুতাপি; মিলী + ইব = মিলীব; চত্বারো + ইমে = চত্বারোমে; ইতি + অপি = ইতিপি; তে + অপি = তেপি।

৩। কৃতা সবলু লুপ্ত

পূর্বের স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পরের স্বর কখনও কখনও অসমান প্রাপ্ত হয়। ই, ঈ, স্থানে এ কার এবং উ, ঊ স্থানে ওকার হয়। যথা- বৃক্ষস্ + ইব = বৃক্ষস্বেব; যত্র + ইসি = যত্রিসি; যথা + ইদকং = যথোদকং; ন + উপোতি = নোপতি; চন্দ + উদয = চন্দোদযো।

৪। দীর্ঘ

পূর্বের স্বর লুপ্ত হলে পরের স্বর কৃচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা- তত্র + অহং = তত্রাহং; চ + উভযং = চুভযং; তথা + উপমং = তথুপমং; বানি + ইধ = বানীধ; সচে + অহং = সচাহং; কিঞ্চি + অপি = কিঞ্চাপি।

৫। পূর্বো চ

পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা- কিংসু + ইধ = কিংসুধং; সাধু + ইতি = সাধুতি; ন + অহং = নাহং; দস্‌সামি + ইতি = দস্‌সামীতি; ব্রু + ইতি = ব্রুীতি।

৬। বহুদন্তসূনা দেসো

অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত 'এ' কারের স্থানে কৃচিৎ 'য'-কার আদেশ হয়। যথা- তে + অহং = ত্রাহং; তে + অধু = ত্রাধু; তে + অজ্জ = ত্রাজ্জ; যে + অঘং = ত্রাঘং; তে + অসয + ত্রাসয; অগ্নি + আগারে = অগ্ন্যাগারে।

৭। ইকল্লো বং ন বা

ই-বর্ণ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই-বর্ণের স্থানে কখনও কখনও য আদেশ হয়। যথা- ইতি + এতং = ইত্যেতং = ইত্বেতং; ইতি + আদি = ইত্যাди = ইচ্চাদি; বৃন্তি + অস্ = বৃন্ত্যস্; পতি + অন্তং = পত্যন্তং = পচ্চন্তং; বিত্তি + অনুভূয়াতে = বিত্তনুভূয়াতে; বি + আপাদ = ব্যাপাদং; বি + অঞ্জমং = ব্যঞ্জমং; বি + আকতো = ব্যাকতো।

৮। বয়োদুদন্তানং

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত ও-কার ও ঊ-কারের স্থানে কৃচিৎ ব আদেশ হয়। যথা- সো + অস্ = স্‌স্; খো + অস্ = খ্‌স্; অনু + এতি = অনুতি; বহু + আব্যাধো = বহুবাধ্যো; সু + আগতং = স্বাগতং; সো + অহং = স্বাহং; সো + অস্ = স্‌স্।

৯। দো ধস্‌স চ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে ধ এর স্থানে কৃচিৎ দ আদেশ হয়। যথা- ইম + অহং = ইদাহং, ইধ + ভিক্ষবে = ইদতিভ্বে।

১০। সন্বেচাচি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী তি-কারের স্থানে চ আদেশ হয়। যথা- ইতি + অস্ = ইতাস্; পতি + অস্ত্ = পচাস্ত্; পতি + আগমি = পচাগমি; অতি + আসন্ = অচাসন্; অতি + উন্থ = অচন্থ; জাতি + অশ্বে = জচশ্বে।

১১। এবাদিস্‌সি পুবেশা রসুসো

স্বরবর্ণের পর এব থাকলে 'এ'-র স্থানে বিকল্পে সি আদেশ হয় এবং পূর্বের স্বর হ্রস্ব হয়। যথা - যথা + এব = যথরিব; তথা + এব = তথরিব; সা + এব = সরিব।

১২। য-ব-ম-দ-ন-ভ-র-ল-টা-গমা।

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে কখনও কখনও উভয় স্বরবর্ণের মধ্যে য ব ম দ ন ভ র ল এই ব্যঞ্জন বর্ণের আগম হয়। যথা :

য আগমে : যথা + ইদং = যথযিদং; ন + ইমস্ = নযিমস্; পরি + ওসানং = পরিযোসানং; ন + ইদং = নযিদং; পরি + অস্ত্ = পরিযস্ত্; পরি + এসতি = পরিযেসতি।

ব আগমে : তি + অজ্জিকং = তিবজ্জিকং; প + উচতি = পবুচতি

ম আগমে : লহ্ + এসসতি = লহ্মেসসতি; কস্মা + ইব = কস্মামিব; একং + একং = একমেকং; ইধ + আহ = ইধমাহ।

দ আগমে : অস্ত্ + অথং = অস্তদথং; সম্ + অঞ্ঞা = সম্দঞ্ঞা; যাব + এব = যাবদেব; তাব + এব = তাবদেব; য + অথং = যদথং; কিঞ্চি + এব = কিঞ্চিদেব, অহ্ + এব = অহদেব

ন আগমে : ইতো + আযাতি = ইতেনাযাতি; চিরং + আযাতি = চিরেনাযাতি।

ত আগমে : অজ্জ + অগ্গে = অজ্জতগ্গে; তস্মা + ইহ = তস্মাতিহ; যস্মা + ইহ = যস্মাতিহ।

ক আগমে : নি + অন্তরং = নিরন্তরং; সন্নি + এব = নি + উত্তরো = নিরুত্তরো; নি + উপকরো = নিরুপকরো; দু + অতিকরো = দুতিকরো; দু + আগতং = দুরাগতং; পাত্ + অহেসি = পাতুরহেসি; পুন + এব = পুনরেব; ধি + অথু = ধিরথু; পুন + এতি = পুনরেতি; সাসপো + ইব = সাসপোরিব; পাত + আসো = পাতরাসো।

ল আগমে : হ্ + অভিঞ্ঞা = হ্লাভিঞ্ঞা; হ্ + আযতনং = হ্লাযতনং।

১৩। অবভা অতি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'অতি' উপসর্গের স্থানে 'অবভ' আদেশ হয়। যথা - অতি + উগ্গতো = অবভুগ্গতো; অতি + উদীরিতং = অবভূদীরিতং; অতি + ওকাসো = অবভোকাসো।

১৪। অজ্জবো অধি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে অধি উপসর্গের স্থানে অজ্জব আদেশ হয়। যথা - অধি + অভাসি = অজ্জভাসি; অধি + ওকাসো = অজ্জবোকাসো; অধি + আগমা = অজ্জবাগমা; অধি + উপগতো = অজ্জবুপগতো; অধি + আসয = অজ্জবাসয; অধি + উপেতি = অজ্জবুপেতি

১৫। পাস্‌স চন্তো রস্‌স

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'পা' শব্দের পরে স আদেশ হয় এবং পা শব্দের অন্তঃস্বর হ্রস্ব হয়। যথা - পা + এব = পশেব।

১৬। গো সরে পুথস্‌সাগমো কুটি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পুথ শব্দের অন্তে কখনও কখনও গ আগম হয়। যথা - পুথ + এব = পুথসেব।

১৭। ইবু বগ্না ঝনা। ঝালাং ইখুবা সরে বা

অসদৃশ স্রবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও ই-বর্ণ স্থানে 'ই' এবং উ-বর্ণের স্থানে 'উ' আদেশ হয়। যথা - তি + অসৎ = তিযসৎ; পঞ্চমী + অস্তং = পঞ্চমীযসৎ; তি + অস্তং = তিযসৎ; পুণ্ + আসনে = পুণ্‌বাসনে; সন্তমী + অথে = সন্তমীযথে।

১৮। ও সরে চ

স্রবর্ণ পরে থাকলে 'গো' শব্দের ও-কারের স্থানে অব আদেশ হয়। যথা - গো + অজিনং = গবাজিনং; গো + এসকং = গবেলকং।

১৯। অতিস্ চন্তস্

ই বর্ণ পরে থাকলে 'অতি', 'ইতি' এবং 'পতি' শব্দের তি-কারের স্থানে চ-কার আদেশ হয় না। যথা - অতি + ইতো = অতীতো; অতি + ঈরিতং = অতীরিতং; ইতি + ইতি = ইতীতি; পতি + ইতো = পতীতো।

২০। ডেন বা ইবগ্নে

ই বর্ণ পরে থাকলে 'অভি' এবং 'অধি' শব্দের স্থানে কখনও কখনও যথাক্রমে 'অব্ভ' এবং 'অজ্জ্বা' আদেশ হয় না।

যথাক্রমে অভি + ইজ্জ্বিতং = অবিজ্জ্বিতং; অধি + ঈরিতং = অধীরিতং।

ব্যঞ্জন সন্ধি

১। সরা ব্যঞ্জে দীঘং

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কৃচিৎ পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা- দু + রকথং = দূরকথং; সম্ম + ধম্মং = সম্মধম্মং; বন্তি + বলং = বন্তীবলং; জাযতি + ভবং = জাযতীভবং; উজ্জু + চ = উজ্জুচ।

২। রস্‌সং

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বের স্র কখনও কখনও রস্‌ হয়। যথা- ভোবাদী + নাম = ভোবাদিনাম; ভাবী + গুণেন = ভাবিগুণেন; পরা + কমো = পরকমো; আ + সাদো = অস্‌সাদো; পুস্সলা + ধম্মা = পুস্সলধম্মা।

৩। পরষেভাবো ঠানে

স্রবর্ণের পরস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ কখনও কখনও দ্বিত্ব হয়। যথা- প + গহো = পগ্‌গহো; ইধ + পমাদো = ইদপ্পমাদো; বিজ্জু + লতা = বিজ্জুলতা; নি + গতং = নিগ্‌গতং; নানা + পকারেহি = নানাপকারেহি; জাতি + সর = জাতিসর; বি + ভন্তো = বিবন্তো; প + বজ্জং = পবজ্জং; চত্ + দসো = চত্‌দসো; দু + সীলো = দুস্‌সীলো; অ + পমাদো = অপ্পমাদো; বি + এগ্নং = বিএগ্‌গ্নং; বহ + সুতো = বহস্‌সুতো; সীল + বত্তং = সীলবত্তং; পুন + পুন = পুনপ্পুনং।

৪। লোগগ্‌ অ্যাকারো

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কৃচিৎ 'সো' এবং 'এসো' শব্দের ও-কার স্থানে অ-কার হয়, এবং কখনও কখনও পূর্বস্থিত অকার স্থানে উকার ও-কার স্থানে ওকার হয়। যথা - এসো + খো = এস খো; সো + গচ্ছং = স গচ্ছং; সো + সীলবা = স সীলবা; সো + ভিক্কু = স ভিক্কু; জানেম + তং = জানেমুতং; নু + ত্তং = নোত্‌তং।

৫। য়োঁ য়োসাঁ য়োসানং ভিত্তি - পঠমা

ষরবর্ণের পরস্থিত বর্গীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সাথে সেই বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হয়। যথা- নি + য়োসো = নিগ্‌যোসো; পঠম + য়ানং = পঠমজ্‌যানং; অতি + য়ার্যতি = অতিজ্‌যার্যতি; বিং + য়ংসেতি = বিম্‌যংসেতি; মহা + য়নো = মহম্‌যনো; পঞ্চ + য়ম্বা = পঞ্চক্‌যম্বা; বোধি + য়ায়া = বোধিচ্‌যায়া; নি + ঠিত্তং = নিট্‌ঠিত্তং।

৬। ও-অবস্‌স

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও ওকার আদেশ হয়। যথা- অব + কামো = ওকামো; অব + নম্বা = ওনম্বা; অব + বদতি = ওবদতি; অব + সানং = ওসানং।

৭। এত্‌সমো লোপে

বিকল্পিত লোপ হলে মন গণাদি শব্দের অন্ত্য অ-কার স্থানে ও কার হয়। যথা - মন + মযং = মনোমযং; মন + সেট্‌ঠো = মনোসেট্‌ঠো; অহ + রত্তং = অহোরত্তং; তম + নুদো = তমোনুদো; অয + পত্তো = অযোপত্তো; তপ + ধনো = তপোধনো; বায়ু + ধাতু = বায়োধাতু; তেজ + কসিনং = তেজোকসিনং; বহ + গতো = বহোগতো।

৮। কুচি ও ব্যঞ্জে

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অতিস্প' এবং 'পর' শব্দের পর ওকার জগম হয়। যথা - অতিস্প + খো = অতিস্পগোখো; পর + গতং = পরোগতং; পর + সহস্‌সং = পরোসহস্‌সং।

৯। যবন্তং ড-ল-ল-সক্সানং ব্যঞ্জনানি চ-ল-এ-জ-কারন্তং।

ই বর্ণের স্থানে যকার আদেশ হলে শব্দের অন্ত্য তা ল্য না এবং দা স্থানে কুচিৎ যথাক্রমে চ ল এ ও জ আদেশ হয় এবং এদের দ্বিত্ব হয়। যথা- জাতি + অম্বো = জচ্‌ম্বো; বিপলি + আসো = বিপল্যাসো; যদি + এবং = যচ্‌জ্‌বং; অপি + একচে = অপ্‌কে।

১০। কুচি পটি পতিস্‌স

ষরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'পতি' শব্দের কুচিৎ 'পটি' আদেশ হয়। যথা- পতি + হএৎ‌এতি = পটিহএৎ‌এতি।

১১। অবিকল্পিতপদে ব্যঞ্জে চ

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও উকার আদেশ হয়। যথা- অব + গতে = উগপতে; অব + গচ্‌তি = উগপচ্‌তি; অব + গহেত্তো = উগ্‌গহেত্তো।

নিগ্‌গহীত বা অনুসার সন্ধি

১। বগ্‌গন্তং বা বগ্‌গে

বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে অনুসারের স্থানে বিকল্পে বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা- তং + এগ্‌গং = তৎ‌গ্‌গং; তং + ঠানং = তট্‌ঠানং; কিং + কতো = কিচ্‌কতো; সৎ + জাতো = সজ্‌জাতো; জুতিং + ধরো = জুতিনধরো।

২। সৎ‌ চ

অনুসারের পর য থাকলে অনুসার এবং অন্ত্যস্থ য উভয়ে মিলে এৎ‌এ হয়। যথা- সৎ + যোগ = সৎ‌গ্‌যোগ; বিসৎ + যোগ = বিসৎ‌গ্‌যোগ; যৎ + দেব = যৎ‌গ্‌দেব; সৎ + যতো = সৎ‌গ্‌যতো।

৩। নিগ্গহীতক

স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিৎ নিগ্গহীত আগম হয়। যথা- চক্খু + উদপাদি = চক্খুং উদপাদি; অব + সিরো = অবঃসিরো; অনু + থুলানি = অনুংথুলানি; পূব + গমা = পূবঃগমা।

৪। কুচি লোপ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও নিগ্গহীতের লোপ হয়। যথা- বিদূনং + অগ্গং = বিদূনগ্গং; ভাসং + অহং = ভাসাহং।

কথং + অহং = কথাহং; কিং + অহং = ক্যাহং।

৫। ব্যঞ্জে চ

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিৎ অনুস্বারের লোপ হয়। যথা- বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং; অরিয়সচ্চানং + দস্‌সনং = অরিয়সচ্চানদস্‌সনং; অবিসং + হারো = অবিসাহারো।

৬। শরো বা স্বরো

কখনও কখনও নিগ্গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা- চক্খং + ইব = চক্খংব; বীজং + ইব = বীজংব, কিং + ইতি = কিত্তি; দাতুং + অপি = দাতুম্‌পি; ত্বং + অসি = ত্বংসি।

৭। ব্যঞ্জে চ বিসঞ্জে গো

নিগ্গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথমটাও লুপ্ত হয়। যথা- এবং + অসস = এবংস; পুপ্‌ফং + অসসা = পুপ্‌ফংসা; পুতং + অসসা = পুতংসা।

৮। মদসরে

স্বরবর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে য-কার এবং দ-কার আদেশ হয়। যথা- তং + অহং = তমহং; যং + আহং = যমাহং; কিং + এতং = কমেতং; যং + অনিচ্ছং = যদনিচ্ছং; এতং + অবোচ = এতদবোচ; এবং + অসস = এবমসস।

৯। অনুপদিষ্টানং বৃত্তযোজ্যে

উপসর্গ, নিপাতাদির যোগে যে সকল সন্ধি পূর্বে বর্ণিত হয়নি, সেই স্বর, ব্যঞ্জন ও অনুস্বার সন্ধির সূত্রানুসারে তাদের রূপসিদ্ধি দেখানো হল।

১. **স্বর সন্ধিতে** - প + অজ্ঞানং = পাজ্ঞানং; পর + আসনং = পরাসনং; উপা + আগতো = উপাগতো; অধি + আসবো = অজ্জবাসবো; ধী + অতিক্রমো = ধীতিক্রমো।
২. **ব্যঞ্জন সন্ধিতে** - পরি + গহো = পরিগহো; নি + ঋমতি = নিক্‌ষমতি; নি + কসাবো = নিক্‌সাবো; দু + ভিক্‌ষং = দুবিভক্‌ষং; সু + গহো = সুগহো।
৩. **অনুস্বার সন্ধিতে** - সং + দিট্‌ঠং = সন্দিট্‌ঠং; নি + গতং = নিগ্‌গতং।

১০। অং ব্যঞ্জে নিগ্গহীত

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের কুচিৎ লোপ হয় না। যথা- এবং + বুভে = এবংবুভে, তং + সাধু = তংসাধু

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ২। সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।
- ৩। নিম্নের সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও :
সরাসরে লোপং; বা পরো অসরূপা; কৃচা সবগ্নং লুপ্তে; বামোদুদন্তানং; সর্বেবাচন্তি, পরদ্বৈভাবো ঠানে;
লোপক্ষ তত্রাকারো; বগ্নশে ঘোসা-ঘোমানং ততিয-পঠমা; পুথুস্ ব্যজ্ঞনে; নিগ্নগহীতক্ষ; মদাসরে।
- ৪। সন্ধি কর :
পঙ্কোদনং; মোসেতি; সাধুতি; পচন্তং; যাবদেব; পাতরাসো; বিজুলতা; ওবদতি; পরোগতং;
সঞ্জেগ্নং; তম্হং।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। পালি ব্যাকরণ কাকে বলে?
- ২। পালিভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় আগত পাঁচটি শব্দের উদাহরণ দাও।
- ৩। নিগ্নগহীত সন্ধি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ লেখ।
- ৪। লোপক্ষ তত্রাকারো কোন সন্ধির অন্তর্গত সংজ্ঞা? তিনটি উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও :

- ১। পালিতে সন্ধি কত প্রকার?

ক. তিন	খ. চার
গ. পাঁচ	ঘ. ছয়

- ২। অরসন্ধির উদাহরণ কোনটি?

ক. দুসসীলো	খ. ওকাযো
গ. পরোগতং	ঘ. সাধুতি

- ৩। ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ কোনটি?

ক. পনেতং	খ. পববজং
গ. নিগ্নগতং	ঘ. ক্যাহং

- ৪। পরবর্তী অরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের অর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। -এটির সংজ্ঞা কোনটি?

ক. কৃচা সবগ্নং লুপ্তে	খ. দীঘং
গ. পববচ	ঘ. নো ধস্ স চ

লিঙ্গ

যে বিশেষ্য পদ দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ-মপুংসক পার্থক্য করা যায় তার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ - খাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তি বর্জিত হয়। পালিতে লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা - পুংলিঙ্গ, ইধি লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ) ও মপুংসক লিঙ্গ।

১। যেসব শব্দ পুরুষ জাতি বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যথা- কুমারো, শিভা ইত্যাদি।

২। যেসব শব্দে স্ত্রী জাতি বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যথা- মাতা, কুমারী, কএংএয়া ইত্যাদি।

৩। যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কোনটাই বোঝায় না তার নাম ক্লীব লিঙ্গ। যেমন- ফল, বারি, বন ইত্যাদি।

নিম্নে লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলঃ

ক. আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
খন্তিয়ো (কত্রিয়)	খন্তিয়া
মানুস (মানুষ)	মানুসা
অসস (অশ্ব)	অসসা
কণিট্ঠ (কনিষ্ঠ)	কণিট্ঠা

খ. অ-কারান্ত শব্দের উত্তর কোন কোন ক্ষেত্রে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মাগব	মাগবী
সুন্দর	সুন্দরী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
দেব	দেবী

গ. কতকগুলো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'নী' প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মালী	মালিনী
দত্তী	দত্তিনী
তপসসী	তপসসিনী
মেধাবী	মেধাবিনী

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণ

১। যা দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে। যথা- ধবলো গো।

২। সাধারণত বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি হয়, বিশেষণের ও সেই লিঙ্গ, সেই বচন ও সেই বিভক্তি হয়। যথা- সুন্দরো দারকো; সুন্দরী দারিকা, সুন্দরং ফলং।

৩। কতকগুলো বিশেষণের কখনও কখনও বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তির পরিবর্তন হয় না। যেমন- সতং দারকা; বীসতি চিত্তানি- একশতজন বালক, বিশ প্রকার চিত্ত।

৪। বিধেয় বিশেষণের লিঙ্গ কখনও কখনও উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হয় না। যথা- গুণা পম্মাণং; পম্মাদো মচ্ছুনো পদং গুণন্তলোই প্রমাণং; প্রমাদ মৃত্যুর পথ।

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণের তারতম্য বোঝাতে পালিতে বেশ কিছু নিয়ম আছে। দুই পদের মধ্যে তুলনা বোঝাতে বিশেষণ পদের শেষে 'তর' বা 'ইয়' প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে তুলনা হলে 'তম', ইস্মিক, ইট্ঠ প্রত্যয় যুক্ত হয়।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

বিশেষণ পদ	দুই এর মধ্যে তুলনা	অনেকের মধ্যে তুলনা
সুচি (শুচি)	সুচিতর	সুচিভম
পাপ	পাপতর	পাপভম
কাল	কালতর	কালভম
সাধু	সাধুতর	সাধুভম
কট্ঠ (নিকট)	কট্ঠিয়	কট্ঠিট্ঠ

যা, বা, বী, বিন প্রভৃতি প্রত্যয়সম্বল বিশেষণ শব্দের উত্তর ইধ, ইয্য, ইট্ঠ ও ইস্মিক প্রত্যয় হলে ঐ সকল প্রত্যয়ের নিকটবর্তী পূর্ববর্তী স্বরের সোপ হয়।

গুণবা	গুণিয়	গুণিট্ঠ
জুতিমা (জ্যোতিমান)	জুতিয	জুতিট্ঠ
সতিমা (সুতিমান)	সতিয্য	সতিট্ঠ
মেধাবী	মেধিয	মেধিট্ঠ
ধনবা	ধনিয	ধনিট্ঠ

এমন কিছু বিশেষণ আছে যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

অশ্প (কতিপশ্প)	কনিষ	কনিট্ঠ
বুড়চ (বৃন্দ)	সাদিয়	সাদিট্ঠ
অস্তিক (নিকট)	নেদিষ	নেদিট্ঠ
গুরু (ভারী)	গরিষ	গরিট্ঠ

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ লেখ
- ২। লিঙ্গান্তর কর :
খন্ডিয়ো, অসুস, দেবী, মালিনী, তপস্বী, মেধাবী
- ৩। বিশেষণের তারতম্যের কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ কর।
- ৪। প্রত্যয়যোগে নিম্নের বিশেষণগুলোর প্রত্যেকটির তারতম্য দেখাও।
কটুঠ; সতিমা; ধনবা; মেধাবী; বুড়ত; অতিক; পাগ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। লিঙ্গ কাকে বলে? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দাও
- ২। বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ সহ লেখ।
- ৩। বিশেষণের তারতম্য বলতে কী বোঝ?
- ৪। বিশেষণের তারতম্যের সাধারণ নিয়মে পড়ে না এমন চারটি প্রত্যয়জ শব্দের উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। স্ত্রীলিঙ্গ পদ কোনটি?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. সুন্দর | খ. দেব |
| গ. মানব | ঘ. খন্ডিয়া |

২। পুংলিঙ্গ পদ কোনটি?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. বর্ণিটঠা | খ. মালিনী |
| গ. অসুসা | ঘ. মাধী |

৩। দুই এর মধ্যে তুলনামূলক বিশেষণ কোনটি?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. জুতিমা | খ. পুণ্ডা |
| গ. গুরু | ঘ. মেধিষ |

৪। অনেকের মধ্যে তুলনার উদাহরণ কোনটি?

- | | |
|-------------|---------|
| ক. সাধুত্তর | খ. ধনবা |
| গ. কনিট্ঠ | ঘ. অশুপ |

অষ্টম অধ্যায় শব্দরূপ (Declension)

পালিতে লিঙ্গ-এ সাত প্রকার বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা ৪ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। এক সংখ্যা বুঝালে একবচন ও একাধিক সংখ্যা বুঝালে বহুবচন। বচন ভেদে প্রত্যেক বিভক্তি দ্বিবিধ। সম্বোধন পদকে পালিতে 'আলাপনং' বলে।

বিভক্তির স্বরূপ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সি	সো
দ্বিতীয়া	অং	সো
তৃতীয়া	না	ছি
চতুর্থী	স	নং
পঞ্চমী	স্মা, ম্হা	হি
ষষ্ঠী	স	নং
সপ্তমী	স্মিং	সু

অ-কারাক্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
পঠমা (কর্তা)	ও	আ
দ্বিতীয়া (কন্ম)	অং	এ
তৃতীয়া (করণ)	এন	এহি, এডি
চতুর্থী (সম্প্রদান)	অসস্,	নং
পঞ্চমী (অপাদান)	আ, সমা, ম্হা	এহি, এডি
ষষ্ঠী (সম্বোধ)	অস্‌স	নং
সপ্তমী (অধিনরূপ)	এ, স্মিং, মহি	এসু
আলাপনং (সম্বোধন)	অ	আ

বুদ্ধ (Buddha)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বুদ্ধো	বুদ্ধা
দ্বিতীয়া	বুদ্ধং	বুদ্ধে
তৃতীয়া	বুদ্ধেন	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
চতুর্থী	বুদ্ধসস্, বুদ্ধায়	বুদ্ধানং
পঞ্চমী	বুদ্ধা, বুদ্ধমহা, বুদ্ধস্মা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
ছট্ঠী	বুদ্ধসস্	বুদ্ধানং
সপ্তমী	বুদ্ধে, বুদ্ধমিহ, বুদ্ধস্মিৎ	বুদ্ধেসু
আলাপনং	বুদ্ধ, বুদ্ধা	বুদ্ধা

দারক (boy) = বালক

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দারকে	দারকা
দ্বিতীয়া	দারকং	দারকে
তৃতীয়া	দারকেন	দারকেহি, দারকেভি
চতুর্থী	দারকস্, দারকায়	দারকানং
পঞ্চমী	দারকা, দারকস্মা, দারকম্হা	দারকেহি, দারকেন
ছট্ঠী	দারকস্	দারকানং
সপ্তমী	দারকে, দারকস্মিৎ, দারকমিহ	দারকেসু
আলাপনং	দারক	দারকা

নর (A man)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নর	নরা
দ্বিতীয়া	নরং	নরে
তৃতীয়া	নরেন	নরেহি, নরেভি
চতুর্থী	নরস্, নরায়	নরানং
পঞ্চমী	নরো, নরস্, নরম্হা	নরেহি, নরেভি
ছট্ঠী	নরস্	নরানং
সপ্তমী	নরে, নরস্মিৎ, নরম্হা	নরেসু
আলাপনং	নর	নরা

দ্রষ্টব্য : ঐ ধর্ম, সংঘ, কার্য, স্বকৃষ্ণ, নাগ, দোস, মোহ, অসুস, সুর, অজ, দেব, অসুর, কচ্ছপ, বক, মিশ, যব, লোক, নিলয়, রথ, গম্ব, নিবাস, আগম, সন্ধ, আলায়, গম্ভব, কিন্নব, মনুসস, পিসাচ, মাতঙ্গ, তুরগ, তুরঙ্গ, সীহ, বগ্ধ, পসদ, তাল, বকুল, কিংসুক, পচিন্দ ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত বুদ্ধ, দারক, নর শব্দের ন্যায়।

আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

সখা (Friend)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সখা	সখা, সখাবো, সখিনো, সখা
দ্বিতীয়া	সখং, সখানং, সখারং	সখা, সখাবো, সখিনো, সখানো
তৃতীয়া	সখিনা	সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি
চতুর্থী	সখিনো, সখিসস	সখারানং, সখিনং, সখানং
পঞ্চমী	সখারা, সখিনা, সখারম্মা	সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি
ছট্ঠী	সখিনো, সখিসস	সখারানং, সখীনং, সখানং
সপ্তমী	সখে	সখেসু, সখারেসু
আলাপনং	সখ, সখা, সখি,	সখী, সখে সখা, সখাষো, সখিনো, সখানো

স্না = (সন = Dog)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	স্না	স্না, স্নানো
দ্বিতীয়া	স্নানং, স্নং	স্নানে
তৃতীয়া	স্নানা, স্নেন	স্নানেহি, স্নানেভি, স্নেহি, স্নেভি
চতুর্থী	স্নাসস, স্নায়	স্নানং
পঞ্চমী	স্নানা, স্নম্মা, স্নম্মহা	স্নানেহি, স্নানেভি, স্নেহি, স্নেভি
ছট্ঠী	স্নাসস	স্নানং
সপ্তমী	স্নানে, স্নম্মিং, স্নম্মিহি	স্নানেসু, স্নাসু
আলাপনং	স্না	স্না, স্নানো

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ই, যো
দ্বিতীয়া	ং	ই, যো
তৃতীয়া	না	হি, ভি
চতুর্থী	স্ন, নো	নং
পঞ্চমী	না, স্মা, ম্মহা	হি, ভি
ছট্ঠী	সস, নো	নং
সপ্তমী	স্মিং, ম্মিহি	সু
আলাপনং	+	ই, যো

মুনি (মুনি – Sage)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মুনি	মুনী, মুনযো
দুতিয়া	মুনিং	মুনী, মুনযো
ততিয়া	মুনিনা	মুনীহি, মুনীতি
চতুর্থী	মুনিস্স, মুনিনো	মুনীনং
পঞ্চমী	মুনিনা, মুনিস্সা, মুনিম্হা	মুনীহি, মুনীতি
ছট্টী	মুনিনো, মুনিস্স	মুনীনং
সপ্তমী	মুনিম্হি, মুনিম্হি	মুনীসু
আলাপনং	মুনি	মুনী, মুনযো

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ
কপি (Monkey)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কপি	কপী, কপযো
দুতিয়া	কপিং	কপী, কপযো
ততিয়া	কপিনা	কপী, কপযো
চতুর্থী	কপিনা, কপিস্স	কপীনং
পঞ্চমী	কপিনা, কপিস্সা, কপিম্হা	কপীহি, কপীতি
ছট্টী	কপিনো, কপিস্স	কপীনং
সপ্তমী	কপে, কপিম্হি, কপিম্হি	কপীসু
আলাপনং	কপি	কপী, কপযো

অগ্নি (Fire)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অগ্নি	অগ্নী, অগ্নযো
দুতিয়া	অগ্নিং	অগ্নী, অগ্নযো
ততিয়া	অগ্নিনা	অগ্নীতি, অগ্নীতি
চতুর্থী	অগ্নিনো, অগ্নিস্স	অগ্নীনং
পঞ্চমী	অগ্নিনা, অগ্নিস্সা, অগ্নিম্হা	অগ্নীহি, অগ্নীতি
ছট্টী	অগ্নিনো, অগ্নিস্স	অগ্নীনং
সপ্তমী	অগ্নিম্হি, অগ্নিম্হি	অগ্নীসু, অগ্নাসু
আলাপনং	অগ্নি	অগ্নী, অগ্নযো

দ্রষ্টব্য : জোতি, পানি, মুট্ঠি, বোধি, সন্ধি, মতি, কবি, অপ্পি, অহি, কলি, হরি ইত্যাদি রূপ উপরেক্ত কপি এবং অগ্নি শব্দের ন্যায়

ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, নো
দ্বিতীয়া	ং, নং	ঈ, নো
তৃতীয়া	না	হি, ভি
চতুর্থী	স্বস	নং
পঞ্চমী	না, স্মা, মহা	হি, ভি
ছট্ঠী	স্বস, নো	নং
সপ্তমী	স্মিৎ, ম্হি	সু
আলাপনং	ই	নো, ঈ

মন্ত্রী (Minister)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মন্ত্রী	মন্ত্রী, মন্ত্রিনো
দ্বিতীয়া	মন্ত্রিনং, মন্ত্রিৎ	মন্ত্রী, মন্ত্রিনো
তৃতীয়া	মন্ত্রিনা	মন্ত্রীহি, মন্ত্রীভি
চতুর্থী	মন্ত্রিনো, মন্ত্রিস্বস	মন্ত্রীনং
পঞ্চমী	মন্ত্রিনা, মন্ত্রিমহা, মন্ত্রিস্মা	মন্ত্রীহি, মন্ত্রীভি
ছট্ঠী	মন্ত্রিনো, মন্ত্রিস্বস	মন্ত্রীনং
সপ্তমী	মন্ত্রিনি, মন্ত্রিস্মিৎ, মন্ত্রিম্হি	মন্ত্রীসু, মন্ত্রিসু
আলাপনং	মন্ত্রি	মন্ত্রী, মন্ত্রিনো

দণ্ডী (Mendicant)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দণ্ডী	দণ্ডী, দণ্ডিনো
দ্বিতীয়া	দণ্ডিৎ, দণ্ডিনং	দণ্ডী, দণ্ডিনো
তৃতীয়া	দণ্ডিনা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
চতুর্থী	দণ্ডিনো, দণ্ডিস্বস	দণ্ডীনং
পঞ্চমী	দণ্ডিনা, দণ্ডিমহা, দণ্ডিস্মা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
ছট্ঠী	দণ্ডিনো, দণ্ডিস্বস	দণ্ডীনং
সপ্তমী	দণ্ডিনি, দণ্ডিম্হি, দণ্ডিস্মিৎ	দণ্ডীসু, দণ্ডিসু
আলাপনং	দণ্ডি	দণ্ডী, দণ্ডিনো

লুপ্তব্যাঃ ধর্মী, সংঘী, মাশী, ভাগী, কামী, মামী, সুখী, গবী, দণ্ডী, পক্ষী, হখী ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত মন্ত্রী এবং দণ্ডী

ঈ-কারান্ত শব্দের ন্যায়।

আ-কারান্ত সঙ্গীদিকা শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	আ, যো
দুতীয়া	ং	আ, যো
তৃতীয়া	আয	হি, তি
চতুর্থী	আয	নং
পঞ্চমী	আয	হি, তি
ছট্ঠী	আয	নং
সপ্তমী	আয, আযং	সু
আলাপনং	এ	আ, যো

লতা (Creeper)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	লতা	লতা, লতায়ো
দুতীয়া	লতাং	লতা, লতায়ো
তৃতীয়া	লতায়	লতাহি, লতাতি
চতুর্থী	লতায়	লতানং
পঞ্চমী	লতায়	লতাহি, লতাতি
ছট্ঠী	লতায়	লতানং
সপ্তমী	লতায়, লতায়ং	লতাসু
আলাপনং	লতে	লতা, লতায়ো

কণ্ঠগা (Daughter) কন্যা

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কণ্ঠগা	কণ্ঠগা, কণ্ঠগাযো
দুতীয়া	কণ্ঠগাং	কণ্ঠগা, কণ্ঠগাযো
তৃতীয়া	কণ্ঠগায়	কণ্ঠগাহি, কণ্ঠগাতি
চতুর্থী	কণ্ঠগায়	কণ্ঠগানং
পঞ্চমী	কণ্ঠগায়	কণ্ঠগাহি, কণ্ঠগাতি
ছট্ঠী	কণ্ঠগায়	কণ্ঠগানং
সপ্তমী	কণ্ঠগায়, কণ্ঠগানং	কণ্ঠগাসু
আলাপনং	কণ্ঠগে	কণ্ঠগা, কণ্ঠগাযো

সূত্রব্য : নিন্দা, ভিক্ষা, বাহা, নাবা, তণ্হা, মেজা, পণ্ঠগা, সম্ভা ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত লতা এবং কণ্ঠগা শব্দের ন্যায়।

ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, যো
দ্বিতীয়া	ং	ঈ, যো
তৃতীয়া	যা	হি, ভি
চতুর্থী	যা	নং
পঞ্চমী	যা	হি, ভি
ছট্ঠী	যা	নং
সপ্তমী	যা, যং	সু
আলাপনং	+	ঈ, যো

মতি (Intellect)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মতি	মতী, মতিযো
দ্বিতীয়া	মতিং	মতী, মতিযো
তৃতীয়া	মতিয়া, মত্যা	মতীহি, মতীভি
চতুর্থী	মতিয়া, মত্যা	মতীনং
পঞ্চমী	মতিয়া, মত্যা	মতীহি, মতীভি
ছট্ঠী	মতিয়া, মতিযং	মতীনং
সপ্তমী	মতিয়া, মতিযং, মত্যা, মত্যাং	মতীসু
আলাপনং	মতি	মতী, মতিযো

রত্তি (Night)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	রত্তি	রত্তী, রত্তিযো, রত্ত্যো
দ্বিতীয়া	রত্তিং	রত্তী, রত্তিযো, রত্ত্যো
তৃতীয়া	রত্তিয়া, রত্ত্যা	রত্তীহি, রত্তীভি
চতুর্থী	রত্তিয়া, রত্ত্যা	রত্তীনং
পঞ্চমী	রত্তিয়া, রত্ত্যা	রত্তীহি, রত্তীভি
ছট্ঠী	রত্তিয়া, রত্ত্যা	রত্তীনং
সপ্তমী	রত্তিযং, রত্ত্যাং, রত্ত্যা,	রত্তীসু
	রত্ত্যং, রত্ত্যো, রত্তিয়া	
আলাপনং	রত্তি	রত্তী, রত্তিযো, রত্ত্যো

সূত্রকথা : পত্তি, কিত্তি, ব্লত্তি, কত্তি, সত্তি, যোথি, জাতি, মতি, ছবি ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত মতি এবং রত্তি শব্দের ন্যায়।

ঐ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তি আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ই, যো
দুতিয়া	ং	ই, যো
ততিয়া	যা	হি, ভি
চতুর্থী	যা	নং
পঞ্চমী	যা	হি, ভি
ছট্টমী	যা	নং
সপ্তমী	যা, যং	সু
আলাপনং	ঈ, ই	ঐ, যো

নদী (River)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নদী	নদী, নদিস্যো, নদেজ্জা
দুতিয়া	নদিস্যা, নদ্যা, নদজ্জা	নদী, নদিস্যো, নদেজ্জা
ততিয়া	নদিস্যা, নদ্যা, নদজ্জা	নদীহি, নদীভি
চতুর্থী	নদিস্যা, নদ্যা, নদজ্জা	নদীনং
পঞ্চমী	নদিস্যা, নদ্যা, নদজ্জা	নদীহি, নদীভি
ছট্টমী	নদিস্যা, নদ্যা, নদজ্জা	নদীনং
সপ্তমী	নদিস্যা, নদিস্যং, নদজ্জং, নদ্যা	নদীসু
আলাপনং	নদি	নদী, নদিস্যো নদেজ্জা

ইথী (স্ত্রী = Woman)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ইথী	ইথী, ইথিস্যো
দুতিয়া	ইথিস্যং, ইথিং	ইথী, ইথিস্যো
ততিয়া	ইথিস্যা	ইথীহি, ইথীভি
চতুর্থী	ইথিস্যা	ইথীনং
পঞ্চমী	ইথিস্যা	ইথীহি, ইথীভি
ছট্টমী	ইথিস্যা	ইথীনং
সপ্তমী	ইথিস্যা	ইথীসু
আলাপনং	ইথি	ইথী, ইথিস্যো

দ্রষ্টব্য : মাতুলানী, গুণবতী, মাগবী, ভিকখুণী, গাবী ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত নদী এবং ইথী শব্দের ন্যায়

অ কারান্ত ক্রীবাণিজ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	১	অনি
দ্বিতীয়া	২	অনি
তৃতীয়া	না	হি, তি
চতুর্থী	সস	নঃ
পঞ্চমী	স্মা, মহ	হি, তি
ছট্ঠী	সস	নঃ
সপ্তমী	স্মিঃ	সু

ফল (Fruit)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ফলঃ	ফলা, ফলানি
দ্বিতীয়া	ফলঃ	ফলৈ, ফলানি
তৃতীয়া	ফলেন	ফলেনহি, ফলেনতি
চতুর্থী	ফলসস, ফলস্য	ফলানঃ
পঞ্চমী	ফলা, ফলসসা, ফলমহা	ফলেনহি, ফলেনতি
ছট্ঠী	ফলসস	ফলানঃ
সপ্তমী	ফলে, ফলস্মিঃ, ফলম্দি	ফলেনসু
আলাপনঃ	ফলা	ফলা, ফলানি

কৰ্ম (কৰ্ম - Action)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কৰ্মাঃ	কৰ্মা, কৰ্ম্মানি
দ্বিতীয়া	কৰ্মাঃ	কৰ্ম্মা, কৰ্ম্মানি
তৃতীয়া	কৰ্ম্মনা, কৰ্ম্মনা কৰ্ম্মেন	কৰ্ম্মেনহি, কৰ্ম্মেনতি
চতুর্থী	কৰ্ম্মানা, কৰ্ম্মসস	কৰ্ম্মানঃ
পঞ্চমী	কৰ্ম্মা, কৰ্ম্মনা কৰ্ম্মমহা, কৰ্ম্মম্	কৰ্ম্মেনহি, কৰ্ম্মেনতি
ছট্ঠী	কৰ্ম্মানা, কৰ্ম্মসস	কৰ্ম্মানঃ
সপ্তমী	কৰ্ম্মা, কৰ্ম্মানি কৰ্ম্মম্দি কৰ্ম্মম্দি	কৰ্ম্মেনসু
আলাপনঃ	কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মা	কৰ্ম্মা, কৰ্ম্মানি

প্রত্যয় : ধন, হৃদয়, বন, ওষধ, চিকিৎসা ইত্যাদি কণ উপসর্গে ক্রীবাণিজ ফল এবং কৰ্ম্ম শব্দের ন্যায়

ই-কারান্ত ক্রীবাঙ্গিক শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	নি, ঙ
দ্বিতীয়া	ং	নি, ঙ
তৃতীয়া	না	হি, তি
চতুর্থী	সস, নো	নং
পঞ্চমী	না, স্মা, মূহা	হি, তি
ছট্‌তী	সস, নো	নং
সপ্তমী	স্মিৎ, মুহি	সু

বারি (জল = Water)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বারি	বারীনি, বারী
দ্বিতীয়া	বারিং	বারীনি, বারী
তৃতীয়া	বারিনা	বারীহি, বারীতি
চতুর্থী	বারিনো, বারিসস	বারীনং
পঞ্চমী	বারিনা, বারিস্মা	বারিমূহা বারীহি, বারীতি
ছট্‌তী	বারিনো, বারিসস	বারীনং
সপ্তমী	বারিস্মিৎ, বারিমূহি	বারীসু
আলাপনং	বারি	বারীনি, বারী

দ্রষ্টব্য : সপ্তি, অট্‌টি, অক্‌ষি, সখি ইত্যাদি বৃৎ উপরোক্ত বারি শব্দের ন্যায়।

আখ্যাতিক বিভক্তি

ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি হয়, তাদের আখ্যাতিক বিভক্তি বলা হয়। পানিতে আখ্যাতিক বিভক্তি আট প্রকার। যথা-

১. বর্তমানা (বর্তমান কাল); ২। পঞ্চমী; ৩। সপ্তমী (সপ্তমী); ৪। পরোকথা (পরোক্ষা); ৫। হীযত্তনী (ঘটমান); ৬। অজ্ঞতনী (অজ্ঞিত কাল); ৭। ভবিসসন্তি (ভবিষ্যত কাল); ৮। কালান্তিপত্তি।

১. বর্তমানা (বর্তমান কাল)

বর্তমান কালে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে ধাতুর উত্তর বর্তমানা বিভক্তি হয়। তি, অতি, সি, থ প্রভৃতি বর্তমানার বিভক্তি।

যথা- সে যায় - সে গচ্ছতি।

২। পঞ্চমী

আদেশ ও আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। তু, অতু, হি, য প্রভৃতি পঞ্চমীর বিভক্তি। যেমন-

সো সুখী ভবতু - সে সুখী হোক

৩। সপ্তমী (সপ্তমী)

অনুমতি ও পরিকল্পনা অর্থে ধাতুর উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। এয্য, এয্যুং প্রভৃতি সপ্তমী বিভক্তি যথা- সো কন্য় করেয্য - তার কাজ করা উচিত

৪। পরোক্ষা (পরোক্ষা)

অতীতকালে অধিকন্তর পূর্বের ঘটনায় পরোক্ষা বিভক্তি হয়। এতে অ, ইম্হ প্রভৃতি বিভক্তি ধাতুর নাশে যুক্ত হয়। যেমন- পাচক ভাত পাক করেছিল - সূদো ওদনং পপচ

৫। হীযন্তনী (পুরাঘটিত)

গতকাল্য প্রভৃতি বোঝানোর জন্য ধাতুর উত্তর হীযন্তনী (পুরাঘটিত অতীত) বিভক্তি যোগ হয়। এতে ই, ইম্হে প্রভৃতি হীযন্তনীর বিভক্তি যথা- পাচক ভাত পাক করেছে - সূদো ওদনং অপচ।

৬। অজ্ঞতনী (অতীত কাল)

সাধারণ অতীতকালে অজ্ঞতনী বিভক্তি হয়। ই, ইংসু প্রভৃতি যুক্ত হয়। যথা- পাচক ভাত পাক করল = সূদো ওদনং অপচি।

৭। ভবিষ্যতি (ভবিষ্যত কাল)

ভবিষ্যতকালে ধাতুর উত্তর 'ভবিষ্যতি' বিভক্তি হয়। ইসস্তি, ইস্‌সন্তি প্রভৃতি বিভক্তি হয়। যেমন - পাচক ভাত পাক করবে - সূদো ওদনং পচিস্‌সতি।

৮। কালান্তিপত্তি

ক্রিয়ার সময় অতীত হয়ে গেলে কালান্তিপত্তি হয়। ইস্‌সং, ইস্‌সম্‌হা বিভক্তি এতে প্রয়োগ হয়। যথা - যদি রাম প্রথম বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত, তাহলে সে অর্হং হত = সচে রামো পঠম - বস্‌সে পব্রজ্জং অলভিস্‌স, সো অন্তহো অভবিস্‌স।

(ক) আখ্যাতিক বিভক্তিসমূহ দুভাগে বিভক্ত। যথা - ১। পরস্পদ (কর্তৃবাচ্য) ও ২. অন্তনোপদ (কর্মবাচ্য)

১। পরস্পদ (কর্তৃবাচ্য) - আমি চন্দ্র দেখি = অহং চন্দ্রং পস্‌সামি

২। অন্তনোপদ - আমি কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হয় = মযা চন্দ্রো দিস্‌সতে।

(খ) প্রত্যেক আখ্যাতিক বিভক্তির দুটি বচন যথা ১ আমি হাসছি = অহং হাসমি। ২ আমরা হাসছি = মযং হাসাম।

(গ) আখ্যাতিক বিভক্তির তিনটি পুরুষ যথা- পঠম পুরিসো - প্রথম পুরুষ; মজ্জিম পুরিসো - মধ্যম পুরুষ এবং উত্তমো পুরিসো - উত্তম পুরুষ

১. পঠমো পুরিসো - সো (সে), সন্ধুণো (পাখি), তে (তারা), সন্ধুনা (পাখিরা)

২. মজ্জিমো পুরিসো - ত্বং (তুমি); তুম্‌হে (তোমরা)

৩. উত্তমো পুরিসো - অহং (আমি); মযং - আমরা

দ্রষ্টব্য ৪ উত্তম পুরুষের অহং, মযং এবং মধ্যম পুরুষের ত্বং, তুম্‌হে ছাড়া অন্যান্য নামবাচক পদ প্রথম পুরুষের অন্তর্গত।

বিভক্তির আকৃতি বস্তুমানা (বর্তমান কাল)

পরসূসপদ

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্জিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	তি	সি	মি
বহুবচন	অন্তি	থ	ম
		অন্তনোপদ	
একবচন	তে	সে	এ
বহুবচন	অন্তে	বহে	মহে
		পদ্বমী	
		পরসূসপদ	
একবচন	ত	হি অ	মি
বহুবচন	অন্তু	থ	ম
		অন্তনোপদ	
একবচন	তং	সসু	এ
বহুবচন	অন্তং	বহে	মাসুসে
		সদ্বমী	
একবচন	এযা	এয্যানি	এয্যামি
বহুবচন	এয্যাং	এয্যাথ	এয্যাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	এথা	এথে	এয্যাং
বহুবচন	এরা	এয্যাবহে	এয্যামহে
		অজ্ঞতনী	
		পরসূসপদ	
একবচন	ই, ট	ই, ও	ইং
বহুবচন	ইংসু, উং	ইথ	ইম্হা, ইম্হ
		অন্তনোপদ	
একবচন	আ	সে	অ
বহুবচন	উ	বহং	মহে
		ভবিসূসপ্তি	
		পরসূসপদ	
একবচন	ইসসতি	ইসসাসি	ইসসামি
বহুবচন	ইসসন্তি	ইসসথ	ইসসাম

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজঝিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	ইসসতে	অন্তনোপদ ইসসসে	ইসসং
বহুবচন	ইসসন্তে	ইসসবহে	ইসসম্বে
		পরোক্তা পরসৃসপদ	
একবচন	অ	এ	অ
বহুবচন	ঔ	ইথা	ইমহ
		অন্তনোপদ	
একবচন	ইথ	ইথো	ই
বহুবচন	ইরে	ইবহো	ইম্বে
		হীমন্তনী পরসৃসপদ	
একবচন	অ	ও	অ
বহুবচন	ঔ	থ	ম্হা
		অন্তনোপদ	
একবচন	থ	সে	ইং
বহুবচন	থুং	ব্হং	আমসহে
		কালাতিপত্তি পরসৃসপদ	
একবচন	ইসসা	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সংসু	ইস্সথ	ইস্সম্হা
		অন্তনোপদ	
একবচন	ইস্সথ	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সিংসু	ইস্সব্হে	ইস্সামহসে

ধাতুরূপ

ভূ-ভব (হওয়া) -to be

বস্তুমানা

পরসৃসপদ

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্জিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	ভবতে	ভবসে	ভবে
বহুবচন	ভবন্তে	ভবব্হে	ভবাম্হে
		পঞ্চমী	
		পরসূপদ	
একবচন	ভবতু	ভব, ভবাহি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্তু	ভব্ধ	ভবাম
		সপ্তমী	
		পরসূপদ	
একবচন	ভবে, ভবেয্য	ভবে, ভবেয্যাসি	ভবে, ভবেয্যামি
বহুবচন	ভবেয্যুং	ভবেয্যাথ	ভবেয্যাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	ভবেথ	ভবেথো	ভবেয্যং
বহুবচন	ভবেবং	ভবেয্যব্হো	ভবেয্যাম্হে
		অষ্টমী	
		পরসূপদ	
একবচন	ভবি, অভবি	ভবি, অভবি	ভবিং, অভবিং
বহুবচন	ভবিংসু, অভবিংসু	ভবিথ, অভবিথ	ভবিমহা, অভবিম্হা
		অন্তনোপদ	
একবচন	অভবা	অভবসে	অভবং
বহুবচন	অভবু	অভবিব্হং	অভবিম্হে
		ভবিসূপতি	
		পরসূপদ	
একবচন	ভবিসূপতি	ভবিসূসি	ভবিসূসামি
বহুবচন	ভবিসূপ্তি	ভবিসূস্ধ	ভবিসূসাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	ভবিসূসে	ভবিসূসে	ভবিসূং
বহুবচন	ভবিসূসন্তে	ভবিসূসব্হে	ভবিসূসাম্হে

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মধ্যম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
		পরোক্ষা পরসূপদ	
একবচন	বভুব	বভূবে	বভুব
বহুবচন	বভূবু	বভূবিথ	বভূবিম্হ
		অন্তনোপদ	
একবচন	বভূবিথ	বভূবিথো	বভূবি
বহুবচন	বভূবিথেরে	বভূবিবহো	বভূবিম্হে
		দ্বীষন্তনী পরসূপদ	
একবচন	অভবা	অভবো	অভবং, অভব
বহুবচন	অভবু	অভবথ	অভবম্হা
		অন্তনোপদ	
একবচন	অভবথ	অভবসে	অভবিং
বহুবচন	অভবথং	অভবম্হং	অভবাম্হসে
		বাস্যভিলপ্তি পরসূপদ	
একবচন	অভবিস্	অভবিস্	অভবিস্
বহুবচন	অভবিস্ংসু	অভবিস্থ	অভবিস্মহা
		অন্তনোপদ	
একবচন	অভবিস্থ	অভবিস্	অভবিস্
বহুবচন	অভবিস্ংসু	অভবিস্মহে	অভবিস্মাম্হসে

√পচ = পাক করা (to cook)

পচমানা

পরসূপদ

	পঠম পুরিসো	মধ্যম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পচন্তি	পচসি	পচামি
বহুবচন	পচন্তি	পচথ	পচাম

অন্তনোপদ

একবচন	পচতে	পচসে	পচে
বহুবচন	পচন্তে	পচম্হে	পচাম্হে

		পঞ্চমী	
		পরস্পরপদ	
একবচন	পচতু	পচ, পচাহি	পচামি
বহুবচন	পচন্তু	পচথ	পচাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	পচতং	পচসসু	পচে
বহুবচন	পচন্তুং	পচব্হো	পচামসে
		ষষ্ঠী	
		পরস্পরপদ	
একবচন	পচেয্য	পচেয্যাসি	পচেয্যামি
বহুবচন	পচেয্যুং	পচেয্যাথ	পচেয্যাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	পচেথ	পচেথো	পচেয্যং
বহুবচন	পচেথং	পচেয্যাব্হো	পচেয্যাম্হে
		সপ্তমী	
		পরস্পরপদ	
একবচন	অপচি, পচি	অপচি, পচি	অপচিৎ, পচি
বহুবচন	অপচিংসু পচিংসু	অপচিথ, পচিথ	অপচিম্হা, পচিম
		অন্তনোপদ	
একবচন	অপচা	অপচিসে	অপচং
বহুবচন	অপচু	অপচিবহং	অপচিম্হে
		অষ্টমী	
		পরস্পরপদ	
একবচন	পচিসসৃতি	পচিসসৃসি	পচিসসৃামি
বহুবচন	পচিসসৃন্তি	পচিসসৃথ	পচিসসৃাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	পচিসসৃতে	পচিসসৃসে	পচিসসৃং
বহুবচন	পচিসসৃন্তে	পচিসসৃব্হে	পচিসসৃম্হে
নবমী = যোগা (to go)			
		পরস্পরপদ	
		বক্তমানা	
একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছাম
		উক্তব পুরিসো	
একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছাম

		গচ্চমী	
একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ, গচ্ছাহি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তু	গচ্ছথ	গচ্ছাম
		গচ্ছমী	
একবচন	গচ্ছ্যতু	গচ্ছ্যাসি	গচ্ছ্যামি
বহুবচন	গচ্ছ্যন্তু	গচ্ছ্যাথ	গচ্ছ্যাম
		গচ্ছিমী	
একবচন	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছিং
বহুবচন	গচ্ছিসু	গচ্ছিথ	গচ্ছিম্হা
		ভবিস্বসত্তি	
		গচ্ছিস্বসত্তি	
একবচন	গচ্ছিস্বসত্তি	গচ্ছিস্বসি	গচ্ছিস্বসামি
বহুবচন	গচ্ছিস্বসত্তি	গচ্ছিস্বসি	গচ্ছিস্বসামি
	গচ্ছিস্বসত্তি	গচ্ছিস্বসথ	গচ্ছিস্বসাম
	গচ্ছিস্বসত্তি	গচ্ছিস্বসথ	গচ্ছিস্বসাম

√ ঠা = তিট্ঠতি = দাঁড়ান (to stand)

		পঠম পুরিলো	
		মজ্জকিম পুরিলো	
		উত্তম পুরিলো	
		বক্তমানা	
একবচন	তিট্ঠতি	তিট্ঠসি	তিট্ঠামি
বহুবচন	তিট্ঠন্তি	তিট্ঠথ	তিট্ঠাম
		গচ্চমী	
একবচন	তিট্ঠতু	তিট্ঠ, তিট্ঠাহি	তিট্ঠামি
বহুবচন	তিট্ঠন্তু	তিট্ঠথ	তিট্ঠাম
		সত্তমী	
একবচন	তিট্ঠেতু	তিট্ঠেযাসি	তিট্ঠেযামি
বহুবচন	তিট্ঠেন্তু	তিট্ঠেযাথ	তিট্ঠেযাম
		ভবিস্বসত্তি	
একবচন	তিট্ঠিসি, অট্ঠাসি	তিট্ঠি, অট্ঠাসি	তিট্ঠিং, অট্ঠাসিং
বহুবচন	তিট্ঠিসু, অট্ঠাসু	তিট্ঠিথ, অট্ঠাসিথ	অট্ঠাসিম্হা, তিট্ঠিম্হা
		ভবিস্বসত্তি	
একবচন	ঠস্বসত্তি	ঠস্বসত্তি	ঠস্বসামি
বহুবচন	তিট্ঠিস্বসত্তি	তিট্ঠিস্বসত্তি	তিট্ঠিস্বসামি
	ঠস্বসত্তি	ঠস্বসথ	ঠস্বসাম
	তিট্ঠিস্বসত্তি	তিট্ঠিস্বসথ	তিট্ঠিস্বসাম

দা = দদাতি - দেওয়া (to give)

		বর্তমান	
একবচন	দেতি, দদাতি	দদাসি	দদামি
বহুবচন	দদন্তি	দদথ	দদাম
		পঞ্চমী	
একবচন	দদাতু	দদ, দদাহি	দদামি
বহুবচন	দদন্তু	দদথ	দদাম
		সপ্তমী	
একবচন	দদেহ্য	দদেহ্যসি	দদেহ্যামি
বহুবচন	দদেহ্যং	দদেহ্যথ	দদেহ্যাম
		অষ্টমী	
একবচন	দদি, অদাসি	দদি, অদাসি	দদিং, অদাসিং
বহুবচন	দদিংসু, অদাসু	দদিথ, অদাসিথ	দদিম্হা, অদাসিম্হ
		ভবিস্যতি	
একবচন	দদ্যসি, দদিস্যসি	দদ্যসি, দদিস্যসি	দদ্যামি, দদিস্যামি
বহুবচন	দদ্যন্তি, দদিস্যন্তি	দদ্যথ, দদিস্যথ	দদ্যাম, দদিস্যাম

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দবিভক্তির আকৃতিগুলো লেখ।
- ২। নিম্নের শব্দগুলোর সকল বিভক্তি ও বচনে পূর্ণরূপ লেখ :
বুধ; সখা; যুনি; মন্ত্রী; লভা; নদী; ফল।
- ৩। আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আকৃতিগুলো লেখ।
- ৪। আখ্যাতিক বিভক্তি কত প্রকার ও কী কী? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।
- ৫। বচন ও পুরুষভেদে আখ্যাতিক বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।
- ৬। ধাতু বিভক্তির পরসঙ্গপদ (কর্তৃবাচ্য) এর আকৃতি অবিকল উদ্ভূত কর।
- ৭। নিম্নলিখিত ধাতুগুলোর কর্তৃবাচ্য পূর্ণরূপ লেখ :
√ভূ; √গচ; √গম; √ঠা; √দা।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। পালিতে বিভক্তি কত প্রকার ও কী কী?
- ২। ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের একবচনে ও বহুবচনে বিভক্তির আকৃতিগুলো লেখ।
- ৩। পালিতে 'দত্তী' শব্দের পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির রূপগুলো লেখ।
- ৪। বর্তমান কালের ক্রিয়াবিভক্তি কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও।
- ৫। কাশান্তিস্তি বলতে কী বোঝ?
- ৬। √গম ধাতুর বর্তমান কালের রূপ লেখ।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। সন্ধ্যাধন পদকে শাসিত কী বলে?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. আরাধনং | খ. আলাপনং |
| গ. লেপনং | ঘ. অধিকরণং |

২। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে আকৃতি কোনটি?

- | | |
|--------|--------|
| ক. আ | খ. এতি |
| গ. এসু | ঘ. অং |

৩। ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তার নাম কী?

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ক. ক্রিয়াবিভক্তি | খ. শব্দবিভক্তি |
| গ. আখ্যাতিক বিভক্তি | ঘ. প্রত্যয়যুক্ত বিভক্তি |

৪। আদেশ ও আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর কোন বিভক্তিমুক্ত হয়?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. পক্ষমী | খ. ষষ্ঠী |
| গ. সপ্তমী | ঘ. বর্তমানা |

৫। 'কুং' পদটি কোন পুরুষ?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. উত্তম পুরুষ | খ. মধ্যম পুরুষ |
| গ. প্রথম পুরুষ | ঘ. উত্তর পুরুষ |

৬। 'পশ্ছতি' কোন কালের ক্রিয়া?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. বর্তমান | খ. অতীত |
| গ. ভবিষ্যৎ | ঘ. ঘটমান অতীত |

৭। 'পরস্পরাদ' বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|---------------|--------------------|
| ক. কর্তৃবাচ্য | খ. কর্মবাচ্য |
| গ. ভাববাচ্য | ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য |

৮। অনন্যোপদের উদাহরণ কোনটি?

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ক. অহং চন্দং পসসামি | খ. ময়ং হসাম পসসামিতি |
| গ. অহং পচিস্‌সামি | ঘ. ময়া চন্দো দিস্‌সতে |

নবম অধ্যায়

অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়া পরিসমাপ্তি বা শেষ নির্দেশ করে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া দুভাবে গঠিত হয়।

১। ক্রা প্রত্যয় (Gerund)

ধাতুর উত্তর ক্রা, য প্রত্যয় যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে Gerund বলে। এ জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া দুটি ঘটনার ওপর নির্ভরশীল। যেমন- বাড়ি এসে আমি তাকে দেখলাম- ঘরং আগত্বা অহং তং পসুসিং। এ অসমাপিকা ক্রিয়া বাংলায় 'ইয়া' (যাইয়া, গিয়ে) এবং ইংরেজিতে 'ing' (going) থাকে। এ সমস্ত অসমাপিকা ক্রিয়াই পালিতে 'ক্রা' প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়।

ক. ক্রা প্রত্যয় যোগে (Gerund)

√গম = গম্ভা; √পচ = পচিভা; √লভ = লভিত্বা, লব্ধা; √দা = দত্বা; √নি = নেভা; √ভুজ = ভুক্ত ইত্যাদি।

খ. য প্রত্যয় যোগে :

√কম = কম্য; √গম = গম্য; √চিভ = চিভিয়; √ভুজ = ভুক্তব্য

২। ক্রু (ক্রু) প্রত্যয় (Infinitive)

ধাতুর সাথে ক্রু, ক্রু, তাবে, ক্রুয়ে এবং ক্রুয়ে প্রত্যয় যোগ করে ওইভবংবাব গঠিত হয়। বাংলায় 'আসতে', 'আনতে' এবং ইংরেজিতে 'to come', 'to bring' প্রভৃতি যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে সেগুলো পালিতে 'ক্রু' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।

যেমন- সে জল আনতে নদীতে গেল = সে উদকং আনেক্রুং নদীয়াং গচ্ছি।

ক. ক্রু প্রত্যয় যোগে :

√পচ = পচিক্রু; √সু = সোক্রু; √ছিদ = ছিদিক্রু ইত্যাদি।

খ. তাবে, ক্রুয়ে এবং ক্রুয়ে প্রত্যয়যোগে :

√দা = দাতবে; √মর = মরিক্রুয়ে; √দিস = দক্ষিতাবে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর উত্তর অন্ত, মান, তব ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। এটা বিশেষ্য পদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ তিন প্রকার। যথা - (১) বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (২) অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ; (৩) ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

১। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর সঙ্গে অন্ত, মান, আন, অং ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন-

√পচ- পচং, পচন্ত; √ভু- ভবং, ভবন্ত, √কর- করং, করন্ত; √পা-পিবং, পিবন্ত; √গম- গচ্ছং, গচ্ছন্ত; √দা- দদমান, দদান; √সু-সুণমান, সুভান।

২। অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ভ, তবত্ব, ভাবী প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। যথা-

√নহা-এগাত; √জী জীত; √ভূ ভূত; √ভূজ ভূত; √বৃধ-বৃন্দ; √চর-ছিন্ন; √মর-মত; √দন-দন্ত; √ভুজ-ভূতা;
√জি-জিতা; √হু-হুতা

৩। ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

উচিৎ অর্থে ধাতুর উত্তর তব, অনীয়, য ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়ে ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যথা-

‘তব’ প্রত্যয়যোগে- √হা-হাতব; √দা-দাতব; জি-জ্ঞেতব; √ভূ-ভবিতব।

‘য’ প্রত্যয়যোগে- √ভুজ-ভুজ্য; √ভিদ-ভিজ্য; √পা-পেয্য; √দা-দেয্য।

‘অনীয়’ যোগে- √পূজ-পূজনীয়; √গচ-গচনীয়; √কর-করনীয়; √গম-গমনীয়

কারক

করোতি করিয়ং নিপয়া ‘দেতী’ তি কারকং।

যা ক্রিয়ার কার্য নিম্পন্ন করতে সাহায্য করে তাকে কারক বলে।

কারক ছয় প্রকার। যথা- কর্তা (কর্তা); কর্ম (কর্ম); করণ (করণ); সম্প্রদান (সম্প্রদান); অপাদান (অপাদান); এবং অধিকরণ (ওকাস)।

১। কর্তৃ কারক (কর্তা কারক)

যো করোতি সো কর্তা।

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে কর্তা।

যথা- রামো গচ্ছতি = রাম যান্ন।

মাতা পুস্তং পঠষতি = মা ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

২। কর্ম কারক (কর্ম কারক)

যং করোতি তং কর্মং।

কর্তার ক্রিয়ার দ্বারা যা হয় তাকে কর্ম কারক বলে। যথা- সো ভসন্তং ভুঞ্জতি = সে ভাত খাচ্ছে

৩। করণ কারক (করণ কারক)

যেন বা কথিরতে তং করণং।

যার দ্বারা কর্তার ক্রিয়া নিম্পন্ন হয় তাকে করণ কারক বলে। যথা- সো ফরসুনা রুক্মং ছিন্দতি = সে কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষ ছেদন করছে। সো নেত্রেণ চন্দ্রং পস্‌সতি = সে চক্ষু দ্বারা চন্দ্র দেখছে

৪। সম্প্রদান কারক (সম্প্রদান কারক)

যস্ম দাতুকামো রোচতে বা ধরষতে বা তং সম্প্রদানং। কর্তা যাকে দান করতে ইচ্ছা করেন, যার প্রতি কর্তার রুচি উৎপন্ন হয় এবং যার নিকট কর্তা ঋণগ্রস্ত তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যথা- ভিক্ষুস্ অন্নং দেহি = ভিক্ষুকে অন্ন দান কর।

৫। অপাদান কারক (অপাদান কারক)

যস্মা দপেতি ভয়ং আদত্তে বা তদ অপাদানং

যা থেকে ভয়, গমন, তীতি উৎপন্ন হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। যথা- কৃকথস্মা পততি ফলং — বৃক্ষ থেকে ফল পড়ছে।

৬। অধিকরণ কারক (ওকাস)

যে ধারো তং ওকাসং।

যা ক্রিয়ার আধার তাকে অধিকরণ কারক বলে। যথা- আকাশে বিহগা বিচরন্তি = পাখিরা আকাশে বিচরণ করে।

বিভক্তিভেদ

বিভক্তিভেদ (Case endings)

যার দ্বারা কারক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দ্বারা কারকের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কারক ও বিভক্তি এক নয়, একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে ব্যবহার করা যায়। তার ফলে কারকের পরিবর্তন হয় না।

বিভক্তি সাত প্রকার : যথা- প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী

প্রথমা বিভক্তি (পঠমা বিভক্তি)

- ১। **লিঙ্গার্থে পঠমা**- লিঙ্গার্থে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা- বৃন্দ, কণ্ঠেরা (কন্যা); ফলং
- ২। **কর্তৃরি চ**- কর্তৃকারকে পঠমা বিভক্তি হয়। যথা- দারকো রোদতি।
- ৩। **করণ-কন্ঠে**- কর্মবাচ্যে কর্মে পঠমা বিভক্তি হয়। যথা- বুদ্ধেন দেসিত ধম্মো = বুদ্ধ কর্তৃক দেসিত ধর্ম।
- ৪। **নামাদিষোণে**- নাম প্রভৃতি অব্যয় যোগে পঠমা বিভক্তি হয়। যথা - পসেনদি নাথকো রাজা কোশল রট্টে রজ্জং করি = প্রসেনজিৎ নামে এক রাজা কোশল রাজ্যে রাজত্ব করতেন।

দ্বিতীয়া বিভক্তি (দুতীয়া বিভক্তি)

- ১। **কস্মালি দুতীয়া** - কর্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - দাসো কস্মং করোতি।
- ২। **কালজ্ঞানং অচক্ষু সংযোগে** - কাল স্থানের সঙ্গে কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্কে বোঝালে সেই কাল বা পদবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - খেরো মাসং ঋষতি = স্বর্ষি একমাস ধরে ধ্যান করছেন।
- ৩। **কর্মপবচনযুক্ত** - কর্মপবচনীয় পদের প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। এটা অনু, পতি, পরি, অভি- ভাগ, সহ ও হীন অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা - পবতং অনু বায়ু = পর্বতের দিকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।
- ৪। **গতি** - বুদ্ধি, ভুজ- পঠ- হর- করস্যা দীনং কারিতে বা- গতিবোধক, বুদ্ধি বোধক এবং ভুজ, মঠ, হর, কর, সর ইত্যাদি ধাতু পিজন্ত হলে পিজন্ত ক্রিয়ার কর্ম বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- মাতা পুত্রং বিজ্ঞাপয়ং গমযতি = মাতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করছেন।
- ৫। **কুটি দুতীয়া হট্টীনং অথে** - দ্বিতী বিভক্তির অর্থে কখনও কখনও শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- তং থো পন ভগবত্তং এবং কল্যাণো কিসিসকো অববুগত্তো = সেই ভগবানের এ রকম সুবশ উদিত হয়েছে।

তৃতীয়া বিভক্তি (ততিয়া বিভক্তি)

- ১। **করণে অভিধা** - করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - সো পাদাসা গচ্ছতি = সে পায়ে হাঁটছে।
- ২। **কর্ত্ত্বি চ** - কর্ম ও ভাব বাচ্যে কর্ত্ত্বকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- স্বাক্ষাতো ভগবতা ধর্ম্মা = ভগব কর্ত্ত্বক ধর্ম্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।
- ৩। **সহাদিবোনে চ** - সহ, অলং, কিং, সন্নিং, বিনা ইত্যাদি শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - পিতা পুস্তেনসহ গচ্ছতি = পিতা পুস্ত্রের সহগ য়াচ্ছে।
- ৪। **হেতু অর্থে চ** - হেতু অর্থে এবং হেতু শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - সীলেন সুখিং হোতি = সীলের দ্বারা শূন্য হয়।

চতুর্থী বিভক্তি (চতুর্থী বিভক্তি)

- ১। **সম্পাদনো চতুর্থী** - সম্পাদন কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা - সো ভিক্খুসু চীবরং দদতি = সে ভিক্ষুকে চীবর দান করছে।
- ২। **আরোচনার্থে** - জ্ঞাপনার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- আমন্তযামি বো ভিক্খবে = হে ভিক্ষুগণ, আগ্নাদের আহবান করছি।
- ৩। **নিমিত্তার্থে বা তদর্থার্থে** - নিমিত্ত বা তদর্থবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা - ভিক্খু ভিক্খায চরতি = ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য বিচরণ করছেন।
- ৪। **অলমার্থে** - নিশ্চয়োজন বা সম্বন্ধক অর্থে অলং শব্দ যখন প্রযুক্ত হয় তখন চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা - মগ্গো মল্লসং অলং।

পঞ্চমী বিভক্তি (পঞ্চমী বিভক্তি)

- ১। **অপাদনো পঞ্চমী** - অপাদন কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- রুক্খং ফলং পততি = বৃক্ষ থেকে ফল পড়ছে।
- ২। **হেতুর্থে** - হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা - কেন হেতুনা ভূং ইধাগতো = কিসের জন্য তুমি এখানে এসেছ।
- ৩। **দিসাবোনে** - দিকবাচক শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। অবীচিতে উপরি = অবীচি নরকের উপরে।
- ৪। **অস্থান- কাল - নিম্মানে- স্থান ও কালের পরিধি নির্ণয় করতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।** যথা- ততো পট্ঠায তে নিহতমানা অহেসুং = তখন থেকে তারা হতমান হল।

ষষ্ঠী বিভক্তি (ষষ্ঠী বিভক্তি)

- ১। **সামিখি হট্টী** - স্বামী বা সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - রএহুএয়া সাসনং = রাজার আদেশ।
- ২। **নিব্ধারণে হট্টী** - একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু হতে একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অবধারণ করাকে নির্ধারণ বলে। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - পসুনং সীহো সুরতমো = পশুদের মধ্যে সিংহ অধিক সাহসী।
- ৩। **অদাদরে চ** - অদাদর বা অবজ্ঞা বুঝালে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- সো রোদন্তসুস দারকসুস পবজি। ছেলটির ক্রন্দন সত্ত্বেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।
- ৪। **ততিয়া সত্ত্বীক** - তৃতীয় ও সপ্তমীর অর্থে কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - পুপফসুস বৃক্ষং পূজেতি = ফুল দিয়ে বৃক্ষ পূজা করা হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। কারক কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার কারকের উদাহরণ দাও।
- ২। অসমাপিকা ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা সহ উদাহরণ দাও।
- ৩। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।
- ৪। কী কী অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়? বিস্তারিত আলোচনা কর।
- ৫। সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও :

নাম্যাদিযোগে, কন্তরি চ, আরোচনাথে; নিম্ভারণে হুট্টী; নিমিত্তথে বা তদথে; হেতুথে; করণ-কন্মে।

খ. সন্ধেলে উত্তর দাও :

- ১। 'কৃ' প্রত্যয় কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও।
- ২। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।
- ৩। সম্প্রদান কারক কাকে বলে উদাহরণ সহ বল।
- ৪। কন্মানি সূত্রিয়া বলতে কী বোঝ?
- ৫। চতুর্থ বিভক্তি প্রয়োগের চারটি উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। অসমাপিকা ক্রিয়া কোনটি?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. গচ্ছতি | খ. আগমিংসু |
| গ. ঝাদিত্বা | ঘ. কন্মং |

২। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণের উদাহরণ কোনটি?

- | | |
|-----------|----------|
| ক. গচ্ছত | খ. পেয্য |
| গ. করণীয় | ঘ. হিন্ত |

৩। কর্তৃ কারকের উদাহরণ কোনটি?

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ক. সো গচ্ছতি | খ. নেস্তেন চন্দং পসুসতি |
| গ. রুক্ষ্মা পততি ফলং | ঘ. বুন্ধেন বীষং সেসিতো |

৪। কারক কত প্রকার?

- | | |
|--------|---------|
| ক. চার | খ. পাঁচ |
| গ. ছয় | ঘ. সাত |

৫। 'ভিক্ষুসুস জ্ঞানং সেবি' - এটা কোন কারকের উদাহরণ?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. করণ | খ. সম্প্রদান |
| গ. অপাদান | ঘ. অধিকরণ |

দশম অধ্যায়

অনুবাদ

পালি অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার প্রচলিত নিয়মগুলো রক্ষিত হয়েছে। তবে প্রয়োগে স্বাভাব্য আছে। কাল, কারক, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বাক্য বিন্যাস-প্রণালী, বাচ্য প্রভৃতি পালি ব্যাকরণের নিয়মাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে পালি অনুবাদ শুল্করূপে করা সম্ভব নয়। তোমরা ওপরের শ্রেণীতে পালি ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এখানে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য কাল ও কারক সম্পর্কীয় অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বাংলার মত পালিতেও কাল তিনটি। যথা - বর্তমান কাল (বত্তমানা); অতীত কাল (অজ্জতনী) ও ভবিষ্যত কাল (ভবিস্সত্তি)। ভাব বোঝাতেও পঞ্চমী ও সপ্তমীর ত্রিনয়্য বিভক্তি যুক্ত হয়। এছাড়া, বচন ও পুরুষভেদে ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপান্তর ঘটে।

কিভাবে কাল ও কারক ছড়িত বাংলা বাক্যের অনুবাদ করতে হয় তা বিস্তারিত অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্নপ্রয়োজন। তোমরা বাংলা বাক্যের পালি অনুবাদ করার সময় ধাতু বিভক্তি ও কারক বিভক্তিভেদ দেখে নেবে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কাল ও কারক সম্পর্কীয় বাংলাসহ পালি অনুবাদ দেওয়া হল :

কাল

বর্তমান কাল (বত্তমানা)

চন্দ্র রাত্রিকালে কিরণ দেয় = চন্দ্রো রত্নিং আভাতি। স্ত্রী লোকেরা নদীতে স্নান করছে = ইথিয়ো নদিয়ং নহাতি।
ছাত্রেরা পাঠ অভ্যাস করছে = অত্তেবাসিকা তেসং পাঠং পঠন্তি।

সত্তমী

চেষ্টা করলে কৃতকার্য হতে পারবে = সচে ত্বং সম্মা বাযামং করেয্যাসি সফলং ভবেয্যাসি।
তোমার প্রভাষ বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত = ত্বং অনুদিবসং বিজ্ঞালয়ং গচ্ছেয্যাসি।

পঞ্চমী

এখন তুমি বাড়ি যেতে পার = ইদানি ত্বং গেহং গচ্ছ।
আবর্জনাগুলো ফেলে দাও = কচবরানি ছুড্ধেহি।

অতীত কাল (অজ্জতনী)

তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলেছ কেন? = কিং ত্বং ময়া সন্ধিং মুসা ভণি?
আচার্য তাদের ঝগড়া নিষ্পত্তি করে দিলেন = আচরিযো তেসং বিবাদং সম্বল্লি।

ভবিষ্যত কাল (ভবিস্সত্তি)

তিনি আজ বাড়ি আসবেন = সো অমহাকং গেহে অজ্জং আগচ্ছিস্সত্তি।

কারক

কর্তৃকারক

রামো দয়ালু নরো ভবতি = রাম দয়ালু লোক ছিলেন।

দারকা অয়ে খাদন্তি = বালকেরা আমগুলো খাচ্ছে।

কর্মকারক

আচারিষো সিসসং ওবদতি = আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন।

অহং মচ্ছমংসং ন ভুঞ্জামি = আমি মাছ মাংস খাই না।

করণ কারক

সো হথেন কস্মং করোতি = সে হাত দিয়ে কাজ করে।

পিতা পুত্ৰেনসহ গচ্ছতি = পিতা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রদান কারক

দারিকা পিপাসিতস্ উদকং দদতি = বালিকা তৃষ্ণার্তকে জল দিচ্ছে।

অমচো ব্রহ্মেণ আরোচেসি = অমাত্য রাজাকে নিবেদন করলেন।

অপদান কারক

বোধিসত্তো মাতৃকুচ্ছিমহা নিকমি = বোধিসত্তু মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্কাশিত হলেন।

উপজ্জ্বায়া অন্ত্রধায়তি সিসসো = শিষ্য উপাখ্যায় থেকে পলায়ন করল।

অনুশীলনী

১। পালিতে অনুবাদ কর :

- (ক) তিনি গতকাল বাড়ি গিয়েছেন।
- (খ) অনাথপিড়িক শ্রেষ্ঠী জেতবন বিহার দান করেন।
- (গ) মাতাপিতাকে মান্য করবে।
- (ঘ) অপ্রমাদ উন্নতির পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ।
- (ঙ) ভিক্ষুরা সংঘারামে বাস করেন।
- (চ) তুমি কার ভয়ে ভীত?
- (ছ) ছেলেরা ছুটাছুটি করছে।
- (জ) ভিক্ষু-সংঘকে শিউ দাও।
- (ঝ) তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন।
- (ঞ) আমরা তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলাম।



সুষম খাবার খাই
সুস্থ সবল জীবন পাই ॥

শরীর সুস্থ রাখার জন্য বয়স, লিঙ্গ ও কাজের ধরন অনুযায়ী প্রতিদিনই আমাদের ছয়টি পুষ্টি উপাদান গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অপুষ্টিকে প্রতিহত করার জন্য সুষম খাবার গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাবার আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও দেহ-মনকে সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

২০২১

শিক্ষাবর্ষ

৭ম-পালি

বিদ্যার মতো বন্ধু নাই

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য